

## প্রশংসা পত্র ।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত “জীবন বক্ষা” আদ্যোপান্ত পাঠ্য কবিতাম। ইহাতে অনেক চিত্রকব অবাঞ্ছিত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ দেশ যৌবনে এবং যৌবনের প্রাবল্যে বালকেবা জননে-  
ন্দ্রিয়েব অযথা চালনা কবিতা শবীর ক্ষয় করে এবং চিত্র-  
কালের জন্ত অসুখী হয়, অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই একথা  
স্বীকার কবিতা থাকেন। যোগেন্দ্র বাবু সেই অনিষ্ট নিবা-  
রণ করিবাব চেষ্টা কবিতাছেন। উইঁর “জীবনবক্ষা”  
অনেক যুবকেব জীবন বক্ষা কবিতাে অনায়াসে একপ আশা  
কবা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে এতদ্বিষয়ক যে কয়েক  
খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে অনেক কল্যাণ  
সাধন কবিতাছে। “জীবনবক্ষা”ও সেই পুস্তক গুলির সহচর  
হইয়া এদেশীয়দিগেব কল্যাণসাধনে সহায়তা কবিতাে তদ্বি-  
ষয়ে সন্দেহ নাই। ২রা জ্যৈষ্ঠ ১২২৪ সাল।

শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ

কলিকাতা নিউইণ্ডিয়ান স্কুলেব

হেড মাষ্টার এবং ভূতপূর্ব নববিভাকব সম্পাদক।

যে কথাগুলি অবশ্য দ্রাভবা, যে কথাগুলি না জানিলে,  
অথবা জানিয়া শুনিয়া অবহেলা কবিলে যান্ত্রিক কল্প ও  
অল্লায়ু হইতে হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে সেই কথা  
গুলি লিখিত হইয়াছে। বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  
নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র-কর্ত্তাবা  
তাঁহাৰ উত্থাপিত বিষয়ে যে সমস্ত শাসন নির্দেশ কবিতা  
গিরাছেন, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। কালবশে পূবা-

কালীন মুনিঋষিগণ পূৰ্ণগৌৰবচূত হইয়াছেন, নব্য সম্প্রদায়, বিশেষতঃ স্কুলেব ছাত্রবৃন্দ, ঋষিবচনে কিছুমাত্র আস্থা প্রকাশ করেন না, ইহাদিগেব হৃদ্বোধেব নিমিত্ত ইংবাজ ডাক্তারগণেব মত উদ্ধৃত কবিতে পাবিলে নব্য সমাজে পুস্তকপানির অধিক আদব হইত। পুস্তকখানি আকাষে ক্ষুদ্র বটে কিন্তু পাঠ কবিলে মহৎ কল্যাণ সাধন কবিবে।

কলিকাতা, } শ্রীযুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।  
২রা জ্যৈষ্ঠ } (পদ্যপাঠ প্রভৃতি প্রণেতা)  
সন ১২৯৪।

অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীলষ্ট হটক আব অশ্রীলই হটক, জানা চাই। কেবল সহজাত সংস্কারের উপর নির্ভর কদিয়া মনুষ্য সকল কার্য্য কবিতে পাবে না। স্বাস্থ্য ও আয়ু বক্ষা করিতে হইলে অনেক স্থলে সহজাত সংস্কারেব দমনই আবশ্যক। মনুষ্যজাতিব একটী প্রবল সহজাত প্রবৃত্তিব অনিয়মিত ব্যবহাবে কি ফলোদয় হয় ও কি প্রকাষেই বা তাহা নিবাবিত হইতে পাবে তৎসম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানিতে সুশ্রুতাদি নানা আখ্যাশাস্ত্র হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত কবা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব সহায়তা অবলম্বন কবিলে এই গ্ৰন্থ খানিব ব্যবহাবোপযোগিতা অনেকাংশ বদ্ধিত হইত। ভবসা কবি অভিনব সংস্কার আবশ্যক হইলে গ্রন্থকাব এই ক্রটি পবিপূৰ্ণ কবিবেন।

শিবপুৰ } শ্রীকিশোৰীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়  
৫ঠ জ্যৈষ্ঠ } বি, এ, বি, এল।  
সন ১২৯৪। } দাতব্য মূল ভাবভের ইংরাজি অনুবাদক।)

## শ্রীগণেশায় নমঃ ।



“বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তে ।

ভগবতি ভারত দেবি নমস্তে ॥”

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংপ্রতিভেতবঃ ।

তান্নিগ্নতা কিম হতং বক্ষতা কিম বক্ষিতম ॥

জীবন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের  
হেতু । এই জীবনকে যিনি নষ্ট করেন তাঁহাব  
কি না নষ্ট করা হয় । আর যিনি এই জীবনকে  
রক্ষা করেন তাঁহার কি না রক্ষা করা হয় ।

রোগশূন্য ব্যক্তিবাই চতুর্বর্গের অধিকারী  
হন । যথা—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামাযোগং মূলমুত্তমম্ ।

রোগশূন্যত্বাংর্ডাবঃ প্রেরসো জীবিতস্ত চ ॥ স্তম্ভতঃ

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গফল  
লাভের প্রধান উপায় আরোগ্য । • বোগ সেই  
আরোগ্যকে নষ্ট করে এবং তাহাতে মঙ্গল ও  
প্রাণপর্যন্তও নষ্ট হইয়া থাকে ।

দেহীদিগের আত্মাপবাধ বৃক্ষের ফলই

( ২ )

বোগ। অতএব যাহাতে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, সর্বদা সেই চেষ্টা করাই বিধেয়।

মহামতি মনুপ্রভৃতি আৰ্য্য শাস্ত্রকাবদিগের প্রদর্শিত পথেব অন্তথাচরণ করিলেই ধাতু বিকৃত হয়, ধাতু বিকার হইলেই রোগেব উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি স্বাস্থ্যস্থ ইচ্ছা কবেন তবে ঐ পথ আশ্রয় করুন। নচেৎ অকালে কালকবলে পতিত হইতে হইবে।

ধাতু ও ধাতু শব্দের ব্যুৎপত্তি।

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিতা দেহং দধতি যৎ নৃণাম্।

রসাস্ত্ৰমাংসমেদোহস্তি মজ্জাশুক্ৰানি ধাতবঃ ॥ স্মৃ

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটিকে ধাতু বলে ; কারণ উহারা স্বয়ং দেহে অৱস্থান পূৰ্ব্বক দেহকে ধারণ করিয়া থাকে।

রস।

সম্যক পক্যং ভুক্তম্ভাষ্যো নিগদিতো রসঃ ॥ স্মৃ

ভুক্ত বস্তু সম্যকরূপ পরিপক হইলে তাহাব সারকে রস কহে।

( ৩ )

রক্ত ।

যদা বসো বহুদ্ব্যতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ ।

বাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংক্রকঃ ॥ অ

তখন রস যকৃতে গমন করিয়া রঞ্জক নামক  
পিত্ত হইতে বাগ ও পাক প্রাপ্ত হয়, তখন  
উহাকে রক্ত কহা যায় ।

মাংস ।

শোণিতং স্মৃগ্নিনা পকং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্ ॥ অ

স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পক্ক শোণিত বায়ুদ্বারা  
ঘনীভূত হইলে, মাংসরূপে পরিণত হয় ।

মেদ ।

যন্মাংসং স্মৃগ্নিনা পকং তন্মেদ ইতি কথ্যতে ॥ অ

মাংস স্বীয় অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইলে, মেদ  
রূপে পরিণত হয় ।

অস্থি ।

মেদো যৎ স্মৃগ্নিনা পকং বায়ুনা যতি শোষতাম্ ।

তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে দসারং সৰ্ব্ববিগ্রহে ॥ অ

মেদ স্বাভাবিক অগ্নিতে পক্ক ও সারবিশিষ্ট  
হইয়া বায়ু দ্বারা শোষিত হইলে উহা সর্ব  
শরীরে অস্থিরূপে পরিণত হয় ।

## মজ্জা ।

অস্থি যৎ আগ্নিনা পকং তস্মৈ সাবো দ্রবো ঘনঃ ।

যঃ স্বেদবৎ পৃথগ্ভূতঃ স মজ্জেতাভিবীষ্যত ॥ ১ ॥

অস্থি স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পক হইলে, উহাতে  
এক প্রকাব ঘন সাব দ্রব পদার্থ জন্মে ; এ  
পদার্থ স্বেদবৎ পৃথক্ হইয়া মজ্জারূপে পবিত্র  
হয় ।

## শুক্রের উৎপত্তি ।

বসাদ্রুতং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়াত ।

মেদসোহস্থি ততো মজ্জা মজ্জাঃ শুক্রশ্চ সন্তবঃ ॥ ২ ॥

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস,  
মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি  
হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎ-  
পত্তি হয় ।

স্থূলভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রঃ,

স্ত্রীণামার্ভবং শুক্রঞ্চ ভবতি ॥ ৩ ॥

এক মাসের মধ্যে রসের স্থূলভাগ হইতে  
পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকেব আর্ভব ও শুক্র  
উৎপন্ন হয় ।

যোষিতোহপি অবতোয শুক্রং পুংসঃ সমাগমে ॥ ৪ ॥

পুরুষের সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে স্ত্রী-

দিগেরও শুক্রশ্রাব হয়। এই উভয় প্রকার শুক্রই জীবসৃষ্টির প্রধান কারণ। ইহা যে কেবল চেতনপ্রধান সৃষ্টিতেই দেখা যায় এরূপ নহে। পরন্তু উদ্ভিদাদিতেও এরূপ। উদ্ভিদদিগের মধ্যেও স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ আছে ও উহাদিগের জন্মেও সেই স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম আবশ্যক হয়। ঋতুকাল ব্যতিরেকে স্ত্রীগর্ভে শুক্রের সঞ্চাব ফলোৎপাদক হয় না। ইহা মনে করিলে কত শুক্রের অপব্যয় হইয়া থাকে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে।

### শুক্রের স্বরূপনির্ণয়।

শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।

গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবন্তাশ্রয় উত্তমঃ ॥ সূ

শুক্র সৌম্য, স্নেহবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল ও পুষ্টিকারক ; উহা গর্ভের বীজস্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।

জীবো বসতি সৰ্ব্বস্থিন্ধেহে তত্র বিশেষতঃ।

বীৰ্য্যে রক্তে মলে বস্তুনি ক্রীণে যাতি ক্ষরং ক্ষণাৎ ॥ সূ

জীব যদিও সমস্ত দেহে অবস্থিতি করে, তথাপি বীৰ্য্য, রক্ত ও মল উহার বিশেষ আধার

( ৩ )

স্রুতবাং বীৰ্য্যাদি ক্ষীণ হইলে জীবেরও ক্ষয়  
হইয়া থাকে ।

গর্ভসঞ্জনন শুক্রের লক্ষণ

স্ফটিকাতং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুবাং মধুগন্ধি চ ।

শুক্লমিচ্ছন্তি কেচিদ্বু তৈলক্ষৌদ্রমিভঞ্চতং ॥ ৪

গর্ভোৎপাদক শুক্র স্ফটিকাত, দ্রব, স্নিগ্ধ,  
মধুর এবং মধুগন্ধি । কেহ কেহ তৈল বা মধু-  
বৎ শুক্রকে গর্ভোৎপাদক বলিয়া থাকেন ।

গর্ভগ্রহণযোগ্য আর্ভবের লক্ষণ ।

শশাস্বক্ প্রতিমং সচ্চ যবা লাক্ষাবসোপমম্ ।

তদার্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরজযেৎ ॥ ৫

যে আর্ভবের বর্ণ শশকের রক্ত বা লাক্ষা-  
রসের ন্যায় এবং যাহার দাগ কাপড়ে লাগিলে  
ধৌতমাত্রেই উঠিয়া যায়, অর্থাৎ বিকৃত রক্তের  
ন্যায় কস্ লাগে না ; সেই আর্ভবই গর্ভগ্রহণ-  
যোগ্য ।

ওজঃ ।

ওজস্ত তেজো ধাতু নাং শুক্রাস্তানাং পবং স্মৃতম্ ।

অনয়স্বনপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্ ॥ বাগভট্ট

শুক্রপর্য্যন্ত ধাতু সকলের প্রধান তেজকে ওজঃ



কহে। হৃদয় উহার বিশেষ আধার হইলেও উহা সর্বশরীরব্যাপী এবং শরীররক্ষার প্রধান সাধন।

এই ওজঃ বৃদ্ধি হইলেই শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি, ও বশোদয় হয়। উহার স্থিতিতে জীবনের স্থিতি এবং উহার নাশেই জীবনের নাশ হইয়া থাকে। ওজঃপ্রভাবে শরীরে উৎসাহ, প্রতিভা, ঈর্ষা, নাসত্য ও স্বাভাৱিতা প্রভৃতি বিবিধ দোষ এত কালেই উৎপন্ন হয়।

বৈজ্ঞানিক বাস নিয়ম।

মনুষ্য মোটামোটা ১০০ একশত বৎসর বাঁচে। জীবনের ১ অংশ অর্থাৎ ২০ বৎসর বয়সের পূর্বের মানবদেহ কোনক্রমে বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। মনুষ্য ২০।২৫ বৎসরে বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

দৌৰন নির্ণয়।

পুরুষমস্তকে যথা—

আয়োডিনাস্তবেদ্য বাল্যস্তম্ভন স্তত উচ্যতে।

স্ত্রীমস্তকে যথা—

ধালেতি গীযতে মাৰী যাবহ্বাণি ষোড়শ ।

ততস্ত তকণী জ্বেষা দ্বাত্রিংশৎসবাবধি ॥

এই দুই শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে যে, পুরুষ কি স্ত্রী ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিলেই যৌবন-পদবীতে আরুঢ় হন । কিন্তু বর্তমান সময়ে ১৪/১৫ বৎসবে পুরুষের যৌবন এবং ১৩/১৪ বৎসরে স্ত্রীর যৌবন উপস্থিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ।

পুরুষের ১৬/১৭ বৎসবে স্ত্রীর ১৩/১৪ বৎসরে জননেন্দ্রিয়ের গঠন পূর্ণ হয় । ফলতঃ গঠন পূর্ণ হইলেও উহা স্ফূট ও নিজ নিজ কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিতে কদাচ সক্ষম হয় না । যেমন একটী মাটির হাঁড়ি দন্ধ করিবার পূর্বে তাহা দোঁখতে ঠিক কার্য্যোপযোগী বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে জল রাখিলে বা হাঁড়ির অন্যান্য কার্য্য করিলে অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে জননেন্দ্রিয়ের গঠন পূর্ণ দেখা গেলেও তাহা অদন্ধ হাঁড়ির ন্যায় নিজকার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ অনুপযোগী থাকে । বস্তুতঃ ২২/২৫ বৎসর বয়সের পূর্বে

বিবাহ করা বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়সেবন কবা প্রকৃ-  
তির অনুমোদিত নহে ।

অপ্রাপ্ত বয়সে ইন্দ্রিয়সেবনের ফল ।

বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে ইন্দ্রিয়  
সেবন আবশ্য কবিলে বিশেষতঃ অবৈধ ইন্দ্রিয়  
সেবন করিলে দেহ চিরকালের জন্য অসংপূর্ণ  
হইয়া থাকে ; অকাল বার্দ্ধক্য বা জরা উপস্থিত  
হয় এবং জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।

দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয় সেবনেব অভাবে স্ত্রীপুরু-  
ষের কোন প্রকার অনিষ্ট বা ব্যাধি উৎপন্ন  
হইবার কি জননেন্দ্রিয় বিকৃত হইবার সম্ভাবনা  
নাই । যদি ইন্দ্রিয়সেবন বহিত করিলে কোন  
প্রকার পীড়া হইত তাহা হইলে শাস্ত্র কর্তারা  
এরূপ বিধি করিতেন না । যথা—

মৃত্যে ভর্তৃণি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।

সা মৃত্যু লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ পবাসং ।

যে নারী স্বামীর মরণান্তে ব্রহ্মচর্য্য অবল-  
ম্বন করেন তিনি মৃত্যুর পর তাদৃশ ব্রহ্মচারী  
পুরুষের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন ।

## আত্মবিকৃতি ।

অপ্রাপ্ত বয়সে ইন্দ্রিয় সেবন করিলে ধ্বজ-  
 উৎস, ইন্দ্রিয় শিথিলতা, শুক্রমেহ ও বন্ধাতা  
 প্রভৃতি বোগে আক্রান্ত হইতে হয় । অতিরতি,  
 অপ্রাপ্ত বয়সে ইন্দ্রিয় সেবন ও আত্মবিকৃতি  
 ( হস্তমৈথুন ) নিবন্ধন জননেন্দ্রিয় এরূপ অস্বা-  
 ভাবিক রূপে নিয়ত উত্তেজিত বা উত্তেজনা-  
 প্রবণ থাকে যে, অতি সামান্য কারণেই শুক্র-  
 পাত হয় । আর এ প্রকার ব্যক্তি সঙ্গমেচ্ছা  
 বা নারীজাতি দর্শন মাত্র অধীর হইয়া উঠে ।  
 মস্তিষ্ক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত যে স্নায়ুরঞ্জু  
 সকল লম্বিত আছে, হস্তমৈথুনে উক্ত স্নায়ু-  
 মূলদ্বয়ের ক্রিয়ার অত্যধিক উত্তেজনা হয় ও  
 অতিক্রিয়ায় উহারা বিকৃত হইলে পরিশেষে  
 সঙ্গমস্থানুভব ব্যতীত অত্যাচারীর অজ্ঞাত-  
 সারেই শুক্রপাত হইয়া থাকে । আর এই সকল  
 ব্যক্তির কোন কারণে হস্তমৈথুন ইচ্ছার ছায়া  
 মাত্র মনমধ্যে উদিত হইলে মস্তিষ্ক তাহাকে  
 দমন করিতে পারে না ।

এই জন্যই হস্ত মৈথুন পাপে পাপী ব্যক্তির উক্ত দুষ্ক্রিয়া নিবারণ করা বিবেকের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত ক্রিয়া ঘন ঘন সাধিত হইতে থাকে এবং এই জন্যই এত সৰ্ব্বনাশ হয়। আজ কালের ছেলেরা বিশেষতঃ যাহারা বিদ্যালয়ে পাঠ করে, পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকের নিকট তাহাদিগকে ক্ষুদ্র নবাব বলিলেও অত্যাধিক হয় না, তাহাতে আবার আজকাল দশ দিক কুদৃষ্টান্তে পূর্ণ; সুতরাং হালভগ্ন নৌকার ন্যায় তরঙ্গের স্রোতে যে দিকে পায় ভাসিতে থাকে। বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্মশিক্ষার অভাবই বালকদিগের অবনতির কারণ। ইহাতেই আত্মবিকৃতি পাপ বালকদিগের হৃদয় মন্দিরে সর্বদা জাগরুক হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে আত্মবিকৃতি একটি অত্যন্ত প্রবল সংক্রামক বোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুষ্প্রতি-কার্য্য বিষময় পরিণামের কথা সতত স্মরণ করিয়া এই কুপ্রবৃত্তি একেবারে পরিহার করা নরকতোভাবে বিধেয়।

আত্মবিকৃতি মহাপাপ । যথা—

গৃহস্থঃ কামতঃ কুৰ্ব্যাদ্বেতসঃ সেচনং ভূবি ।

সহস্রস্ত জপেদেব্যঃ প্রাণাষাঠৈষ্টিভিঃ সহ ॥ পবা-সং ।

যদি কোন গৃহস্থ ইচ্ছাপূর্বক কামবশে ভূমিতে রेतঃ নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সহস্র বার গায়ত্রী জপ ও তিন বার প্রাণায়াম করিলে তিনি আত্মবিকৃতিপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ।

আত্মবিকৃতি পাপের পরিণাম ।

“আত্মবিকৃতি পাপের অনুষ্ঠান প্রায়ই অপ্রাপ্ত বয়সে আরম্ভ হয়, ঐকালে জনেন্দ্রিয়-অবিকাশিত বা অর্দ্ধবিকাশিত থাকে । দেহ নিতান্ত কাঁচা থাকে আবার এই পাপে ইন্দ্রিয় জনিত স্থানুভব একটু নূতন রকমের বোধ-হওয়াতে ইহা অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হয় । সুতরাং এই অসঙ্গুপায়ে অধিক বার হস্তমৈথুন কার্য্যে অনেকে ব্রতী হয় । এবং তজ্জন্ম অধিক পরিমাণে শুক্রক্ষয়ও হইয়া থাকে । একে ইন্দ্রিয় ও দেহ কাঁচা, তাহাতে অস্বাভাবিক উপায়ে দেহের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদি

পরিচালিত হইবার জন্য দৈহিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে ব্যয়িত হয়। দেহের গঠন পূর্ণ ও দৃঢ়ীভূত হইলে পর দেহপোষণের অতিরিক্ত বা উদ্ভূত উপকরণ শুক্র-উৎপাদনকার্যে ব্যয়িত হইলেও তাদৃশ অনিষ্ট হয় না; কিন্তু বাল্যকালে যখন দেহপোষণ ব্যতীত রক্তের অধিকাংশ দেহগঠন কার্যে নিযুক্ত হয়, তৎকালে শুক্র উৎপাদনাদিতে ঐ অংশের অপব্যয় করিলে মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে শুক্রপাত যত অধিক হয় দেহের বলক্ষয়ও তত অধিক পরিমাণে হইতে থাকে।

আত্মবিকৃতিপাপে পাপী হইলে, ইন্দ্রিয়-শিথিলতা, অকালবার্দ্ধক্য অর্থাৎ মাংস সকল স্নেহ, শিরাসকল সর্ব্বগাত্রে উষ্ণিত ও চক্ষু কোটরগত হওয়া, দর্শনশক্তির লোপ, চক্ষু ও দেহের জ্যোতিহীনতা এবং যুগী, উন্মাদ, যক্ষ্মা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি বহুবিধ কঠিন রোগ এই পাপের নিশ্চিত পরিণাম।

বিবাহ সম্বন্ধীয় বিষয়।

নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। নিজের

রক্ষণাবেক্ষণ ও আহাৰাদি সংস্থান এবং গৰ্ভা-  
বস্থায় ও শৈশবাবস্থায় সন্তানাদির লালন পালন  
কালে, তাহারা পুরুষেব সাহায্যে যতদূর নিরাপদ  
হয়, নিরাশ্রয় অবস্থায় দেৰূপ সম্ভবে না । যদি  
যদৃচ্ছাসহবাস-প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে  
কাহার দ্বারা কখন গৰ্ভসংস্কার হইল নিশ্চয়  
কবা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে । এ ভিন্ন, যে  
দ্রব্য সাধারণের তাহার প্রতি তৎসম্পর্কীয় বহু  
ব্যক্তির তাদৃশ যত্ন থাকে না ; এই কাৰণেই  
বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ স্ত্রীদিগের বিবাহ-  
প্রথা স্থাপ্তি করিয়াছেন । উহাই তাহাদের প্রধান  
সংস্কার বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ।

ঐবাহিকবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ ।

পতিসেবা গুরো বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিষ্কৃতি ॥ মনু

বিবাহসংস্কারই স্ত্রীলোকের উপনয়ন নামে  
বৈদিক সংস্কার ; তাহাতে স্বামীর সেবাই গুরু  
কুলে বাস, গৃহকৰ্ম্মই সায়ংপ্রাতর্হোম রূপ অগ্নি-  
সেবা জানিবে ।

বহুদর্শী ব্যক্তির বলেন যে, অবিবাহিত  
ব্যক্তি অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয় ।



যখন গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবিক্ত হইলে আয়ুঃক্লয় না  
হইয়া বরং রন্ধি হয়, তখন মানব মাত্রেই গৃহী  
হইতে চেষ্টা করা কর্তব্য ।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহগৃহিণী গৃহমুচ্যতে । স্মৃতিবাক্য ।

গৃহ গৃহ নহে । গৃহিণী অর্থাৎ স্ত্রীই গৃহ ।  
অতরাং দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে গৃহী হইতে  
পারা যায় না ।

বিবাহে বরকন্যার বয়সনির্ণয় ।

ত্রিংশবর্ষো বহেৎ কন্যাং দ্বাদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।

দ্বাষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে নীদতি সত্ববঃ ॥ মহু ।

যাহার বয়স ত্রিশ বৎসর সে দ্বাদশ বৎসর-  
বয়স্কা মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করিবেক ।  
অথবা যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর সে আট  
বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবেক । গার্হস্থ্য-  
ধর্ম্মের বিলোপ আশঙ্কায় সত্তর এই নিয়ম প্রতি-  
পালন করা বিধেয় ।

কিন্তু বয়সের ইহাই যে নিয়ম করা হইল  
তাহা নহে, উহা দ্বারা বিবাহের যোগ্য কাল  
মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । পাত্রেয় বয়সের তিন

ভাগের একভাগ কন্যার বয়স হওয়া আবশ্যিক,  
ইহাই উক্ত বচনের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে ।

ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাঃ বিন্দেত নগ্রিকাম ।

মহাভারত

ষোড়শ বৎসরের কন্যা ঋতুমতী না হইলে,  
ত্রিংশৎ বৎসরের পাত্রকেও সম্প্রদান করা  
যাইতে পারে ।

গৌর্যাদি কথন ।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গোবী নববর্ষা তু বোহিনী ।

দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত উর্দ্ধং রজস্বলা ॥

সং প্রাপ্তে দশমে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি ।

মাসি মাসি বজস্তুস্তাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্ ॥

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ ।

ত্রয়ন্তে নবকং যাস্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং বজস্বলাম্ ॥ উদাহরণ ।

এই নিয়মে যত্নশীল হইয়া কন্যা দান করা  
কর্তব্য । অন্যথা বিপরীত ফলভাগী অর্থাৎ  
নিরয়গামী হইতে হয় ।

মহামতি অঙ্গিরা বলেন যে, কন্যা দ্বাদশ  
বৎসরে উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি সেই কন্যা  
দান না করে, সেই ব্যক্তি নিরয়গামী হয় এবং

কন্যার রজোরক্ত তাহার পিতৃলোক পান করে।

যে ব্যক্তি এই প্রকার কন্যা বিবাহ করে নে পতিত হয়। এই কন্যার সহিত এক রাত্রি সহবাস করিলে পাপপঙ্কে মগ্ন হইতে হয়। এই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে তিন বৎসর ভিকার ভোজন ও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে জপ করিতে হইবে। কিন্তু—

সুপাত্র অভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যা পাত্রস্থ করিতে কান্দাতিপাত হইলেও দোষী হইতে হয় না। যথা—

কামনামব্যাভি ষ্টং গৃহে কন্যর্হু মতাপি।

ন চৈবৈনাং প্রব্ধেভু গুণহীনান কাঈচিং ॥ মন্ত্র ॥

ঋতুমতী কন্যা বয়ঃ মরণকাল পর্য্যন্ত পিতৃ-গৃহে থাকিবেক ' তথাপি তাহাকে গুণহীন পাত্রে কখনই সম্প্রদান করিবেক না' ॥

বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

প্রাণী মাত্রেয়ই দেহে তাড়িত-নামে এক পদার্থ আছে। এই তাড়িত শরীরী জীবের

প্রাণরক্ষার প্রধান উপায়। ইহার একটা আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে, যখন দুইটি প্রাণী নিকট-বর্ত্তী হয়, তখন ঐ তাড়িত সমান ভাপে বিভক্ত হইয়া উভয় শরীরে সমান ভাগে থাকিতে চেষ্টা করে। যাহার শরীরে অল্প তাড়িত থাকে, সে অন্য শরীর হইতে সেই পরিমাণ তাড়িত গ্রহণ করিয়া আপনি তাহাব সমান হয়। সঙ্গমাদিতে পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন কিন্তু পরক্ষণেই পুরুষ বয়ঃকনিষ্ঠ। স্ত্রীর শরীর হইতে সবল তাড়িত গ্রহণ করিয়া নিজে সবল হইয়া উঠেন। মহামতি মনু এই জন্যেই বয়ঃকনিষ্ঠ। নারীর পাণিগ্রহণেব নিয়ম করিয়াছেন।

বিবাহসম্বন্ধে এই বক্ষ্যমাণ দশকুল ত্যাগ করিতে হইবে। যথা—

দীনক্রিয়ং নিস্পুরুষং নিশ্ছল্লো বোমশার্ষসং ।

ক্ষয়াময়াব্যাপস্মাবিশিখি-কুষ্টি-কুলানি চ ॥ মনু ।

জাতকর্মাদি-সংস্কার-বিহীন, কেবল কন্যা যাত্রেয় জনক অর্থাৎ যে কুলে কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে ; বেদাধ্যয়ন রহিত, সকলেই বহুল

রোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শিথ্রি, অর্থাৎ খেতকুষ্ঠী অথবা বিবিধ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, এই সকল প্রত্যেক দোষে দূষিত দশ কুলে বিবাহ করিবেক না । ইহাতে বিবাহ করিলে তছুৎপন্ন সন্তানও ততৎরোগে আক্রান্ত হয় ।

কোন্ কোন্ কন্ডা বিবাহ সম্বন্ধে প্রশস্ত নহে । যথা—

যে কন্ডার মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চির রোগিণী, যাহার গাত্রে অল্লমাত্রও লোম নাই ; যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নির্ভুরভাষিণী ও যাহার পিঙ্গলবর্ণ নয়ন এবং নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, শ্লেচ্ছ, পর্বত, পক্ষী, সর্প এবং দাস ইহা-দিগের নামে যে স্ত্রীর নাম, তাহাকে অথবা যাহার অতি ভয়ানক নাম তাহাকেও বিবাহ করিবে না ।

কোন্ কোন্ কন্ডা বিবাহে প্রশস্ত । যথা-

অব্যঙ্গাক্ষীঃ সৌম্যনারীঃ হংসবাবণগামিনীঃ ।

ভ্রুলোকেশদশনাঃ শৃঙ্গীষ্মহেৎ দ্বিরং ॥ মহু ।

( ২০ )

যে কন্যা অঙ্গহীন। নয়, যাহাব নাম অতিস্বখে  
উচ্চারণ কৰা যায়, হংস ও মাতঙ্গের ন্যায় যাহাব  
মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং  
দন্ত ক্ষুদ্র, এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ  
করিবে।

গৰ্ভোৎপত্তি ক্রম।

গৰ্ভোৎপত্তিভূমিস্ত বজ্রলা স্ত্রী। সূ

রজস্বলা নাবোই গৰ্ভোৎপত্তির আধার।

তজ্জন্ম প্রথমে রজস্বলার লক্ষণ কহিতেছি।

ছাদশাঘৎসবাদুর্দ্ধমা-পঞ্চাশৎসমাঃ স্থিবাঃ।

মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃষ্টৈব্যাক্তং অবৎ ॥

অন্তঃস্রাবদিবসাদুর্দ্ধাঃ ষোড়শ রাত্রিবাঃ।

গর্ভগ্রহণযোগ্যন্ত স এব সময়ঃ স্মৃতঃ ॥ স্ত

ছাদশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত  
স্ত্রীলোকের ভগদ্বার হইতে প্রতি মাসে স্রব-  
বতঃ রজোনিঃসরণ হয়। ঋতুক্রমণ দিবস  
হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভ গ্রহণের প্রশস্ত  
কাল।

ঋতুমতী নিম্ন লিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

ঋতুমতীর রোদনে গর্ভ বিকৃতলোচন

হয় ; নখচ্ছেদনে কুনখী ; তৈলাভ্যাঙ্গে কুষ্ঠী ;  
 ঘৃগন্ধলেপনে বা স্নানে দুঃখী ; কজ্জলধারণে  
 দৃষ্টিশূল্য ; দিবাস্বপনে নিদ্রালু ; ক্রান্তগমনে  
 চঞ্চল ও অত্যাচ শব্দ শ্রবণে নিশ্চয় বধির হয় ।  
 হাস্তদ্বাৰা তালু, দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ  
 হয় অনেক কথা কহিলে গৰ্ভস্থ জীব প্রলাপী হয়  
 এবং পরিশ্রম করিলে উন্মত্ত হয় । ভূমিখননে  
 স্থলিত হয় এবং বায়ুসেবনেও উন্মত্ত হয় ।  
 অতএব সৰ্ব্বথা এই গুলি ত্যাগ করিতে চেষ্টা  
 করিবে ।

### রজস্বলাকৃত্য

পূৰ্ব্বং পশ্যেদ্বুভূতাতা যাদৃশং নবমঙ্গনা ।

তাদৃশং জনবেৎ পুত্রং ততঃ পশ্যেৎ পতিং প্রিয়ম্ ॥১৮

রজস্বলা নারী ধাতু স্নান করিয়া প্রথমে যে-  
 রূপ মনুষ্যকে দেখে তদ্রূপ পুত্র জন্মায় ।  
 তজ্জন্য অগ্রে পতিকে বা কোন প্রিয় ব্যক্তিকে  
 দৃষ্টি করিবে । পতি নিকটে না থাকিলে পুত্র-  
 কেও দেখিবে ।

( ২২ )

### ভর্তৃকৃত্য ।

আয়ুঃক্ষয়ভয়াঙ্কুর্তা প্রথমে দিবসে স্থিযম্ ।

দ্বিতীয়েহপি দিনে বতৈত্য ভাজেদুতুমতীং তথা ॥

তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি ।

আহিতো বস্তুতীয়েহহি স্বনায়ুর্বিবকলাঙ্গকঃ ॥ ১০

আয়ুঃক্ষয় হইবার ভয়ে ভর্তা রজস্বলা স্ত্রীকে প্রথম দিন পরিত্যাগ করিবে । দ্বিতীয় দিবসেও তাহার সহিত রতিক্রিয়া ত্যাগ করিবে, কারণ উক্ত দিবসে গর্ভ জন্মাইলে রক্ষা পায় না । তৃতীয় দিবসে আহিত গর্ভে সন্তান জন্মিলে অগ্নায়ু ও বিকলাঙ্গ হয় ।

বজ্রাভিগ্নুতাং নারীং নবশ্রুত্বং পগচ্ছতঃ ।

প্রজ্ঞা ভ্রোজো বলকক্ষু-বায়ুশ্চৈব গ্রহীযতে । মনু ॥

যে ব্যক্তি আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করে, তাহার বুদ্ধি, দৃষ্টি, বল, আয়ুঃ ও তেজের হানি হয় ।

নারীজাতি ঋতুমতী হইবার কালে তাহাদের নেহের ভাবান্তর হয় ; জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদি উদ্ভেজিত হয় ; এই সময় ইন্দ্রিয় সেবন করিলে শোণিতপূর্ণতা ও শিথিলতা



নিবন্ধন জরায়ুর স্থানচ্যুতি, প্রদাহ, উদরগত্বরে  
রক্তসংঘত ও জননেদ্রিয়ার বিশেষ অবস্থা পরি-  
বর্তিত হইয়া রজঃ লোপ, কষ্টরজঃ বা রজো-  
ধিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে।

রজস্বলা স্ত্রীতে সহবাস করিলে প্রমেহবৎ  
মূত্রমার্গ-প্রদাহ ও পুরুষাঙ্গে ক্ষত হইতে পারে।  
এই জন্যই শাস্ত্রকর্তারা ঋতুমতীকে স্পর্শ করি-  
তেও নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

প্রথমেহহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিমৌ।

তৃতীয়ে রজকী পুংসাং যথা বর্জ্যা তথাকনা ॥ উদ্বাহ

রজস্বলা স্ত্রী প্রথম দিবসে চাণ্ডালী, দ্বিতীয়  
দিবসে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী  
হয়। তজ্জন্ম পুরুষ উক্ত তিন দিবস স্ত্রীগৃহবাস  
পবিত্যাগ করিবেক।

রজস্বলার চতুর্থ দিবসেও আর্হবের হ্রাস না  
হইলে তাহার সহিত সহবাস করিবেক না।

চতুর্থ্যাং রাজৌ বর্জ্যর্ভাধানমুক্তং তত্রজোনিবৃত্তৌ বোদ্ধব্যম্।

রঘুনন্দন।

হারীতবচনে চতুর্থ দিবসে যে গর্ভাধানের

উল্লেখ আছে, তাহা রজোনিবৃত্তি হইলে, বুঝিতে হইবে ।

রজস্ব্যপরতে শাশ্বতী স্নানেন স্ত্রী বজ্জ্বলা ॥ মনু

রজস্বলা স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইলে সে স্নান করিয়া গর্ভাধানাদি কৰ্ম্মের যোগ্য হইবে ।

দেহ রক্ষার জন্য মৈথুনের আবশ্যকতা ।

শরীবে জায়তে নিত্যং দেহিনাং সুবতস্পৃহা ।

অব্যাবায়াগ্নেহমেদোবুদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ ॥ স্ম

মনুষ্যেব শরীরে নিত্য মৈথুন ইচ্ছা জন্মে ।  
মৈথুন না করিলে মেহ ও মেদ বদ্ধিত এবং  
শরীর শিথিল হয় ।

নিত্য মৈথুন না করিলে যে, দেহের অনিষ্ট  
হয় এমন নহে বরং নিত্য মৈথুনে দেহ ক্ষরই  
হইয়া থাকে । শুক্র অদৃশ্যভাবে অল্পে অল্পে  
মলমূত্র ত্যাগের বেগে মূত্রের সহিত নির্গত  
হইয়া যায় । এই স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিনিয়-  
তই সম্পন্ন হইতেছে । এই জন্য অতি দীর্ঘ  
কাল এমন কি আজীবন ইন্দ্রিয়সেবন না করি-  
লেও বিকৃত বা নষ্ট হইয়া যায় না । যদি

কেহ বলেন যে, মৈথুনে বিরত হইলে স্বপ্নদোষ হইবার অধিক সম্ভাবনা, তবে ইহা তাঁহার ভ্রম কুচিন্তাই এই রোগের প্রধান কারণরূপে অভিহিত হইতে পারে।

“পরিমিতাচারীর স্বপ্নদোষ হইলে দেহ অস্বচ্ছন্দ হয় না, বরং তিনি নিজের দেহ স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। দৈহিক গ্লানি দূর হইয়া যায় এবং বেশ ক্ষুধা বোধ হয়। সচ্চরিত্র, মিতাচারী, সুস্থ ও সবল ব্যক্তির যত অধিক স্বপ্নদোষ হওয়া সম্ভব বলিয়া সাধারণতঃ বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ হয় না, সবল ব্যক্তি কয়েক মাস পর্যন্ত একেবারে সঙ্গম হইতে বিরত থাকিলেও তাহার স্বপ্নদোষ হয় না। যদি প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক পক্ষে বা প্রতি সপ্তাহে স্বপ্নদোষ হয় তাহাতেও অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হইলে উহাতে ব্যাধি উৎপত্তির আশঙ্কা হইয়া থাকে।” “সাত রমণে এক স্বপনে” প্রভেদ নাই। অতএব এই রোগের মূল কারণ কুচিন্তাকে হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

নোপেয়াং পুরুষো নাবীং সন্ধ্যায়োর্ম চ পর্কশ্চ ।

গোসর্গে চার্ক্বাত্রে চ তথা মধ্যদিনেহপি চ ॥ স্মৃ

সন্ধিকালে বা পঞ্চপর্বে, গোসর্গে (প্রভৃত্যে),  
অর্ক্বাত্রে বা মধ্যদিনে নারীতে উপগত হওয়া  
উচিত নহে ।

আহারান্তে, শ্রাদ্ধবাসবে, রবিবারে  
বৈদিক কার্য ও পূর্বাহ্নকৃত্যের দিনে, এবং  
মহাগুরুনিপাতে এক বৎসর কাল মৈথুন  
নিষেধ আছে । মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ  
পিতা মাতার মৃত্যু হইলে এক বৎসর কাল  
কাল্যাণশৌচ থাকে, ইহার মধ্যে সন্তান জন্মিলে  
সে সন্তান পিণ্ডাধিকারী হয় না ; এ কারণ  
শাস্ত্রকর্তারা মহাগুরুনিপাতে একবৎসর মৈথুন  
নিষেধ করিয়াছেন ।

জ্যোতিষে জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা,  
রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর-  
ভাদ্রপদ এবং উত্তরফল্গুনী এই কয় নক্ষত্রে স্ত্রী-  
সহবাস একান্ত নিষিদ্ধ আছে ।

ত্রিভিষ্মিভিরহোভির্হি সমেয়াং প্রমদাং নরঃ ।

সর্ষেবৃদ্ধুর্ষ বর্ষেবৃ পক্ষাং পক্ষাব্রজেবৃধঃ ॥ স্মৃশ্রুত ।

পণ্ডিতগণ সকল ঋতুতেই তিন দিন অন্তর,

কেবল গ্রীষ্ম ঋতুতে একপক্ষ অন্তর স্ত্রীর সহিত  
সহবাস করিবেন ।

বর্তমান সময়ে চিকিৎসকদিগের মত  
“মাসান্তে, পক্ষান্তে, সপ্তাহান্তে বা দিনান্তে  
ইন্দ্রিয় সেবন করা উচিত ।” কিন্তু এ প্রকার  
নিয়ম করা যাইতে পারে না ; কারণ মনুষ্য  
মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন বাতু প্রকৃতি ও শক্তি বিশিষ্ট ;  
অভ্যাস দ্বারা অনেক বিষয়ের অনিষ্টকারিতা  
রূপান্তরিত হয় । অতএব যাহার যেরূপ  
অভ্যাস তাঁহার তাহাই স্বাস্থ্যপ্রদ ।

কিন্তু চলিত কথায় মৈথুন সম্বন্ধে বলিয়া  
থাকে,—

“মাসে এক বৎসবে বার ।

এব যত কমা’তে পাব ॥”

এই সারগর্ভ মহামূল্য নীতিরহিট সযত্নে  
প্রতিপালন করা সর্ব্বথা বিধেয় । কারণ ইহাতে  
জগতের মঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা । ব্যাধিত  
( রোগী ) ব্যক্তির মৈথুনে পীড়া, প্লীহা ও মূচ্ছা  
প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত  
ঘটিয়া থাকে ।

ঋতুকালভিগামী স্ত্রীং স্বদারনিরতঃ সদা ।

পৰ্ববৰ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো বতিকায়ায়া ॥ মনু

পরদারার প্রতি অভিলাষ না করিয়া আপন  
ভার্য্যার প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিবে । অজাত-  
পুত্র ব্যক্তি ঋতুকালীন অবশ্যই ভার্য্যাগমন  
করিবে, না করিলে পাপ জন্মে । পরন্তু ভার্য্যার  
প্রীতির জন্য ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়েও গমন  
করিতে পারিবে, তাহাতে পাপ জন্মে না । কিন্তু  
ঋতুকালেই হউক বা অন্য সময়েই হউক, অমা-  
বস্থাদি পর্বের ভার্য্যাগমন করিবেক না ।

স্নানং সশর্করং ক্ষীবং ভক্ষ্যমৈক্ষবসংস্কৃতম্ ।

বাতো মাংসবসঃ স্বপ্নো ব্যাব্যাস্তে হিতা অমী ॥ সু

স্নান, শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধ, ঐক্ষবসংস্কৃত ভক্ষ্য,  
বায়ুসেবন, মাংসরস এবং নিদ্রা, মৈথুনাতে  
এই কয়টি হিতকর জানিবে ।

হুঃস্বপ্নং যদি পশ্যেত্তু বাস্তে বা ক্ষুরকর্ষণি ।

মৈথুনে প্রেতধূমে চ স্নানমেব বিধীয়তে ॥ পরাশর

হুঃস্বপ্ন ( স্বপ্নবিকার প্রভৃতি ) দেখার পর,  
বমন করার পর, ক্ষৌরি হওয়ার পর, স্ত্রীসঙ্ভোগ  
করার পর কিম্বা আশানের চিতাধূম গায়ে  
লাগিলে পর স্নান করিতে হইবে ।

‘আগ্নেয়ং বাকগং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেবচ ।’

এই পাঁচ প্রকার স্নানের মধ্যে বারুণ অর্থাৎ  
অবগাহন স্নানই মৈথুনান্তে উৎকৃষ্ট ।

বৃষলীফেনপীতস্য নিশ্বাসোপহতস্ত চ ।

তস্যাক্ষৈব প্রসৃতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীযতে ॥ মনু

যে ব্যক্তি শূদ্রার অধরবস পান, এক শয্যায  
শয়ন করিয়া তাহাব নিঃশ্বাসগ্রহণ এবং তাহাতে  
সন্তানোৎপাদন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই ।  
শূদ্রা শব্দের প্রকৃত অর্থ শূদ্রের স্ত্রী কিংবা দ্বিচা-  
বিণী ।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন ।

নবকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যহু শুশ্রুম ॥ গীতা

বর্ণসঙ্কর জন্মিবাব কারণীভূত দোষে দোষী  
কুলনাশক ব্যক্তিদিগের পুরুষানুক্রমে আচরিত  
জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মও উচ্ছিন্ন  
হয় । হে জনার্দন যাহাদিগের কুলধর্ম্ম ও জাতি-  
ধর্ম্মাদির উচ্ছেদ হয়, এমনত মনুষ্য সকলের যে  
নিয়ত নরকে বাস হয় ইহা আমরা শ্রুত আছি,  
অর্থাৎ যে মনুষ্য পাপকর্ম্মেই রত থাকে অথচ

প্রায়শ্চিত্ত বা অনুশোচনা না করে, সেই অকৃত-  
প্রায়শ্চিত্ত পাপ জন্য তাহারা উৎকট নরকে  
গমন করে ইহা আমরা জ্ঞাত আছি ।

তির্য্যগ্‌ঘোনাবঘোনৌ বা দুষ্টিঘোনৌ তথৈব চ ।

উপদংশস্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্রস্থল্কয়ঃ ॥ আয়ুঃ

তির্য্যগ্‌ঘোনি ( বক্র অথবা পশু পক্ষ্যাদির  
ঘোনি ) ; অঘোনি ( জননশক্তিরহিত ) বা দুষ্টি  
ঘোনিতে মৈথুন আচরণ করিলে উপদংশ (গরমি)  
রোগ জন্মে ; বায়ুর প্রকোপ এবং শুক্র ও  
স্নেহের ক্ষয় হয় ।

অতিমৈথুনে দুষ্টি ঘোনির উৎপত্তি হয় ।  
বেশ্যামাত্রেই দুষ্টিঘোনিবিশিষ্ট । ইহাতে গমন  
করিলেই উপদংশ ( গরমি ) 'রোগ আক্র-  
মণ করে । অনেকে এই রোগ গোপন করিবার  
জন্য স্বাস্থ্যস্থলে জলাঞ্জলি দিয়া পারা ব্যবহার  
করেন । ইহাতে পরিণামে আজীবন কাল  
শরীরটা ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠে । যদি চতু-  
র্বিগ্‌লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে  
বেশ্যাদিগের প্রতি ভ্রমেও কুদৃষ্টি করা উচিত  
নহে । যথা—



মাতৃবৎ পরদারবেষু পবত্রবোষু লোষ্ট্রবৎ ।  
 আশ্রবৎ সৰ্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ চাণক্য

যিনি পরদারকে মাতৃবৎ দেখেন, পর-  
 দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ দেখেন এবং সকল প্রাণীকে  
 আশ্রবৎ দেখেন, তিনিই পণ্ডিত । অতএব  
 এই নীতি অবলম্বনই সৰ্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর ।

“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা  
 পুত্রঃ পিও প্রয়োজনঃ ॥”

পুত্রেব নিমিত্ত ভাৰ্য্যাগ্রহণ কর্তব্য । কিন্তু  
 স্বাস্থ্যবিহীন ব্যক্তির বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র ।  
 কাৰণ একপ ব্যক্তির জীৱমনে প্রায়ই সন্তান  
 উৎপত্তি হয় না ; অতিমৈথুনে শুক্ৰ তরল ও  
 শুক্ৰস্থিত গৰ্ভোৎপাদক কোট সকল যুত কিম্বা  
 একবারে কীটের অভাব হয় । এই নিমিত্ত এই  
 শুক্রে গৰ্ভ হয় না । যদিও দূষিত শুক্রে গৰ্ভ হয়,  
 তাহা আব হইবার অধিক সম্ভাবনা । আব না  
 হইলে যুত কিম্বা জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় । এই  
 জীবিত সন্তান কয়েক দিবস, কি কয়েক মাসের  
 মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । যদিও ছুই একটী  
 জীবিত থাকে, তাহারা বিকলাঙ্গ কিংবা দুৰ্বল

হইবার অধিক সম্ভাবনা। তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য-  
স্থ থা বিমর্জ্জন দিয়াছেন এবং তাঁহা হইতে যে  
জীবের উৎপত্তি হইল, তাহাকেও আজীবন কাল  
স্বাস্থ্যস্থ থা ভোগ করিতে হইবে না। এরূপ  
ব্যক্তির জীবনে জগতের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গ-  
লের অধিক সম্ভাবনা। যদি জগৎকে পাপকলু-  
ষিত করিতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে  
অতিমৈথুন ও দুর্ভিক্ষ যোনিতে গমন করিতে  
ভ্রমেও ইচ্ছা কবিও না।

অহুঃ পতিতাং ভাৰ্য্যাং যৌবনে যঃ পৰিত্যজেৎ ।

সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীকং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ পবাসং

পতিতা বা দুর্ভিক্ষ নয় এমন ভাৰ্য্যাকে যে  
ব্যক্তি যৌবন কালে পরিত্যাগ করে, সে সাত  
জন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ  
বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূৰ্খং ভক্তাবং বা ন মন্যতে ।

সামৃত্য জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ পবাসং

দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূৰ্খ স্বামীকে যে স্ত্রী  
অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ  
করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

অতএব কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই আৰ্য্য-  
শাস্ত্রের অনুসরণ করা সৰ্ব্বথা কর্তব্য ।

উচ্চাৰিতে মৃত্তিতে চ বেতসশ্চ বিধাবণে ।

উত্তানে চ ভবেচ্ছীজঃ শুক্রাশ্চর্য্যাস্ত সন্তবঃ ॥ অ

মৈথুনকালে মল বা মূত্রের বেগ ধারণ  
অথবা রেত ধারণ করিলে এবং উত্তান ( চিত )  
হইয়া শয়ন করিলে শীঘ্র শুক্রাশ্রয়ী রোগ  
( পাতরী ) জন্মে ।

“অতএব হিতের জন্য ঐ সকল কার্য্য পরি-  
ত্যাগ করিবে, কদাচ করণোন্মুখ শুক্রকে ( স্বপ্ন  
বিকার প্রভৃতিতেও ) মোহপ্রযুক্ত ধারণ  
করিবে না ।

ধারণ করিলে এই শুক্র মূত্রাধারে গমন  
করে ; ইহাতে এমন বিষ ঘটিবার সম্ভাবনা  
আছে যে, যখনই মৈথুন দ্বারা মুগ্ধ হইতে শুক্র  
নির্গত হইবে, তখনই সেই শুক্র স্ত্রীযোনিতে  
নির্গত না হইয়া প্রায়ই মূত্রাধারের প্রবেশ  
করিয়া থাকে । এরূপ ব্যক্তি আজীবন কাল  
স্ত্রীসন্তোগস্থ জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন ।”

ভাৰ্য্যাং রূপগুণোপেতাং তুল্যশীলাং কুলোত্তমাম্ ।

অভিকামোহতিকামাস্ত্ব অষ্টৌ অষ্টামলকৃতাম্ ॥

সেবেস্ত প্রমদাং যুক্তা বাজীকবণবৃংহিত : ।

রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াস্তথা ।

বর্ণবুদ্ধাং বযোরুদ্ধাং তথা ব্যাধিপ্রপীড়িতাম্ ।

হীনাক্ষীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনিরোগবদম্বিতাম্ ।

সগোত্রাং গুরুপত্নীঞ্চ তথা প্রব্রজিতামপি ॥

রূপবতী, সদৃশসম্পন্ন, তুল্যশীলা, দ্বংশ-  
জাতা, অভিকামা, অলঙ্কতা, হৃদ্য ভাষ্যাবসহিত  
বাজীকবণ দ্বারা বৃংহিত ও অতিশয় কামাতুর  
হইয়া হৃদ মনে যথানিয়মে মৈথুন আচরণ  
করিবে । রজস্বলা, অকামা, মলিনা, অপ্রিয়া,  
বর্ণজ্যেষ্ঠা, বযোরুদ্ধা, ব্যাধিপীড়িতা, হীনাক্ষী,  
গর্ভিণী, দ্বেষ্যা, যোনিবোগগ্রস্তা, সগোত্রা,  
গুরুপত্নী ও প্রব্রজিতা নাবীতে মৈথুন আচরণ  
করিবে না । যেহেতু তাহাতে অতিশয় বৈশ্য  
শঙ্কা আছে ।

গর্ভিণীগমনে আয়ুঃক্ষয় হয় ।

“দিবাশয়া ন মে পুত্রা ন রাস্ত্রৌ দধিভোজিনঃ ।

গুর্বিণীং নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলাম্ ॥”

আমার পুত্রেরা দিবাতে শয়ন, রাত্রিতে দধি  
ভোজন, গুর্বিণীর সেবা ও রজস্বলাকে স্পর্শও  
করে নাই, তবে কেন অকালে কাল গ্রাসে

পতিত হইল। ইহা ধ্বতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

“ঐকর্ষণী স্ত্রীলোকদিগের উদরে তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর আর্ভব একত্রে মিশ্রিত হইয়া পিণ্ডাকার অবস্থায় থাকে। ৪র্থ মাস হইতে ঐ পিণ্ডাকার পদার্থ হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম হইতে তিন মাস কাল এক বাবে মৈথুন বন্ধ করা কর্তব্য। কারণ এই সময়ে মৈথুন ইচ্ছা কি মৈথুন আচরণ করিলে গর্ভশ্রাব হইবার অধিক সম্ভাবনা।” বৈ-দাম্পত্যপ্রণালী।

বালা স্ত্রী প্রাণদা প্রোক্তা তরুণী প্রাণধাবিনী।

প্রোঢ়া কবোত্তি বুদ্ধত্বং বুদ্ধা মরণমাদিশেৎ ॥

বালেতি গীষতে নাবী যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ।

ততস্ত তরুণী জ্যেষ্ঠা দ্বাত্রিংশদ্বৎসবাবধি ॥

তদুর্দ্ধমধিক্রুতা স্যাৎ পঞ্চাশদ্বৎসবাবধি।

বুদ্ধা তৎপবতো জ্যেষ্ঠা সূবতোৎসববর্জিতা ॥ হু

বালা স্ত্রী গমনে আয়ুঃ বৃদ্ধি হয় ; তরুণী স্ত্রীগমনে আয়ুঃ স্থিরভাবাপন্ন হয় ; প্রোঢ়া স্ত্রী গমনে বৃদ্ধ হয় এবং বুদ্ধা স্ত্রীগমনে মরণ হয়।

ষোড়শ বৎসরের অনধিক বয়স্কা স্ত্রীলোককে

বালা ; তদুত্তর বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী,  
তদুত্তর পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া ; এবং  
পঞ্চাশৎ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা নারীকে বৃদ্ধা  
বলা যায় । নারী বৃদ্ধা হইলে স্ত্রত কার্য্যে  
অসমর্থ হয় ।

যো ভাৰ্য্যাযামৃতৌ মোহাদনেন ব প্রবর্ততে ।

তত্র স্ত্রীচেষ্টিতাকাবো জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞকঃ ॥ শ্রু

যদি কোন ব্যক্তি ঋতু কালীন সম্ভোগের  
সময় স্বয়ং স্ত্রীর উপর না উঠিয়া স্ত্রীকে নিজের  
উপর উঠাইয়া সম্ভোগ করায় এবং সেই  
সম্ভোগে গর্ভোৎপত্তি হইলে যে সন্তান জন্মে  
সে ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসক হয় ।

আয়ুঃক্লমভবা দ্বিবারাহি সেবেত কামিনীম্ ।

অবশো যদি সেবেত তদা গ্রীষ্মবসন্তয়োঃ ॥ শ্রু

পণ্ডিতেরা আয়ুঃক্লমের ভয়ে দিবাভাগে স্ত্রী  
সহবাস করিবে না । যদি কখন ইন্দ্রিয়ের বশ-  
বর্ত্তী হইয়া দিবাভাগে মৈথুন ইচ্ছা জন্মে তাহা  
হইলে গ্রীষ্ম বা বসন্তকালে স্ত্রীসঙ্গম করিতে  
পারে । কিন্তু অপর ঋতুতে দিবামৈথুন  
একেবারে নিষিদ্ধ ।

### সদ্যোগৃহীত গর্ভের লক্ষণ ।

শুক্র শোণিতে যোনির আদ্রতা, ক্ষুধা, অমোদেহ, স্ফুটন, পিপাসা ও ঘ্রাণি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিশ্চয় গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে জানিতে হইবে ।

### গৃহীতগর্ভার উত্তরকালীন লক্ষণ ।

স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, রোমসমূহের উদ্গম, চক্ষুর পক্ষ্মসংমীলন, পথ্য ভোজনেও বমন ও অশুভগন্ধে উদ্বেগ, প্রসেক ও সদম এই সকল গর্ভিণীর চিহ্ন ।

### পুত্রবতী গর্ভিণীর লক্ষণ ।

পুত্রবতী গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে এক পিণ্ডাকার ( বর্তুলাকৃতি ) পদার্থ লক্ষ্য হয় । দক্ষিণাঙ্গি বৃহৎ হয় ; অগ্রে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরু স্পৃষ্ট হয় ও মুখের বর্ণ স্প্রশম হয় । স্বপ্নেতেও পুত্রাভিলাষ জন্মে এবং আত্র ও পদ্য প্রভৃতি স্বপ্নে প্রাপ্ত হয় । কন্যাবতী গর্ভিণীর ইহার বিপরীত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় ।

গর্ভ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের  
পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ ।

“স্ত্রীলোকের ঋতু হইলে পুরুষসংসর্গ আবশ্যিক । পুরুষসংসর্গ ভিন্ন গর্ভসংস্কার হয় না । কারণ, শুক্রই প্রাণীদিগের উৎপত্তির প্রধান উপায় । শুক্র পুরুষের অণুকোষের ভিতরে থাকে । ইহাতে এক প্রকার কীটাণু আছে । ঋতুব পরে পুরুষসংসর্গ ঘটিলে শুক্রকীট যোনি হইতে জরায়ুতে যায় । শেষে জরায়ু হইতে অণুপ্রণালীর দিকে উঠিতে থাকে । সেই সঙ্গে অল্প অল্প শুক্রও ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করে । শুক্র ভিতরে প্রবেশ করিলে শুক্রকীট পরিপক্ব অণুর মধ্যে যাইতে থাকে । অণুর ভিতরে অধিক কীটাণু গেলে সেবার নিশ্চিত গর্ভসংস্কার হইবে । এই রূপে অণু ও শুক্র একত্রে মিশ্রিত হইলে দশ বার ! দিন পরে জরায়ুর মধ্যে অণু গুলি আসিয়া পড়ে । যদি গর্ভসংস্কার হয়, তাহা হইলে এ অবস্থায় সন্তানের কোন অবয়ব থাকে না । ডিমের ভিতরে কেবল সামান্য একটু ভ্রূণ লালাবৎ তরল রসের



মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। একখানি পাতলা চর্ম ঐ ভ্রূণ ও রসকে বেড়িয়া থাকে। উহা-কেই আমবা চলিত কথায় ‘পানমুচি’ বলি। উত্তর কালে যাহা হইতে ফুল জন্মে, এ অবস্থায় তাহা দেখিতে কুসুমের মত। ঐ কুসুমের রসে ভ্রূণ বাড়িতে থাকে।”

(১) “ইউবোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম মাসে ভ্রূণের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয় না। এ সময়ে কেবল আটার মত দ্বিষৎ স্বচ্ছ সামান্য একটু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও নিতান্ত ক্ষুদ্র; এক সূতাব অধিক লম্বা হইবে না।”

(১) ভাব প্রকাশে লিখিত আছে। যথা

গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রমথার্ত্তবম্।

ভাট্টগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি ॥

গর্ভাশয়ে মেরূপ তরল অবস্থায় শুক্র ও শোণিত পতিত হয়, প্রথম মাসে সেই রূপই থাকে।

(২) “দ্বিতীয় মাসে ভ্রূণের আকার অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসে। সমস্ত শরীর দাত আট সূতা লম্বা, ওজন করিলে ৩২ রতি হইয়া

থাকে। মাথা, ও সরু সরু হাত পা গুলি বকের দিকে গুটানে। চক্ষু ফুটে নাই, কেবল মুখের দুই পাশে অতি সূক্ষ্ম দুটি কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দুই মাসের ছেলের হৃৎপিণ্ড জন্মে। ফুসফুস, প্লীহা ও নাভি হইতে নাড়ীরজ্জু অল্প অল্প বাহির হয়।”

(২) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে। যথা

মক্‌পিত্তকফৈস্তৃতৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে।

কললস্থ-মহাভূত-সমুদাযো ঘনো ভবেৎ ॥

দ্বিতীয় মাসে জরায়ুতে পিত্ত ও কফ দ্বারা পচ্যমান হইয়া ঘন হয়। সুশ্রুতের মত এই যে, পচ্যমান মহাভূত শীত, উষ্ণ এবং বায়ু দ্বারা ঘন হয়। এই ঘনীভূত পদার্থ পিণ্ডাকার হইলে পুত্র জন্মে, পেশীর আকার হইলে কন্যা জন্মে এবং অর্কবুদের মত (অর্দ্ধপিণ্ডবৎ) হইলে নপুংসক জন্মে।

(৩) “তিন মাসে পড়িলে ছেলের ওজন প্রায় ৩৫ রতি হইতে ১৫০ রতি পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যও প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি হইয়া থাকে। হাতের অগ্রভাগ বেশ স্পষ্ট হইয়া

আসে, তাহাতে একটু একটু আগ্নুলের চিহ্নও দেখা যায়। সমস্ত শরীরের সহিত তুলনা করিলে মাথা ও চক্ষু অত্যন্ত বড় দেখায়। এই অবস্থায় মানুষের সন্তানের কাছে কুকুরের ও পাখীর বাচ্ছা বাখিলে, কোন্টী মানুষ আর কোন্টী কুকুর বা পাখী তাহা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে।”

(৩) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে। যথা

তৃতীয়ে নাসি শিবসোঃ চন্দ্রযোঃ শাদযোন্তথা।

পিণ্ডবাঃ পঞ্চ সিধ্যান্তি সূক্ষ্মা অবয়বাস্তনোঃ ॥

তৃতীয় মাসে দুইটী হাত, দুই পা এবং মাথা এই পাঁচ অবয়বের স্থানে পাঁচটী মাংসপিণ্ড প্রকাশ পায় এবং শরীরেব সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বাহির হয়।

(৪) “চারি মাস আগিলে ছেলের ওজন প্রায় অর্দ্ধ পোষা হইতে তিন ছটাক পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যও অনূন ৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এ সময়ে মস্তিষ্কের বেড় গুলি কিছু কিছু স্পষ্ট হইয়া আসে। এবং ছেলেটী পুত্র কিম্বা কন্যা তাহা চিনিতে পারা যায়।”

(৪) ভাবপ্রকাশ ও সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যক পুস্তকে লিখিত আছে । যথা

চতুর্থ মাসে সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পাব এবং হৃদয় জন্মে । হৃদয় প্রাণী-দিগের চৈতন্যের স্থান । কাজেই স্ত্রীলোক-দিগের হৃদয় আছে, এবং চতুর্থ মাসে গর্ভের ভিতর সন্তানেরও হৃদয় হয়, তজ্জন্ত সে সময়ে স্ত্রীলোককে দৌহৃদিনী কহে । দৌহৃদিনী নাবীৰ যাহাতে সাধ হয়, তাহা পূরণ না করিলে সন্তান কাণা, খোড়া, কুঁজা হইয়া থাকে ।

(৫) “পাঁচ মাসের ছেলের ওজন প্রায় ৫ ছটাক । এবং শরীরও কম বেশী ৯।১০ ইঞ্চ লম্বা হয় । এই অবস্থায় সমস্ত মাথা চুলে ঢাকিয়া যায় ; এদিকে হাতে পায়ে একটু একটু নখও গজাইতে থাকে ।”

(৫) সুশ্রুতে লিখিত আছে । যথা—পঞ্চম মাসে সন্তানের মনঃ জন্মে ।

(৬) ছয়মাসের ছেলের ওজন সচরাচর প্রায় অর্ধসেরের কম নহে । শরীর মাপিলে ১১।১২ ইঞ্চ লম্বা হয় । চুল কাল হইয়া আসে ; চক্ষু

মুদ্রিত, তাহাতে একটু একটু পক্ষ্ম গজাইতে আরম্ভ হয়। এ অবস্থায় পুত্রসন্তানের অণুবীচি তলপেটের ভিতর থাকে।

(৬) সূত্রতে লিখিত আছে।—ষষ্ঠ মাসে সন্তানের বুদ্ধি হয়।

(৭) সপ্তম মাসে ছেলের ওজন দেড় সের হইতে দুই সের এবং দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১৩।১৪ ইঞ্চি। এই অবস্থায় চক্ষু ফুটে এবং অণুবীচি তলপেট হইতে বাহিবে কোষের ভিতরে নামিয়া আসে।”

(৭) সূত্রতে লিখিত আছে। যথা—সাত মাসেব ছেলেব সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

(৮) আট মাসের ছেলের ওজন দুই সের হইতে আড়াই সের পর্য্যন্ত ; দৈর্ঘ্য ১৭।১৮ ইঞ্চি। এই অবস্থায় প্রায় কোন অঙ্গ গজাইতে বাকি থাকে না। শরীরও বেশ হুট পুট ও পারপক হয়। তাই সাত আট মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেক সন্তান জীবিত থাকে।”

(৮) সূত্রতে লিখিত আছে। যথা

অষ্টম মাসে গর্ভের সন্তান অস্থির হইয়া

উঠে এবং তাহাব শরীরের মধ্যে ওজোবাতু জন্মে। ওজো বাতু না জন্মিলে নিরোজ ও নৈস্বর্ত ভাব প্রযুক্ত অষ্টম মাসে সন্তান হইয়া বাঁচিতে পাবে না।

“৯।১০ মাসে পূর্ণ গর্ভাবস্থা উপস্থিত হয়। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় সন্তানের ওজন প্রায় ৩ সেব থাকে, এবং দৈর্ঘ্য নূনাধিক ২০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু জনক জননী দীর্ঘাকার হইলে অনেক স্থলে গর্ভের সন্তানও দীর্ঘাকার হয়।”

“জরায়ুর ভিতর ছেলের মাথা নিম্ন দিকে থাকে। চিবুক, কণ্ঠার নিম্নে বক্ষঃস্থলে চাপা। হাত দুইটী পরস্পর বাহুব উপব দিয়া বুকেব মধ্যে গুটান; পা, উরুর নিম্ন দিয়া পেটের উপর টানিয়া রাখা। নাভি-রজ্জু উরু এবং বাহুর মধ্যস্থলে থাকে, সে জন্ত তাহাতে চাপ লাগিতে পায় না। ছেলের এই রূপ সংস্থানের অন্যথা হইলে প্রসবের সময়ে বিষয় ঘটিতে পাবে। কিন্তু সংস্থানের সামান্যকপ ব্যতিক্রম হইলে কিছুই অনিষ্ট ঘটে না।”

## গর্ভপরীক্ষা।

১ মাস।—“যথার্থ গর্ভসংস্কার হইয়াছে কি না, প্রথম মাসে তাহা স্থির করা অতিশয় কঠিন; কিন্তু গর্ভ হইলে অনেক স্থলেই ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। ‘গা বমি বমি’ করে এবং সর্বদাই মুখ দিয়া জল উঠে। কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না। জরায়ুব অধোভাগ ও মুখ কোমল হয়। এবং উহাব ছিদ্র আড়ে বিস্তৃত থাকে না, কিক্রিৎ গোল হইয়া আসে। এদিকে যোনির উষ্ণতা ও রসনিঃসরণ বৃদ্ধি পায়।”

২ মাস।—“দুই মাসে পড়িলে উপবের লক্ষণ গুলি আরও স্পষ্ট হইয়া পড়ে। চারি সপ্তাহ গত হইলেই স্তন কিছু শক্ত, স্থূল এবং গুটিকায়ুক্ত হয়। স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে এবং ভিতরে দুগ্ধ জন্মে। এই সময়ে জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ গোলাকার হইয়া থাকে।”

৩ মাস।—“তৃতীয় মাসে অন্ত্র নিজ স্থান হইতে সরিয়া যায় বলিয়া উদর একটু বড় দেখায়। স্তনের মুখ আরও অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে এবং নীলবর্ণ শিরা উচু হইয়া

উঠে । স্তন টিপিলে অল্প অল্প ঘন দুগ্ধ বাহির হয় । এই অবস্থায় গর্ভের ভিতরের ফুল হইতে এক প্রকার যুহু যুহু শব্দ উঠে ; জরায়ুব উপরে কাণ রাখিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায় ।”

৪ মাস ।—“চতুর্থ মাসে উদর স্পষ্টরূপে বড় দেখায় । এই অবস্থায় তলপেট টিপিয়া দেখিলে একটা পিণ্ডের মত পদার্থ হাতে লাগে । জরায়ুব উপরে কাণ দিলে গর্ভস্থ সন্তানের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায় ।”

৫ মাস । পাঁচ মাসে যোনিব ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া সন্তানকে উল্কে ঠেলিয়া দিলে আবার অঙ্গুলির উপরে আসিয়া পড়ে । গর্ভের মধ্যে সন্তান নড়িতে থাকে, গর্ভিণী নিজে তাহা জানিতে পারে । এই সময় হইতে গর্ভ সম্বন্ধে প্রায় আর কোন সন্দেহ থাকে না ।”

“কখন কখন স্ত্রীলোকের মিথ্যা গর্ভ হয় । মিথ্যা গর্ভ হইলে উদর বড়, অরুচি এবং প্রসববেদনা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে । বায়ুরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদেরই এই রূপ গর্ভ ঘটিয়া থাকে । কিন্তু এমন স্থলে স্ত্রী লোককে



ক্লোরাফরম ঔষধের আশ্রাণ দিয়া অজ্ঞান করিলে, উদরের পিণ্ড কামিয়া যায়। রোগিণী সজ্ঞান হইলে আবার উদর বড় হইয়া উঠে। মিথ্যা গৰ্ভ কি না তাহা চিনিবার ইহাই প্রশস্ত উপায়।” বি—কো।

গর্ভবতীর বর্জনীয় বিষয়।

“গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বিশেষ যত্নে রাখা চাই। যাহাতে শোক দুঃখ প্রভৃতি মনের উদ্বেগ জন্মে, এমন কাজ কিছুই করিবে না। উচ্চনীচ স্থানে গমনাগমন, যানারোহণ, ব্যায়াম, অতিরিক্তি পরিশ্রম, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, রক্ত-মোক্ষণ, অতিবিরেচক ঔষধসেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এবং পাতখোলা, মৌদাগন্ধযুক্ত মাটি, চা-খড়ি, নরম পাথর প্রভৃতি নানা প্রকার কুখাদ্য একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ এই সকল কুখাদ্য ভোজনে পাণ্ডুবোগ এবং উদরাময় উপস্থিত হয়। উদরাময় ঘটিলে অসময়ে প্রসববেদনা ও গর্ভস্রাবও হইতে পারে।” অতএব এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া অবশ্য-কর্তব্য। বি—কো।

নব প্রসূতা নারীর প্রতিপাল্যনিয়ম ।

“প্রসবের পর নারী এক মাস অতি সাবধানে থাকিবে । স্নিগ্ধ হিতকর ও অল্প ভোজন-  
করিবে এবং শরীর সর্বদা উত্তপ্ত রাখিবে । এই  
এক মাস বস্ত্রাদির দুই রক্ত প্রত্যহ ধৌত বা  
পবিত্র না হইলে নানা প্রকার পীড়া জন্মাই-  
বার সম্ভাবনা । ধন্বন্তরি কহেন যে, দেড় মাস  
অতীত হইলে অথবা পুনরায় রজো দৃষ্ট হইলে  
নারীর সূতিকা দোষ থাকে না । তৎকালে  
তাহাকে বিশুদ্ধ ও উপদ্রবশূন্য জানিবে । এই  
সময় ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ এবং শৈত্যক্রিয়া  
একবারে পরিত্যাগ করিবে । অনন্তর চতুর্থ  
মাসের পর আর মৈথুন, ও আহাৰাদির কঠোর  
নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে না ।”

---

সম্পূর্ণ ।

# জ্বরচিকিৎসা ।

---

কলিকাতা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন ও কলিকাতা স্কুল অব মেডিসিনের  
হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা  
হোমিওপ্যাথিক স্কুল অব মেডিসিনের হোমিওপ্যাথি  
শাস্ত্রের বর্তমান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, চাঁদনী  
হাসপাতালের ভূতপূর্ব হাউস সার্জন

শ্রীবিপিন বিহারী মৈত্র, এম্. বি. প্রণীত ।

প্রথম ভাগ ।

---

Calcutta :

Published by MAITRA & Co.,  
HOMŒOPATHIC CHEMISTS & BOOKSELLERS  
45-8, COLLEGE STREET.

1887



---

PRINTED BY JADU NATH SEAL,  
HARE PRESS  
55, AMHERST STREET, CALCUTTA

---

## বিজ্ঞাপন ।

সৰ্ব সাধাৰণেৰ বোধগম্য হইবে বলিয়া প্রথমতঃ সরল ভাষায়, একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখি; ইহার কিয়দংশ মাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকে মুদ্রিত হয়। অধ্যাপনাকালে, এইভাবেৰ পুস্তক, ছাত্র দিগেৰ বিশেষ সুবিধাকৰ জানিতে পারিয়া, আমি এখন সমুদয় গ্রন্থখানি, অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশেৰ দ্বাৰা বৰ্দ্ধিতকলেবৰ কবিয়া, মুদ্রিত কৰিতেছি; হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকে মুদ্রিত অংশেৰও কলৈবৰ অনেক বৰ্দ্ধি কৰা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পুস্তকখানি স্কালেনেৰ গ্রন্থেৰ সংক্ষেপ মাত্র; তবে স্থানে স্থানে হেরিং, ও সাল্জ্জেরেৰ গ্রন্থ হইতেও সংকলন কৰা হইয়াছে। পুস্তক এক খণ্ডে শেষ হইবে না; সম্ভবতঃ আর দুই খণ্ডে, স্কালেন, হেরিং প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সমুদয় ঔষধেৰ লক্ষণ সমূহ দেওয়া যাইবে। আপাততঃ প্রধান প্রধান ঔষধগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১ সেপ্টেম্বৰ ১৮৮৭ সাল।

৪৫-৮ কলেজ ষ্ট্রীট  
কলিকাতা।

} শ্রীবিপিন বিহারী মৈত্ৰ এম্. বি।

## সূচী পত্র ।

---

| বিষয়                             | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------|--------|
| আর্গিকা মণ্টানা . . .             | ৪৭     |
| আণ্টিমণি ক্রুডম্ . . .            | ৬৪     |
| আর্সেনিকম্ . . .                  | ১৩     |
| ইউপেটোরিয়ম পপু'রিয়ম্ . . .      | ৫১     |
| ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফ'লিয়েটম্ . . . | ১৮     |
| ইগ্নেসিয়া . . .                  | ৩৩     |
| ইপেকাক . . .                      | ৬৫     |
| একনাইট . . .                      | ৫      |
| এপিস্ মেলিফিকা . . .              | ১১     |
| ওপিয়ম্ . . .                     | ৬৭     |
| কার্কো ভেজিটেবিলিস্ . . .         | ৫৬     |
| কেব্রি কার্বনিকম্ . . .           | ৩৪     |
| ক্যাপ্সিকম্ . . .                 | ৫৫     |
| ক্যামমিলা . . .                   | ৫৮     |
| ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা . . .      | ৫৩     |
| ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোজা . . .    | ৭০     |
| ক্লেসিমিয়ম্ . . .                | ৩১     |
| ট্যারেন্টুলা . . .                | ৭৪     |

|                              |     |     |    |
|------------------------------|-----|-----|----|
| থুজা                         | ... | ... | ৬৮ |
| নক্সভমিকা                    | ... | ..  | ২৭ |
| নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম্        | ... | ... | ২৪ |
| পল্‌সেটিলা                   | ... | ... | ৬৩ |
| ফস্‌ফোরস্                    | .   | ..  | ৬১ |
| ব্রাইওনিয়া আল্‌বা           | ... | ..  | ৯  |
| বেলাডনা                      | .   | ... | ৭  |
| ব্যাপ্‌টিসিয়া টিংটোরিয়া    | ... | .   | ৫২ |
| ভিরেট্রম্ আৰম্               | ..  | ..  | ৫৪ |
| মাকু'রিয়স্                  | ... | ..  | ৬০ |
| রস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন          | ... | ... | ৩৭ |
| লাইকোপোডিয়ম্                | ..  | ... | ৬৭ |
| ল্যাকেসিস                    | ... | .   | ৬৬ |
| সিড্রন                       |     | ... | ৫৭ |
| সিনা                         | ... | ..  | ৬৪ |
| সিপিয়া                      | ..  | ..  | ৬২ |
| সল্‌ফর                       | ..  | ..  | ৪২ |
| সিঙ্কনা                      | ... | ... | ১৭ |
| ম্যাল'ষ্টোনিয়া কনস্ট্রিক্টা |     | ... | ৬৯ |

---

# জ্বরচিকিৎসা ।

## উপক্রমণিকা ।

আমাদের দেশে সচরাচর সর্বিষাম জ্বর ও অর্বিষাম জ্বর প্রবল ।

অর্বিষাম জ্বর ।—বহুদিন থাকিলে বোগী অত্যন্ত দুর্বল হয় ও অস্বাস্থ্য আনুষঙ্গিক কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় ; তখন এই জ্বরকে বাতশ্লেষ্মিক জ্বর বলে । জ্বরের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা সকলেই জানেন । তবে বোগীর চিকিৎসা আবশ্য কবিবার পূর্বে কি প্রকারে রোগ নিরীক্ষণ কবিত্তে হইবে তাহা বলা যাইতেছে ।

১ । রোগীর পীড়ার আনুপূর্বিক ইতিহাস লওয়া উচিত ; দৃষ্টিতে ভিজিয়া, পড়িয়া, বা কোন মানসিক চিন্তা ইত্যাদি কারণে জ্বর হইয়াছে কি না, তাহা জানা উচিত ।

২ । পীড়া হইবার পূর্বে বোগীর কোন স্থানে বাস ছিল ; সেস্থানে কোন প্রকার জ্বর প্রবল ছিল এবং রোগীর পীড়ার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ।

৩ । তাপমান যন্ত্রদ্বারা শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা ; ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপ,



তাপমান যন্ত্রেব ৯৮°৪ ডিগ্রি, ইহাব উপব হইলে জ্বর।  
তাপমান যন্ত্রে এইরূপ চিহ্ন কবা আছে। প্রত্যেক ৫ ডিগ্রি  
অঙ্ক দ্বাৰা অঙ্কিত যথা—

২০, ২৫, ১০০, ১০৫. ইত্যাদি। ইহাব মধ্যে ২০  
হইতে ২৫ মধ্যে পাঁচটা বড় দাগ আছে, প্রত্যেকটীতে  
এক ডিগ্রি জ্ঞাপন কবে; আবার নিকটবর্তী ছোট্ট  
বড় দাগেব মধ্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্য চাবিটা দাগ আছে  
ইহাব প্রত্যেকটীতে এক ডিগ্রিব ২ ভাগ বুঝায় যথা  
৯৬.৪ ৯৬.৬ ইত্যাদি। ৯৮.৪ ডিগ্রিব স্থানে একটা  
তীব চিহ্ন দেওয়া আছে। ইহা স্বাভাবিক তাপ-  
জ্ঞাপক অর্থাৎ ইহাব উপবে পাবা উঠিলে জ্বর ও  
নিম্নে নাবিলে বিকাব বুঝাব।

৪। বোগীব অবস্থা তন্ন তন্ন কবিয়া জানিতে  
হইবে। শরীরেব অবস্থা, গায়ে হাত দিলে চামড়া  
গবন বা ঠাণ্ডা, গরম হইলে কিপ্রকাব; ঘাম আছে  
কি না, কি প্রকাব ঘাম, ঠাণ্ডা না গবম, অন্য  
কোন ক্ষত চিহ্ন আছে কি না ইত্যাদি। মস্তক;—  
বেদনা আছে কি না, বেদনা কি প্রকাব; মাথায়  
গবম, ভাব, খালি, বা অন্য কোন ভাব বোধ হয় কি  
না ইত্যাদি। চক্ষুঃ—লাল বা হলদে; মুদ্রিত বা  
খোলা ইত্যাদি। জিহ্বা—পবিস্কৃত কি না; মরলা—  
কি প্রকার, শাদা, হলদে বা অন্য কোন বর্ণের; সহজে  
জিহ্বা বাহির করা যায় কি না। মুখের আশ্বাদন

কিপ্রকার ; গলাব ভিতব বেদনা আছে কি না ; গলা শুষ্ক কি না ; পেটের ভিতব বেদনা, জাণা বা অন্ত কোন ভাব বোধ হয় কি না ; বমন বা বমিব ভাব আছে কি না ; উদরা-ময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, মল কি প্রকাবেব, ইত্যাদি।

৫। নাড়ীর অবস্থা কি প্রকার। স্বাভাবিক নাড়ীর স্পন্দন ১ মিনিটে ৮০ বাব, তবে ইহা বেশী হয়, পুষ্টনাড়ী জ্ব-ভাব-বাঞ্ছক। নাড়ী দ্রুত, ধীর, স্থল বা পুষ্ট বা মধ্যে মধ্যে নাড়ীর স্পন্দনেব বিবাম হয় কি না।

৬। জবেব আনুপূর্বিক অবস্থা। জবেব পূর্বলক্ষণ কিছু আছে কি না, কোন সময়ে ও শবীরেব কোন স্থান হইতে কস্পেব আবন্ত ; কস্পসময়ে কোন লক্ষণ, যথা তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, তাপ ইত্যাদি বর্তমান কি না। কস্প কতক্ষণ থাকে, ছাড়িবার সময়ে কোন লক্ষণ দেখা দেব কি না। তাপ—কস্পের সহিত কি না ; কোথা হইতে আবন্ত, কি প্রকার তাপ ; শরীরের কোন ভাগে তাপ বোধ, তাহাব সহিত ঘর্ম্ম বা কস্প আছে কি না, তাপেব সময় অন্য কোন লক্ষণ আছে কি না। ঘর্ম্ম—কি প্রকার, শীতল বা উষ্ণ ; কোন স্থানে দৃষ্ট হব ইত্যাদি।

৭। জবেব কোন অবস্থাব অভাব আছে কি না, কোন অবস্থা (যথা শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম) অতিবিক্ত প্রবল কি না। কোন বিশেষ লক্ষণ বোগীতে আছে কি না, বাহ্য অন্য কোন রোগীতে সর্ব্বদা লক্ষ্য হব না।

৮। জব বিবামে বোগীর অবস্থা কি প্রকার।

৯। রোগীর মানসিক অবস্থা।

১০। রোগী কোন ধাতুস্থ, পৈত্তিক, বায়বিক বা শ্লেষ্মিক ।  
এই সমস্ত লক্ষণ বিশেষ কবিয়া দেখিয়া কোন ঔষধে এই  
সকল বা ইহাব অধিকাংশ লক্ষণ আছে সেইটী দেখিতে হইবে ;  
তাহাই আমাদিগের ব্যবহার্য্য । দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে, ইংরেজিয়া  
ঔষধ, কি প্রকারে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, দেওয়া গেল ।  
অন্তান্ত ঔষধ নির্বাচনও ঐ প্রকার ।

সময়—অপবাহে এক দিনান্তব আক্রমণ—অনেক ঔষধে  
লক্ষিত হয় ।

পূর্বলক্ষণ—অত্যন্ত হাঁইতোলা ও হাত পা ভাঙ্গা—আণ্টি-  
টা. ; আর্গি. , ইগ্নে. , ইপেকাক ; কুনাইন , বস্ ।

কম্প—বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও হস্তে এক ঘণ্টাব জন্ত ও তৃষ্ণার  
সহিত,—আর্গি. ; ক্যাপ্সিকম্ , কার্কো ভে. , ইংরেজিয়া ।

তাপ—(তৃষ্ণা শূন্য) সমস্ত শরীরে, কিন্তু পাব পাতা ঠাণ্ডা ;  
তৎসহ আভ্যন্তরিক কম্প,—ক্যাপ্সিকম্ , সিংকনা , ইগ্নে-  
সিয়া ; লিডম্ ।

ঘর্ম্ম—অনেক ঘণ্টা বর্তমান ( তৃষ্ণা বিহীন )—ইগ্নে. ;  
ইপেকাক ; পল্‌সে. ।

পাকস্থলীতে বেদনা, অঙ্গের ভার বোধ, গ্রন্থিতে  
বেদনা—ব্রাই. ; ঈগ্নে. ; বস্ ।

অরবিরামে দুর্বলতা ও হাঁটুতে শক্তিব্রাস—ইংরেজিয়া ।

নিদ্রা—গাঢ় ও নাক ডাকানি সহিত—ইগ্নে. ; ন-মস্কেটা ;  
ডপিয়ম্ ।

জিহ্বা—শাদা; কাটা ও গুরু ঠোঁট; মৌনতা, অস্তমনস্কতা, মধ্যে মধ্যে চম্‌কান—আর্সে., ইগ্নে.; নে. মিউবি.।

মলিন প্রতিমূর্তি—ফিবম্, ইগ্নে.; সিকেলি।

এই স্থানে ইগ্নেসিয়াতে প্রায় সমস্ত লক্ষণই বর্তমান আছে, অথচ অন্য কোন ঔষধে তাহা নাই; সুতরাং ইহাই আমাদের ব্যবহার্য। সবিবাম ও অবিবাম জবে এই রূপে ঔষধ নির্বাচন কবিতে হয়। এক ঔষধই উভষেব উপযোগী।

আমবা একে একে জবেব প্রধান প্রধান ঔষধ গুলির লক্ষণ সমূহ ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

একনাইট। (*Aconitum Napellus.*)

বাবহাব লক্ষণ—পূর্ণরক্ত ব্যক্তি, শযিত অবস্থায় মুখের আরক্ততা, উঠিয়া বসিলে তাহাব মলিনতা, মাথা ঘুবা ও মোহভাব, বাবস্থাব উঠিতে ভয় হওয়া, মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি-হীনতা ও অজ্ঞান। উত্তেজনা, মানসিক উদ্বেগ ও ভীতি। হানিমান্বে মতে একনাইট বাবহাব করণে মানসিক অবস্থা বিশেষ কবিয়া পর্যবেক্ষণ করা উচিত, মানসিক ও শারীরিক উদ্বেগ; অস্থিরতা কিছুতেই ঘুচিবাব নহে।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যায় ও বাত্মিতে অসহ্য বেদনা; উষ্ণগৃহে; উঠিবাব সম্ভব।

উপশম—দিবসে, বাতাসে, স্থিৎ থাকিলে (বাত্মিতে শয্যায় থাকা ব্যতীত); বস্ম হইলে।

প্রকার—৩৪ দিবসান্তব পালা; পাল্যাব স্থিরতা নাই;

আভ্যন্তরিক যন্ত্রের (যথা, মস্তক ইত্যাদি) প্রদাহ বা রক্তাধিক্য-  
কণ উপসর্গ হইবাব সম্ভাবনা ।

সময়—প্রায়ই সম্ভা ।

কাবণ—বক্ষে শীতল বায়ু লাগা, দিবসেব উত্তাপ ও  
ষাত্রির শীতলতা ; ভেজা, ভষ ।

কম্প—চৰণ হইতে বক্ষঃপর্য্যন্ত উঠে ; নড়িলে (ন.ভমি.)  
ও গাত্রেব কাপড় খুলিলে শীতলাব, কম্পেব সহিত একগুণ  
লাল ও উষ্ণ, অন্যটি তদ্বিপৰীত ( ক্যাম. , ইপে. ), শাখাঙ্গ  
হইতে মস্তক ও মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত কম্প ।

তাপ—তৃষ্ণা, অত্যন্ত দাহকব উত্তাপ, ভীতি, স্নায়বীয় উত্তে-  
জকতা, অস্থিৰতা ও ছট্ফটানি এবং কাসি ( ব্রাই ), ওইলে  
মুখেব আবক্ততা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, এবং জল ভিন্ন অন্য দ্রবোব  
তিক্তাস্বাদ (সকল অবস্থাতে অধিক জলেব পিপাসা—ব্রাই.,  
নে. মিউ. ; কেবল মাত্র উত্তাপে—ইপে.) । গায় কাপড় সহ্য  
হয় না, কিন্তু কাপড় খুলিতে ভয় হয় ( ক্যাম্ফ., সিকে. ) ।  
উঠিয়া বসিলে মুখেব মালিনা ও মুচ্ছা ।

বর্ষ—বর্ষ আবস্ত হইলে কাপড় গায় দিতে হইবে, আবৃত  
বা আক্রান্ত অঙ্গে (আন্ট. টা ) বর্ষ, কেবল মাত্র শয়িত পার্শ্বে  
(সিংক, না. আসিড) বা এক একটা অঙ্গে বর্ষ (ব্রাই) ।

তিহ্বা—শাদা ময়লাযুক্ত ও মধ্যে মধ্যে লাল বিন্দুযুক্ত ।

নাড়ী—কম্প সময়ে সবিরাম ও সূত্রবৎ ; জ্বকালীন,  
ক্রত, পূর্ণ, কঠিন ও লাফানে ।

জরবিবাম—সম্পূর্ণ নহে; আরামেব জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা ।  
সামান্ত মানসিক বা কাষিক পৰিশ্রমে অবসন্নতা ।

জব কমাইবাব জন্য একনাইট ও বিবামকালীন অন্য  
ঔষধ প্রয়োগ, একপ কখন কবিবে না । যে জরে একনাইট  
প্রয়োজনীয় তাহাতেই ঐ জব আবাম হইবে ।

বেলাডনা (*Belladonna.*)

ব্যবহাব লক্ষণ—পিত্ত, লসিক ও বক্ত প্রধান ধাতু, বালা ও  
শিশু, স্বাববীষ ধাতু ; দাঁতে উঠিবাব সময় দড্কা, বেদনা হঠাৎ  
আসিয়া, ক্ষণেক থাকিয়া, হঠাৎ যায়, মাথায় বেদনা ও শিরার  
দপ্দপানি, মুখ, লাল ও চক্চকে, চক্ষু, লাল ও বিস্তৃত ;  
নাড়ী, মোটা ও লাকানে, মুখেব ভিতব শুষ্কতা ; বিলম্বে মল  
নিঃসবণ ; প্রস্রাব বদ্ধ । কার্গ্যাবশেষ পুবক—ক্যাঙ্কে. কা ।

বুদ্ধি—নডা, স্পর্শ, বায়ু লাগা, চক্চকে দ্রব্য দর্শনে  
(ষ্ট্র্যামোনিয়ম্), ও বোঁদ্রে, পানে, কাপড় খুলিলে ; বৈকাল ও  
টায় ও মধ্য বাত্রিব পব ।

উপশম—স্থিব হওয়ায় ; দণ্ডাবনে বা সোজা হইয়া বসায় ;  
উষ্ণগৃহে ।

প্রকাব—২ । ৩ দিনান্তব পালা. পালা বিশেষ লক্ষিত  
নহে ।

সময়—সন্ধ্যা ।

কম্প—তৃষ্ণার অভাব, হাতে আরন্ত হইয়া সময় শরীরের  
কম্প, (হেলি, সায়াক্ছে আবন্ত, জেল্.সে.) ; পর্যায়ক্রমে কম্প  
ও শুষ্ক দাহকর উতাপ । কম্পের সহ, মনির অত্যন্ত বিস্তৃতি ;

কপালপীড়া, শব্দ ও আলোকের ভয়, এবং শুইলে মুখের বিবর্ণতা, ও উঠিলে আবক্ততা (একনাইটেব বিপরীত)। পৃষ্ঠ বহিষা নাবিষা পাকস্থলী প্রদেশে কম্পেব শেষ (পাকস্থলী প্রদেশে কম্পের বিশেষ উপলক্ষি, আনির্., শীতলতা, ও যন্ত্রনা দায়ক ভাববোধসহ পাকস্থলীতে কম্পেব উদ্ভূতি, ক্যাক্কে. কা.)।

তাপ—অত্যন্ত তাপ ও ঠাণ্ডা জলের তৃষ্ণা, কিন্তু পানীয় বড় ঠাণ্ডা বোধ হয়, বাহিবে ও ভিতবে অত্যন্ত তাপ; শিরঃ-পীড়া; মনিব বিস্তৃতি, মুখের আবক্ততা, শব্দ ও আলোকের অসহ্যতা; গায়েব কাপড় খুলিতে না চাওয়া; অস্থিবতা।

ঘর্ষ—চবণ হইতে আবস্ত হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত; কেবল মাত্র আবৃত অঙ্গেতে, বা যত অল্পই কেন আবৃত হউক না, অঙ্গ' আবরণ কবিলে (সিংক.), ঘর্ষ না থাকিতেও পাবে।

জিহ্বা—লাল ও শুষ্ক, প্রাপ্ত লাল ও মধ্য শাদা; মধ্যে মধ্যে লাল বিন্দু (আণ্টি. টা.), আহাব ও পানের সময়ে গলার মধ্যে হর্গন্ধযুক্ত আশ্বাদন বোধ।

নাড়ী—কম্প ও উত্তাপ কালে,—পূর্ণ সজোব, পূর্ণ বৃহৎ ও ক্ষুদ্রত; তাপ বিলোপ কালে—স্থল, সূত্রবৎ ও কঠিন।

একনাইট।

কম্প—পা হইতে বুক পর্য্যন্ত; একগাল উত্তপ্ত; সঙ্কুচিত মনি; শুইলে লাল মুখ, উঠিলে বিবর্ণ মুখ ও মোহ। স্পর্শে

বেলাডনা।

কম্প—এককালীন উভয় হাত হইতে শবীবকাণ্ড পর্য্যন্ত; উত্তপ্ত মুখ, আরত মনি। মুখ, শুইলে বিবর্ণ ও উঠিলে লাল,

কম্প ; শরীরের শীত ভাব ;  
কপাল ও কান উত্তপ্ত ।

উত্তাপ—একগাল লাল ও  
উত্তপ্ত, অন্য তদ্বিপরীত ।  
রক্তাধারেব মধ্যে শীতলতা  
বোধ ; গাৰ কাপড় খুলিতে  
ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে ভয় ।

ঘৰ্ম্ম—আবৃত বা পীড়িত অঙ্গে  
অত্যন্ত ঘৰ্ম্ম, সমস্ত শরীরে  
অল্পগন্ধী ঘৰ্ম্ম ।

জিহ্বা—শাদা লেপাবৃত ;  
মুখে জলভিন্ন সকলেবই তিক্ত  
আস্বাদন ; পচা ডিম্বেব  
আস্বাদন ।

আহাৰেব পর কম্প ও তৎসহ  
মুখের আরক্ততা ; শীতভাবেব  
সহিত নাক ও কাণেব উত্তাপ  
ও আবক্ততা ।

উত্তাপ—কপাল উত্তপ্ত, মুখ  
ও গাল শীতল, এবং চৰ্ম্মেব  
শিরা সকল স্ফীত । গায়েব  
কাপড় খুলিতে না চাওয়া ।

ঘৰ্ম্ম—আবৃত অঙ্গটুকুতে  
কিছা যতটুকু স্থানে অঙ্গ  
আবৃত কবা যায় । যামে কাপ-  
ড়ে হলেদে দাগ হওয়া ।

জিহ্বা—শুক ও লাল, মুখ ও  
গলাব শুষ্কতা ; খাদ্যেব লবনা-  
স্বাদন ; বোটিব অম্লাস্বাদ ।

একনাইট বা বেলাডনা ব্যবহাবেব সন্দেহ স্থলে ঘৰ্ম্মপ্রবণতা  
দেখিলে বেলাডনা ব্যবহার্য্য ।

### ব্রাইওনিয়া আল্‌বা (*Bryonia Alba.*)

ব্যবহাবলক্ষণ—বাত ও পিত্ত ষাতু ; বাত্বিতে ও নড়িলে বেদ-  
নার বৃদ্ধি, স্থির থাকিলে উপশম ; স্রুচীবেধ ও ছেদবৎ বেদনা ;  
চাপিলে লাগে ও সেই স্থান পবে স্ফীত হয় । যেন কপাল  
কাটিয়া বাইবে এবং প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি যুক্ত, এই



রূপ শিরঃপীড়া; কাসিলে, প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে, ও কোষ্ঠ-  
বদ্ধ হইলে তাহাব উপভোগ। উদবে পাথবচাপাবোধ,  
উদগারে তাহাব উপশম; কোষ্ঠ বদ্ধ, মল বৃহৎ, কঠিন, কাল  
দেখেব ন্যায় শুষ্ক।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে ও নভাচডায়, উষ্ণতায, উষ্ণ খাদ্যে;  
উঠিয়া বসা যায় না, তাহা করিলে মোহ বা বিবমিষা, বা  
উভয়ই উদ্ভিজ্জ হয়।

উপশম—শুইয়া থাকিলে, বিশেষতঃ পীড়িত পার্শ্বে, স্থিৰ  
থাকিলে; শীতলতায।

প্রকাব—১। ২। ৩ দিন অন্তর পালা, পালা অগ্র বা  
পশ্চাদ্গামী অর্থাৎ অবব সমব আগাইবা আইসে বা পিছা-  
ইয়া যায়।

সময়—সকল সময়ে; প্রাতে।

কারণ—ভিজিলে, শুষ্ক ঋতুতে, শীত বা গ্রীষ্মকালে  
(ক্যাক্কে., বস্,—আর্দ্র গৃহে বা শয্যায় শয়নে, র্যাবেনিয়া);

পূর্ব লক্ষণ—শীতল জলেব তৃষ্ণা, গা, হাত পা ভাঙ্গা;  
ঘন মাথা ফাটিবে এরূপ শিরঃপীড়া, মাথা ঘোবা।

কম্প—অত্যন্ত তৃষ্ণা ও শীতল জল পানে উপশম (ইগ্নে, নে-  
মিউ.; অসহ্য তৃষ্ণা, ঘন ঘন কিঙ্ক অন্ন অন্ন পান, ও তজ্জন্ত  
বমন, আসে.)। শুষ্ক ও প্রবল কাসিব সহিত বক্ষে ও প্লীহার  
উপর সূচীবিদ্ধনবৎ বেদনা (কম্পেব পূর্বে ও সময়ে, বেদনা  
বিহীন শুষ্ক ও কষ্টকর কাসি,—বস্)। চোঁট ও আঙ্গুলের

আগায় কম্পের আরম্ভ । উষ্ণ গৃহে (এপিস্) ও সঞ্চলনে বৃদ্ধি ; উপবেশনে উপশম । শুইবাব ইচ্ছা ।

উত্তাপ—তৃষ্ণাব বৃদ্ধি , সেইরূপ কাসি (উত্তাপে শুষ্ক কাসি, এক., ইপে.) ও বেদনা, শিবাব ভিতর জ্বলন (আর্সে., রন্) বোধ, সমস্ত কষ্টের বৃদ্ধি । স্থিৰ থাকিতে ইচ্ছা, নড়িতে অনিচ্ছা, নড়িলে অঙ্গের বেদনাব বৃদ্ধি । তৃষ্ণাব হ্রাস ।

ঘর্ষ—অধিক পবিমিত, অগ্ন ও তৈলবৎ (যেন তৈল মিশ্রিত, সিক্.) । সামান্য অঙ্গ চালনায় উদ্ভূত (স্যামো মি.) । সর্কশবীর হইতে ঘর্ষ (সিক্.—সামান্য পবিশ্রমে ঘর্ষ, সোবিনম্) । মধ্যে মধ্যে ও এক একটা অঙ্গে ঘর্ষ (পিট্রোলি.) । শয়িত পার্শ্বে ঘর্ষ (অশয়িত পার্শ্বে ঘর্ষ, বেন্জরিক আদিড) ।

জিহ্বা—গুরু ও হৃদে লেপ । অভোজন কালে মুখে তিক্ত আশ্বাদন , জীর্ণিত দ্রব্য পাইলে তাহাব গ্রহণে অনিচ্ছা । পানে ও ভোজনে অস্পৃহা (মাংসে অস্পৃহা, আর্গি.)

নাড়ী,—পূর্ণ, কঠিন ও টনটনে ।

অববিবাম—ঔদবিক লক্ষণের প্রাদুর্ভাব (আর্গি. ক্রু. ; পল্‌সে ; ন. ভমি) ; সমস্ত অঙ্গ বেদনায়ুক্ত (শয়িত পার্শ্বে টাটানি হেতু সঞ্চলনে বাধ্য হওয়া, যদিও তাহাতে বাধ্য-বোধ—আর্গি.) ; বেদনায়ুক্ত পার্শ্বে শুইলে আবাম ।

ব্রাইওনিয়া ।

এপিস্ মেলিফিকা ।

সময়—সকল সময় ।

সময়—৩টা হইতে ৪ টা অপ-

পূর্ব লক্ষণ—গা হাত পা রাহে ।

ভান্না, শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা  
ও অত্যন্ত তৃষ্ণা ।

কম্প—কম্প, তাপ ও ঘর্ষ  
এই তিন কালেই তৃষ্ণা বর্ধ-  
মান । হাত ও পার আঙ্গুলেব  
আগার, এবং ঠোঁটেতে কম্পেব  
আরম্ভ । প্রবল ও কষ্টকর  
শুষ্ক কাসির সহিত বক্ষে  
বেদনা, দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচী-  
বিন্ধনবৎ বেদনা ।

উত্তাপ—কাসির সহিত বক্ষে  
বেদনা ; যেন শিবাব মধ্যে  
রক্ত জলিতেছে একপ তাপ ;  
মাথা ধবা ও ঘোবা ।

ঘর্ষ—অধিক, অন্নগন্ধীয় ও  
সামান্য ; পরিশ্রমেই তাহাব  
উদ্রেক ; সতৃষ্ণ ; খিটখিটে ।

অর বিরাম—শুষ্ক, কঠিন ও  
শুটলে মলযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ ;  
অত্যন্ত খিটখিটে, সকল বিষ-  
য়েতেই বাগ ।

পূর্বলক্ষণ—বেদনা শূন্য ।

কম্প—কম্পকালে তৃষ্ণা(ইয়ে,  
কার্কো. ভে., ক্যাপ্‌সি.), কিন্তু  
তাপ ও ঘর্ষকালে নহে । বক্ষঃ,  
উদর ও হাঁটুর সম্মুখ হইতে  
কম্পেব আরম্ভ ও পৃষ্ঠ বহিয়া  
নিম্নে ধাবণ (বিপরীত, ইউপে.  
পা.) ; যেন হাঁপিয়া প্রাণ যায়,  
বক্ষে একপ চাপ বোধ । কম্প  
বিলোপকালীন নিদ্রা ও আম-  
বাত দেখা দেয় । বাহ্যিক  
তাপে কম্পের বৃদ্ধি (ইপে.) ।

উত্তাপ—জ্বলন ও হাঁপ বোধেব  
সহিত বক্ষে তাপবোধ ; বুকে,  
উদর ও পাকস্থলীর উপর  
অত্যন্ত উত্তাপ ; নিদ্রা ; আম-  
বাত ; নিদ্রা প্রায় থাকে না ।

ঘর্ষ—প্রায় থাকে না ; নিদ্রা  
আমবাত ; তৃষ্ণাব অভাব ;  
ঘর্ষ ও চর্শ্বের শুষ্কতা পর্য্যায়-  
ক্রমে থাকিতে পাবে ।

অর বিরাম—প্লীহাতে, সমস্ত  
অঙ্গে ও গিরায় বেদনা ; পার

পাতায় ফুলো; প্রত্যাব অতি  
অল্প; অমিবাত ।  
জিহ্বা—পবিকৃত; ঠোঁটেব  
ফুলা ও আলা ।

### আর্সেনিকম্ (Arsenicum)

ব্যবহার লক্ষণ—অত্যন্ত অবসন্নতা ও জীবনী শক্তির শীঘ্র  
শীঘ্র ক্ষয়, মোহ ।

- স্বভাব—১ ক্ষুধা, শোকযুক্ত, ভবসামূহ ;  
২ অস্থির, উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কায়ুক্ত ,  
৩ খিটখিটে ও সহজে বিবর্ত ;

পোড়ার ছায় জ্বলন ও বেদনা , উদ্বিগ্ন, অস্থিরতা, মৃত্যুভয়,  
অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু ব্যবস্থাব অল্প পরিমাণে জল পান ; আহার  
ও পান্যের পর উদর-পীড়া,—মল অল্প, কাল, দুর্গন্ধী ; মল  
নিঃসরণেব পব অবসন্নতা ; সর্বদা স্থান পরিবর্তন ; স্তম্ভর কুশ-  
তার সহিত অত্যন্ত দুর্বলতা ও শীতল ঘর্ম (ভিরে.) ; সামান্য  
পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্বলতা ।

বৃদ্ধি—বাত্রি দ্বিপ্রহরের পব, ঠাণ্ডায় ; ঠাণ্ডা পান ও  
আহারেতে ।

উপশম—উত্তাপে সাধারণ উপশম ।

প্রকার—২।৩৪ দিনান্তর পালা ; এই পালার মধ্যে  
আবার একটি করিয়া ক্ষুদ্র পালা ; অগ্রগামী পালা (ব্রাই,  
সিঙ্ক, ন. ভনি.) ; ১৪ দিনান্তর পালা, বাৎসরিক (ল্যাঙ্কে., নে.

মিউরি.) । প্রকার ও রোগ-লক্ষণ, নিয়ম বহির্ভূত (ন. ভমি.) ; পালটিয়া, আঙ্গিক জ্ব ও মোহ জবে পরিণত হইবাব সম্ভাবনা ; বিশেষতঃ কুইনাইন অপব্যবহাবেব পব ।

সময়—সকল সময় ; প্রায়ই অপবাহে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ; রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ।

### আর্সেনিক ।

সময়—দিনে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, রাত্রিতে ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ।

আক্রমণেব পূর্ববাত্রি নিদ্রালুতা

পূর্বলক্ষণ—তৃষ্ণাশূন্যতা ।

হাইতোলা ও হাত পা ভাঙ্গা ;

অস্থখ, হ্রস্বলতা । শিরঃপীড়া,

মাথাঘোবা ও বিবর্ণ মুখ,

উদবে বেদনা ও জলবৎ উদবা-

ময় ।

কম্প—নিরমবিহীন ; কম্প

ও তাপ মিশ্রিত ; পর্য্যায়ক্রমে

কম্প ও তাপ, বাহ্যিক উত্তাপে

উপশম ( ইথে. — বাহ্যিক

উত্তাপে বৃদ্ধি, এপিস্, ইপে-

কাক) । অন্ন পরিমাণে কিন্তু

### সিংকনা ।

সময়—স্থির নাই ; প্রাতে

৫টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত,

অগ্রগামী বা পশ্চাৎগামী ; ৭

বা ১৪ দিনান্তব পালা (আর্সে,

পল্‌সে) । আক্রমণেব পূর্ব-

বাত্রি অস্থিব নিদ্রা ।

পূর্বলক্ষণ—অত্যন্ত তৃষ্ণা

(ক্যাপ্‌স্., ইউপে., গল্‌সে.,

—তৃষ্ণা ও অস্থিবেদনা, ইউপে.

পা.) । অত্যন্ত ক্ষুধা, মাথা

ধবা ও মুখের চাক্‌চিক্য ও

হৃৎকম্প ।

কম্প—হাত পা বরফের

ন্যায় ঠাণ্ডা ও সর্বশরীরে ভয়া-

নক কম্প । বাহ্যিক উত্তাপে,

জলপানে, কম্পেব বৃদ্ধি (কম্পেব

আসেনিক ।

বারম্বার জল পান ও তাহাতে কম্পের বৃদ্ধি, বিব-মিষা ও বমনের উদ্বেক (ইউপে. পা. — শিবঃপীডাব উদ্বেক সাইমেকস্ — প্রতি-বার পানে শিহবণ ও কম্প, ক্যাপ্‌সি.) । বক্ষে চাপবোধ (এপিস্) ; উদবেব শীতলতা (মেনিয়া.) ; নখ ও ওষ্ঠেব নীল বর্ণ (ন. ভমি.) । আভ্য-স্তরিক কম্প ও বাহ্যিক তাপ ।

তাপ — শুষ্ক, জ্বালাকব উত্তাপ, যেন শিবাব ভিতব উত্তপ্ত জলের সঞ্চলন হই-তেছে (ব্রাই., রস্) । অত্যন্ত অস্থিরতা ; গা খুলিতে ইচ্ছা (এপিস্ ; সিকেলি.) ও তাহাতে উপশম । অনিবার্য তৃষ্ণা ; বারম্বার ও অল্প জল পান । চাপা শ্বাসপ্রশ্বাস (এপিস্) । কম্প ও তাপ কালে পূৰ্ণ লক্ষণ সমুদয়ের বৃদ্ধি ।

ঘৰ্ম্ম—কম্পের ন্যায় পরি-

সিংকনা ।

বৃদ্ধি হেতু পানে বিরতি, ইউপে, — বমন হেতু ঐ, আসে, — পানান্তে শিহবণ ও কম্প, ক্যাপ্‌সি. — পান করিলে শিরঃ-পীড়া ও অন্যান্য লক্ষণের অসহ্যতা, সাইমেকস্), অগ্ন্যু-ত্তাপে কম্পের বৃদ্ধি (ইপে. — অগ্ন্যুত্তাপে উপশম, ইগ্নে., — বাহ্যিক উত্তাপে উপশম, আসে.) । কম্পের সময় তৃষ্ণা-বিহীনতা (তৃষ্ণা সহ, ক্যাপ্‌সি. ইগ্নে., কুইনা.)

তাপ--বক্তাধিক্য বশতঃ শিরঃ-পীড়া ও প্রায়ই আবল্য । গা খুলিতে চাহে কিন্তু খুলিলে শীত কবে (সকল অবস্থাতেই গা খুলিলে শীত বোধ হয়, ন. ভমি.) । প্রায়ই তৃষ্ণা নাই ; বদি থাকে তাহা তাপ কালের শেষ ভাগে । তৃষ্ণার পবিতর্কে ক্ষুধা । অধিক কাল স্থায়ী উত্তাপ ও নিদ্রা

ঘৰ্ম্ম—দুৰ্বলকারী ও অত্যন্ত

অধিক (অপর্যাপ্ত, কিন্তু দুৰ্বল-

## আসেনিক ।

বর্জনশীল ; প্রায়ই নাই ; যদি থাকে তাহা সামান্য, কিন্তু শীতল ও আটা আটা । অধিক পরিমাণে শীতল জলেব তৃষ্ণা (সিঙ্ক.) ও তাহা পানের পর বমন । পূর্বলক্ষণ সমূহেব উপশম (নে. মিউ,—সকল লক্ষণেব উপশম, কিন্তু শিবঃ-পীড়ার বৃদ্ধি, ইউপে. পা.) । অন্ন ও হৃগন্ধী, শীতল ও আটা আটা ঘর্ম্ম । অধিক জলপান । ঘর্ম্মান্তে অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবসন্নতা এবং সুবা কাফি প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্যে ঈপ্সা ।

জিহ্বা—পাশ ময়লা ও মধো লাল রেখা । পাটল বর্ণের, অগ্নের আকাজকা ; খাদ্যে অস্বাদ ; জলে তিক্তাস্বাদ ।

নাড়ী—স্থল, দুর্বল ও চাপিলে মিলিয়া যায় ; প্রাতে দ্রুত, ব্যক্তিতে ধীর ।

অর বিরাম—অত্যন্ত দুর্বলতা

## সিংকনা ।

কাবী নহে, স্যাম্বুকস) । গায় কাপড় দিলেই অত্যন্ত ঘাম । নিদ্রাবসময় ঘাম । শয়িত পার্শ্বে ঘর্ম্ম (তদ্বিপবীত বেন্‌জয়িক আসিড) । তৈলবৎ ঘর্ম্ম । সঞ্চলনে ঘর্ম্ম (ব্রাই.—সঞ্চলনে উপশম, ক্যাপ্‌সি.) । অত্যন্ত তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে বা বাবস্থার কিন্তু অল্প অল্প জলপান ।

জিহ্বা—শাদা, হলদে । পুরু লেপ, স্থল আশ্বাদন ; খাদ্যের তিক্ত আশ্বাদন ; অত্যন্ত লবণাশ্বাদন ; ক্ষুধিত ।

নাড়ী—কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত । কম্প ও তাপকালে তীব্র কঠিন ও অনিয়মিত ; অরবিরামে ক্ষীণ ও দুর্বল ।

অববিরাম—সহজেই ঘামে ; রাত্রিতে দুর্বলকারী ঘাম ; উদরের উভয় পার্শ্বে বেদনা ; সম্পূর্ণ ক্ষুধালোপ ।

আর্সেনিক ।

সিংকনা ।

ও অবসন্নতা । বিবর্ণ ও বসা  
মুখ ; জলবৎ ও দুর্বল  
যুক্ত উদরাময় ; উদবক্ষীতি  
(এপিস্) ; অঙ্গের দৌর্বল্য ও  
গুইয়া থাকিতে অত্যন্ত ইচ্ছা  
( আর্গি. ) । সাধারণ রক্তশূন্য  
প্রতিমূর্তি(ইউপে,সিক্স,ফিব.)।  
জ্বান্তে পাণ্ডিত্য । এই সময়,  
সম্পূর্ণ লক্ষণ বিহীন নহে ।

সিংকনা ।

বাবহাব লক্ষণ—পূর্বেব সবলশবীর, স্রাব হেতু, (যথা বক্ত  
স্রাব, উদবাময়) যদি আপাততঃ দুর্বল হইয়া থাকে ; যদি উহা  
হেতুক অন্য কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয় । ঋতুবদ্ধকালীন বয়সের  
রক্তস্রাব ; তরুণ রোগ হইতে উদবীর উদ্ভব । সমস্ত গিরায়  
ও হাড় বেদনা ; বাবহাব অঙ্গচালনায় তাহার উপশম ।  
অত্যন্ত দুর্বলতা ও পবিশ্রমে অনিচ্ছা । অত্যন্ত উদবক্ষীতি  
উদগারেও কোন উপশম না হওয়া ।

শূল বেদনা :—প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ; পিত্তাশ্মরী হইতে  
উদ্ভূত ; রাডিতে ও আহাবের পর বৃদ্ধি ; শরীর কুজনে উপশম ।  
রক্তস্রাব হেতু প্রসববেদনার গোপ । মুখ, নাক ও উদর  
হইতে রক্তস্রাব ; অন্ন দ্রব্যের আকাজ্ঞা । রক্তস্রাব ; রক্ত  
কাল, বা কাল ও চাপ চাপ ; তৎসহ কানে ঝন্ ঝন্ করা,



মোহ, দৃষ্টিলোপ, সর্কাস্মণীতলতা এবং কখন কখন খেঁচুনি ।

বৃদ্ধি—সামান্য স্পর্শনে ; একদিনান্তর ; গায় বাতাস লাগিলে ; রাত্রিতে ; ঠাণ্ডা লাগিলে , মানসিক উদ্বেগে ; দুগ্ধে , শরীর কুঞ্জে ।

উপশম—উত্তাপ ; বিশ্রাম ।

প্রকার—পবিত্বজনীল ১২ দিন অন্তর , দ্বৌকালীন জ্বর ।  
প্রতি আক্রমণ ২১৩ ঘণ্টা অগ্রগামী (কুইনাইন) ।

(ইহাব অন্ত্যন্ত লক্ষণ আর্সেনিকের সহিত তুলনায় লেখা আছে)

ইউপেটোরিয়ম্ পাবফলিয়েটম্ ।

ব্যবহাবলক্ষণ—প্রাচীন ব্যক্তিদেব ও অপবিমিতাচাবে দুর্বল ব্যক্তিদিগেব উপযোগী । পিঠে, অঙ্গে, মাথায়, বক্ষে, চক্ষে ও বিশেষতঃ হাতের কব্জায়ে, সন্ধিচ্যুতির ন্যায়, হাড়ে হাড়ে বেদনা । ব্রাইওনিয়াব ন্যায ও ঐ সকল লক্ষণ সহ, শিবঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ ও যকৃৎ প্রদেশে বেদনা বর্তমান, কিন্তু এই ধানেই 'সদৃশ্যেব শেষ ।

ব্রাইওনিয়াতে সামান্য নড়া চড়ায় অপরিয়াপ্ত ঘর্ম ও বেদনা উদ্ভিত , বেদনা হেতুক রোগীকে পীড়িত পার্শ্বে স্থির থাকিতে হয় ।

ইউপেটোরিয়ম্—ঘর্ম, সামান্য বা কিছু নহে, অত্যন্ত অস্থিরতা ও পীড়িত পার্শ্বে গুইতে না পারা ।

বেদনা ভগ্নবৎ ; ইহা হঠাৎ আইসে ও তঠাৎ যায় (বিপরীত ষ্টানম্) । মাথা ঘোবা, বাম পার্শ্বে পতনের ভয় , পেড়িবার আশঙ্কায়—বাম পার্শ্বে মাথা ফিরাইতে পারা যায়

না, কলসি)। ইহার পর নেট্রম্ মিউরিয়টিকম্ ও সিপিয়ার ব্যবহার চলিতে পারে ।

বুদ্ধি—নডাচডায় ও গা খোলায় ।

নিম্নে আর্সেনিকের সহিত ইহাব তুলনা করা গেল । আর্সেনিকের লক্ষণ পূর্বে লেখা হইয়াছে, তদপেক্ষা বেশী যাহা কিছু তাহাই মাত্র লেখা গেল । অন্যান্য ঔষধেরও এই প্রকাব কবা যাইবে ।

### আর্সেনিক ।

প্রকাব—পূর্বে দেখ ।

সময়—(ঐ), প্রাণই অপরাহ্নে  
আক্রমণ ।

পূর্বলক্ষণ—(ঐ), দুর্বলতা,  
ক্রান্তি ও অস্থিরতা, সর্বদা শোয়া  
ভাল লাগে ।

কম্প—(ঐ), তৃষ্ণা প্রায় নাই,  
থাকিলে উষ্ণ পানীয়ের জন্য ।

তাপ—(ঐ), শীতল জলেব  
অন্ত তৃষ্ণা ।

ঘর্ম—(ঐ), অত্যন্ত দুর্বলতা  
ও অবসন্নতা ; পূর্ব লক্ষণের  
উপশম ।

জিহ্বা—(ঐ) ।

### ইউপেটোরিয়ম্ ।

প্রকার—১ দিনান্তর । ইহাব  
মধ্যে বিবামের দিন এক  
ক্ষুদ্র পাল্লা ; ২ দিনান্তরের  
মধ্যে ক্ষুদ্র পাল্লা প্রায়  
নাই । অগ্রগামী ।

সময়—প্রাতে ৭টা ; ৭টা  
হইতে ৯টা ; ৭টা হইতে  
৯টা পর্য্যন্ত একদিন ও  
তাহার পর দিন ১২ টার  
সময় সামান্য কম্প ।

প্রায়ই পূর্বাঙ্কে আক্রমণ ।

পূর্বলক্ষণ—আক্রমণের পূর্ব-  
রাত্রিতে বিবমিষা ও তৃষ্ণা ;  
অনিবার্য তৃষ্ণা ; কখন

আর্সেনিক ।

জর বিরাম—(ঐ), মুখবসা বা  
ফুলো ।

ইউপেটোবিয়ম্

কখন উষ্ণ পানীয় আ-  
কাজ্জা (ক্যাফা., সিড্র.) ।

পানেতে শীত্ৰ শীত্ৰ কম্প  
আনায় ও বমি করায় ।

আশালুয়ায়িক পানকরিতে

না পাবিলে জানা যায় যে

কম্প আসিতেছে (তৃষ্ণা

হইলেই জানা যায় যে

কম্প আসিতেছে, ক্যাপ্‌সি

সিংক. নে. মিউ.) । গা,

হাত, পা, ভাঙ্গা ; পিঠে

বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ

ইলিয়মেব উপরে, শাখা-

ঙ্গেব হাড়ে ভগ্নবৎ বেদনা ।

কম্পের সময় ও পূর্বে

গায় কাপড় দিতে হইবে

(সকল অবস্থাতেই ঐ ন.

ভমি.) । ক্ষুধিত (সিনা.) ।

কম্প—অত্যন্ত তৃষ্ণা । পৃষ্ঠে

আরম্ভ বা তথা হইতে

সর্বত্র বিস্তৃত বা পৃষ্ঠ

বহিরা উর্দ্ধাভিমুখে ধাবিত

আর্সেনিক ।

ইউপেটোরিয়ম্ ।

হয় (স্বল্পহয় মধ্যে পৃষ্ঠে  
আবস্ত, ক্যাপ্‌সি., পলিপো.  
—লম্বার প্রদেশে আরক্ত  
ইউপে পপু.) ; ইহার  
সহিত গা হাত পা ভাঙ্গা  
এবং পিঠে ও হাড়ে বেদনা  
বোধ । কম্প মধ্যে মধ্যে  
ছাড়ে ও হয়, কিন্তু ইতি-  
মধ্য কালীন কোন উত্তাপ  
আইসে না (বিপরীত  
আর্সে.), নড়া চড়ায় কম্পের  
বৃদ্ধি ; হাঁই তোলা, গা  
হাত পা ভাঙ্গা । কাপড়  
ঢাকা দিয়া গা গরম করা  
চাই (ন. ভমি), কম্পের  
শেষ ভাগে, পানে বৃদ্ধিবৃত্ত  
তিক্র ও পিত্ত বমন (ক্যা-  
পসি.—কম্পের শেষ ভাগে  
অল্প বমন, লাইকো.)  
শীতলতার পরিমাণ অ-  
পেক্ষা অধিক কম্প ।

তাপ—অত্যন্ত দুর্বলতা ; তাপ-

আর্সেনিক ।

ইউপেটোরিয়ম্ ।

কালীন মাথা তুলিতে  
না পাবা । তৃষ্ণা প্রায় থাকে  
না, যদি থাকে তবে কম্প  
ও তাপেব মধ্যো । ! গাল  
লাল ; অত্যন্ত দপ্পদপানি  
মাথাব্যাথা ; এক ঢোক  
জলপানে গা কাঁটা দেয়  
(পানে শিহবণ, ক্যাপ্‌সি.) ।  
মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত  
সমস্ত শরীরে বেদনা  
(আর্গি) । প্রায় বিবমিষা  
থাকে না, তবে কম্প না  
হইলে, উত্তাপেব শেষ  
ভাগে তিক্ত বমন ( অন্ন  
বমন, লাইকো. ) ।

ঘর্ম—সামান্য, বা নাই ; যদি  
অধিক হয়, তবে রাত্রিতে  
ইহা অপর্য়্যাপ্ত ও তখন  
শীতল । সকল বেদনার  
উপশম, কেবল শিরঃ-  
পীড়ার নহে, বরং আরও  
বৃদ্ধি (ঘর্ম সকল বেদনার

আসেনিক ।

ইউপেটোরিয়ম্ ।

উপশম, নে. মিউ.) ।

কম্প বেশী হইলে ঘাম  
সামান্য বা কিছুই নহে,  
কম্প অল্প হইলে ঘাম  
অধিক । অপরিপাক  
হইলেও, ঘাম চর্কলকর  
নহে (সিক্., কার্বো.  
ভে, বিপবীত) ।

জিহ্বা—শাদা বা ফিকে হন্দ্বে;  
খাদ্য স্বাদহীন (ড্রসে.),  
ফ্যাফা বা তিক্ত । কুল্লি  
থাইতে স্বাদ । কুইনাইন  
ব্যবহারের পর কুক্কুরবৎ  
ক্ষুধা । মুখের কোণে ফাটা  
(নে, মিউরিয়াটিকম্) ।

অববিরাম—অসম্পূর্ণ; সামান্ত  
বিরাম । চৰ্ম্মে ও চক্ষুতে  
হন্দ্বে বৎ, সরল কাসি ।  
সকল অবস্থাতে হাড়ে  
বেদনা, ঘর্ম্মের বিলোপ  
সহ, উহার ক্রমশঃ  
বিলোপ ।

আসেনিক।

ইউপেটোরিয়ম্।

জলাভূমিতে বাস হেতুক  
বর্ষাকালীন জ্বর।

## নেটম্ মিউরিয়াটিকম্।

ব্যবহার লক্ষণ,—অত্যন্ত শীর্ণতা। সামান্যতে সর্দি লাগা। শিবঃপীড়া : ছাত্রীগণেব (ক্যাক্. ফ.); প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত; রক্তঃস্রাবেব পূর্বে, সময়ে, ও পরে মুখ লাল ও গা বমি বমিসহ, জ্বরকালীন, বমনেব সহিত যেন ছোট ছোট হাতুড়ীর দ্বাৰা পিটিতেছে একপ বোধ,—যাম হইলে তাহাব উপশম। কাসিলে চক্ষু দিবা জল পড়ে। কোষ্ঠ বদ্ধ : মল, কঠিন ও কষ্টে বাহিব হয় এবং তাহাব নিঃসরণেব সময় মলদ্বার ছিঁড়িয়া যাইতেছে বোধ হয়। প্রস্রাব অনিচ্ছানিঃসরণীয়, চলিতে, কাসিতে ও হাঁচিতে বাহিব হয়। প্রত্যহ প্রাতে যোনিপ্রদেশে বহির্বেগ; একপ নির্গমন নিবারণের জন্য বসিয়া পড়িতে হয় (লিলিয়ম্, সিপিয়া)। রাত্রিতে চোরের স্বপ্ন দেখা। জীর্ণ বোগে, অন্য ঔষধ মধ্যে ব্যবহার না করিলে ইহার পুনঃ ব্যবহার বিধেয় নহে। আক্রমণ কালে ব্যবহার্য্য নহে। শিবঃপীড়া বা মাথা ঘোরা স্থায়ী হইলে বা অধিক কাল ধরিয়া অবসন্নতা থাকিলে, নক্সতমিকাতে উপকার হইবে। এপিসেব কার্য্যবিশেষপূর্বক; এপিসের পূর্বে ও পরে ব্যবহার করিলে উত্তম কার্য্য করে।

বৃদ্ধি,—প্রাতে ১০।১১ টার সময়, রৌদ্রের বা অগ্নির

তাপে ; গ্রীষ্মে ; পরিশ্রমে , শোয়া , কথা কওয়া , লেখা ও পড়াতে ।

উপশম ;—বাহিবের বাতাস (পল্‌সে.) ; শীতল জলে স্নান ; বসনা ; উপবাস কবা ।

প্রকাষ ;—সকল প্রকাষ অব ।

সময় ;—বিশেষ আক্রমণ ব্যতী ৩টা হইতে দিবসে ১১ টা পর্য্যন্ত , বিশেষতঃ ১০।১১ টাব সময় ।

সামান্য আক্রমণ বৈকালে বা সন্ধ্যার সময় । সমস্ত রাত্রি জ্বর ও সমস্ত দিন গা শীত শীত কবা ।

প্রাতে ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত জবে কম্প নাই ।

কাবণ ;—জলা ভূমিতে বাস , কুইনাইনের ব্যবহার ।

পূর্ব লক্ষণ ,—বোগীব কম্পেব ভষ । মাথা ধরা , তৃষ্ণা ও গা মাটি মাটি করা ।

কম্প ,—তৃষ্ণা আছে । দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভয়ানক কম্প ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উদ্ভাপ । অত্যন্ত শিবঃপীড়ার সহিত অজ্ঞান । প্রাতে ১০ হইতে ১১টাব মধ্যে , চবণ , হাত পাব আঙ্গুল , বা মাজা হইতে ( জেল্‌সি. ) কম্পেব উদ্ভূতি ; ভয়ানক কম্প ও তৎসহ ঠোঁট ও নখ নীল ( ন. ভমি. ) । বারম্বার ও অধিক পরিমাণে পান ( ইউপে. ও অ্যার্সে দেখ ) ; মাথা ফাটা বোধ , গা বমি বমি , বমন ; কখন কখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান । হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা , কিছুতে গবম্ হয় না । বেলা ১০টার সময় , কম্পের সহিত তৃষ্ণা , হাড়ে ছেদবোধ , নখের নীলতা এ দাঁতে দাঁতে লাগা । প্রায়ই ভিতরে কম্প ও ঠাণ্ডা বোধ , দক্ষিণপার্শ্বের কম্প (ব্রাই.,—বামপার্শ্বের , কষ্টী., কার্কো. ভে.)



তাপ :—ভৃষ্ণার বৃদ্ধি ; বারম্বার ও অধিক পরিমাণে জল-পান ও তাহাতে ঠাণ্ডা হওয়া (ব্রাই., ও আর্সে. দেখ) । পান বমি, বমন (ইপে.) ; ঠোটে ফোকা । অসহ্য মাথা ধরা—বোধ হয় যেন মাথায় ছোট ছোট হাতুড়ী দিয়া, কেহ, বা মারিত্তেছে, ইহার সহ মোহ ও অজ্ঞান (বেলা., ক্যাক্ট., ওপি.) । মুখে ফোকা (ইগ্নে., ন. ভমি, বস্, হেপা. স.) ।

বর্ষা । অধিক ; সমস্ত যন্ত্রণাব উপশম কবে, কিন্তু শিরঃপীড়া বর্তমান থাকে (স্যামু.,—শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, ইউপে. পা.) । নড়াচড়ায় অত্যন্ত ঘাম (ব্রাই., সোবি., দেখ) । ব্যস্তিতে ও প্রাতে সর্কশরীব (পদদ্বয় ব্যতীত সর্কশবীব, লাইকো.) ।

জিহ্বা :—শুষ্ক ও তাহার উপর ঈষৎ শাদা ময়লা । জিহ্বার উপর ফুসুড়ী হওয়ায় দাঁদের ন্যায় দেখায় (ল্যাকে., ট্যারাক্সে.) ; সকলই তিত্ত, লবণাক্ত, বা বিষাদী ।

নাড়ী —বাম পার্শ্বে শুইলে নাড়ীর অনিয়মিত বিরাম । ক্রমশঃ সমস্ত শবীব কাঁপে ।

জ্বরবিবাম :—বিগুহ্য নহে । দুর্বলতা ; অগ্নিমান্দ্য ; ঠোট কাটা, সামান্য আহারেতে উদরপূর্তি বোধ (ব্রাই., লাইকো.) ; যকৃত ও গ্রীহা প্রদেশে বেদনা বোধ, প্রস্তাব ঘোলাটে ও লাল অধঃক্ষেপযুক্ত (লাইকো.) । ঠোটে ফোকা (ইগ্নে., রস্, ন. ভমি.) ।

আর্সেনিক ।

অগ্রগামী প্রকার—

ঈষৎকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি ।

জ্বরের সহিত শিরঃপীড়ার

নে. মিউবিয়াটিকম্ ।

পশ্চাদ্গামী প্রকার ।

প্রাতে ও দিবসে বৃদ্ধি ।

কম্পে শিরঃপীড়ার অধিক,

| আসেনিক।   | নে. মিউরিয়াটিকম্।   |
|---|--|
| আরক্ত এবং ঘর্ষের অনেক<br>পর পর্য্যন্তও তাহা বর্তমান।  | তাপে বৃদ্ধি এবং অধিক ঘর্ষে<br>তাহার কিয়ৎ উপশম।  |
| কম্পের সহিত পিত্তবমন,<br>সকল অবস্থাতে জল পানের<br>পব বমন।                                     | কম্প ও তাপের মধ্যে (ইউপে,<br>লাইকো.,) বা তাপকাণীন<br>পিত্ত বমন।                        |
| তৃষ্ণা, কম্প ও তাপ কাণীন<br>অল্প অল্প কিস্ত বারম্বার পান,<br>ঘর্ষের সময় অধিক পরিমাণে<br>পান। | সকল অবস্থাতেই তৃষ্ণা;<br>অধিক পরিমাণে ও বারম্বার<br>পান এবং তাহাতে তৃষ্ণার<br>উপশম।    |
| কুধা।   | সুধামান্য।   |
| গ্রীষ্মেতে সমুদ্রের নিকটে<br>কোন স্থানে বাস হেতু।   | নূতন কর্ষিত ভূমি, বিল, খাল<br>বা অন্য কোন জলাশয়ের<br>নিকট বাস হেতু। সারবন্দি<br>ফোকা। |

### নক্সভমিকা।

ব্যবহার লক্ষণ ;—রাগী ও খিট্‌খিটে স্বভাব ; অপবিমিত্তা-  
চারী। চৈতন্যাধিক্য, শব্দ, গন্ধ, ও আলোকের অসহিষ্ণুতা, এবং  
সামান্য পীড়ারও অসহ্যতা। কাফি, তামাক, সুরা, গরম  
মসলা সংযুক্ত খাদ্য, অপরিমিত আহার, অত্যন্ত মানসিক  
পরিশ্রম, একা থাকা, নিদ্রালুত্বতা ও অনেক ঔষধ সেবন  
প্রভৃতির মন কল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসিত রোগীর  
চিকিৎসা আরক্ত করিলে প্রথমে ব্যবহার্য। সন্ধ্যায় মক্ষ

নিদ্রা, শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ, আবার প্রভাতে নিদ্রা এবং  
আহার পর উঠিলে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ। কোষ্ঠবদ্ধ;  
ব্যারম্বার মলবেগ ও অল্প অল্প মলনিঃসরণ এবং যেন সমস্ত  
বহির্গত হয় নাই একপ বোধ।

সল্ফবেব সহিত ব্যবহার্য্য। ইপেকাকেব পর স্নান  
ব্যবহার্য্য।

বুদ্ধি :—প্রাতে, মানসিক পবিশ্রমে, আহাবেব পব, শব্দে,  
ক্রোধে, গবম মসলা ব্যবহাবে, শব্দ শ্রবণে, সংস্পর্শে, শুষ্ক  
ঋতুতে।

উপশম :—সন্ধ্যা, বিশ্রাম, শোওয়া ও আর্দ্রকালে (কষ্টিকম্)।

প্রকার :—সকল প্রকার, নে. মিউবিষাটিকমেব ন্যায  
প্রাত্যক্রমণে ও একদিনান্তব পাশা জবে ব্যবহার্য্য। আক্র-  
মণ ও অবস্থা নিয়ম বহির্ভূত।

সময় :—বাত্রি ও প্রভাত্যে; প্রাতে ৬ টা হইতে ৭ টা,  
১১ টা; ১২ টা, বৈকালে ৪ টা হইতে বাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত।  
সন্ধ্যাকালীন আক্রমণ, সমস্ত বাত্রি বর্তমান (লাইকো.. গল্‌সে,  
পলিপো. ; বস্)।

৬ টা হইতে ৭ টাব জব কম্পশৃঙ্খ।

কারণ :—মানসিক পবিশ্রম, অপরিমিত আহার, শীত  
শীত আহার; তামাক পান প্রভৃতি উপবে বর্ণিত কারণ।

পূর্ক লক্ষণ :—নিয়ান্ত্র কামডান; গা হাত পা তান্দ্র।  
দুর্বলতা। কম্পেব পূর্কে তাপ, কখন কখন ঘাম।

কম্প :—অত্যন্ত কম্পের সহিত মুখ এবং হস্তের নীল বর্ণ ও  
শীতলতা, পরে অত্যন্ত উত্তাপ ও চর্ম্মের আর্দ্রতা। অগ্রগামী

প্রাণতঃ জ্বর, নখ নীল, অঙ্গে বেদনা (যেন অস্থিবেষ্টে বেদনা, আর্শি.) ; তাহার পব অনেকরূপ স্থায়ী জ্বর ও তৃষ্ণা (নে.মিউ.) ; পিঠে ও অঙ্গে ঠাণ্ডা বোধ ; চামড়ায় ববকজমা ও অঙ্গের অশানতা বোধ ; বক্তাধিকায়ুক্ত কম্প (congestive chill) ।

বৈকালেব পালা—নীল নখ, কম্প ও শীতলতা ; তৎপবে উত্তাপ. হাত জালা ও তৃষ্ণা ; পানেব পব গা কাঁটা দেওয়া (পানেব পব কম্প, ক্যান্সি, ইউপে পা) । সমস্ত শরীরেব শীতলতাব সহিত হস্ত ও চর্ম্মেব নীল বর্ণ, অত্যন্ত শীতলতা, উত্তাপে, বা কাপড গায়ে দিয়া তাহার উপশম হয় না (গায়ের কাপড খুলিলে বুদ্ধি, ফোফো,—উষ্ণগৃহে বা অগ্নিব সন্নিকটে বুদ্ধি, এপিঙ্গ,—বাহ্যিক উত্তাপে কম্পের বুদ্ধি, ইপে.) ।

বাতাসে গা কাঁটা দেয়। মাজায় বেদনা (ডর্সাল কশেরুকায়ে, বেদনা, চিনি. ম.) । কম্পের পব নিদ্রা (নক্স মশা., পড. ; তাপকালীন নিদ্রা, এপিঙ্গ) ।

তাপ:—অধিক ও অনেক ক্ষণ স্থায়ী, তৃষ্ণা । জলনোত্তাপ নষ্টেও কাপড গায়ে দিয়া থাকিতে হইবে (গা খুলিয়া রাখিতে হইবে, সিকেলি) । গা খুলিতে অনিচ্ছা, খুলিলে শীতবোধ (এক., বেলা., বেবা. কা, আর্শি. দেখ) ।

ঘর্ম্ম:—তৃষ্ণাবিহীনতা (তৃষ্ণা সহ, অসে., সিক.) । সামান্ত ঘাম ; গায় বাতাস লাগিল বা নড়িলে শীত বোধ । ঘামে বেদনার উপশম (ইউপে., লাইকো., নে. মিউ., দেখ) । পর্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম ও কম্প., (আণ্টি. জু., কষ্ট.) ; এক পার্শ্বে (দক্ষিণ) বা শরীরের উপরিভাগে ঘাম (এক., সিক., না. আসিড., পল্‌সে.,—কাণ্ডে ঘর্ম্ম, পদে নহে., লাইকো.) ।

এবল আক্রমণেব পব অত্যন্ত বাম ; ইউপে. বিপরীত ।।  
রক্তাধিক্যযুক্ত কম্পেব সহ ঘর্ষ । কেবল মাত্র দক্ষিণ পার্শে ।

জিহ্বা,—অত্যন্ত মযলা, শাদা বা হলদে । তিক্ত, অম্ল  
বা দুর্গন্ধী স্বাদ হেতু, মুখ ধুইতে ( খুজা ), বাধা হওয়া ; কুটি,  
জল, কাফি ও তামাকেব প্রতি অরুচি ।

জব বিবাম,—পাকস্থলীয় ও পৈত্তিক লক্ষণ বর্তমান ।  
হর্ষলতা, মাথা ভাবি, মাথাধবা, শরুতে ও প্লীহাতে বেদনা ;  
অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটফাঁপা ও পেটে বেদনা ।

নে মিউবিয়াটিকম ।

ন. ভমিকা ।

সময়,—প্রাতে ৫-৮, ১০-১১  
পর্য্যন্ত, বৈকালে ৪-৭ পর্য্যন্ত,  
কম্প শূন্য জব প্রাতে ১০  
১১টায় ।

সময়;—প্রাতে ৬-৭, ১১টা ;  
১২টা ; বৈকালে ৫-৯ ; সমস্ত  
বাত্রিস্থায়ী । কম্পশূন্য জব,  
বৈকালে ৬-৭টা পর্য্যন্ত ।

প্রকাব,—একদিনাস্তব পালা,  
অগ্রগামী । প্রাত্যহিক পালা,  
নিয়মিত ।

প্রকার,—অগ্রগামী পালা ।  
আক্রমণ ও অবস্থা নিয়ম শূন্য ।

পূর্বে লক্ষণ,—কম্পেব ভয় ।  
গা মাটি মাটি, মাথা ধবা, তৃষ্ণা,  
গা বমি, ও বমন ।

পূর্বে লক্ষণ;—অঙ্গে হর্ষলতা,  
অবশতা ও কামড়ানি ।  
কম্পেব পূর্বে কখন কখন  
তাপ ও ঘর্ষ ।

কম্প,—তৃষ্ণা, অধিক পবি-  
মাণে ও বাবস্থাব পান; চোঁট  
ও নথ, নীল ; মাথা কাটিতেছে  
একপ মাথাধবা । হাড়ে বেদনা  
ও দাঁতে দাঁতে লাগা ।

কম্প,—তৃষ্ণাশূন্যতা; কম্পের  
সহিত হস্ত ও মূৰেব নীলবর্ণ ;  
অঙ্গের অশানতা ও বেদনা ।  
গাত্রাবরণে ও উত্তাপে কম্পের  
উপশম না হওয়া ।

নে. ব্রিউরিয়াটিকম্ ।

তাপ ;—তৃষ্ণা, শিথিলতা, পীড়াবৃদ্ধি, অত্যন্ত দুর্বলতা ও অস্ত্রান ।

ঘর্ম ;—তৃষ্ণা ; ঘর্মেতে সকল বেদনাব উপশম, কেবল মাথা ধবাব নহে, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত বেশী নহে । সামান্য নড়া চড়ায় অত্যন্ত ঘাম হয় । অল্পগন্ধী ঘর্ম ।

জিহ্বা ;—পাশে ফোঁকা, হল্‌দে ময়লা, লবণাস্বাদ ।

ন. ভমিকা ।

তাপ ;—অত্যন্ত ও অধিকক্ষণ-স্থায়ী ; তৃষ্ণা । সামান্য নড়া চড়ায় বা গায়ের কাপড় খোলায় শীত বোধ ।

ঘর্ম ;—তৃষ্ণাশূন্য । নড়িলে বা গায় বাতাস লাগিলে শীত বোধ ।

শরীরের এক পার্শ্বে, দক্ষিণ বা উপবাহে, ঘাম । অঙ্গের বেদনাব উপশম ।

জিহ্বা ;—অত্যন্ত পুরু, শাদা বা হল্‌দে ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত আশ্বাদন, মুখে কুল্লী কণ্ডিতে বাধ্য হওয়া ।

জেল্‌সিমিয়ম্ ।

ব্যবহার লক্ষণ :—শিথিল, ঘূবা ব্যক্তি স্নায়বীর বা হিষ্টি-বিরাগ্রস্ত স্ত্রীলোক ; নির্জনে থাকিবাব ইচ্ছা ; মাথা ঘোরা, মাথার পশ্চাৎ হইতে তাহাব আবস্ত ও তৎসহ সকল পদার্থ হই দেধা ; মাংসপেশীর পরস্পর সহকারী সঞ্চালন শক্তির অভাব (loss of muscular co-ordination) ; কানের উপর মাথা বেড়িয়া যেন কিছু কসিয়া রহিয়াছে ; মাথায় বেদনা ।

বৃদ্ধি :—আর্দ্রকালে ; বস্ত্রপাতযুক্ত ঝড়ের অগ্রে ; হঠাৎ

মানসিক উদ্বেগে ; তামাকু সেবনে ; হৃৎসংবাদে ; বিশ্রামে ।

উপশম :—শীতল ও খোলা বাতাসে ।

প্রকার :—১। ২ দিনান্তব পালা ; প্রত্যেক পালার আক্রমণ কোন নিয়মিত সময়ে ( যাবেনিরা ; সিড্রন , শ্রাবা.) । স্বল্পবিবামজ্বর যখন পালাজ্বরে পবিণত হয় ( বিপবীত, ব্যাপ্টি, ইউপে., কুইনি.) ।

সময় :—অপবাহু ও সন্ধ্যা । বেলা ১০টায় কম্পবিহীন জ্বর ( ব্যাপ্টি., নে.মিউ ) ।

পূর্বলক্ষণ :—মানসিক উদ্বেগ , প্রস্রাবধাবণাক্রমতা ; তৃষ্ণা ।

কম্প :—তৃষ্ণাপূজতা । হাত পায়ে কম্পের আবন্ত (নূতন বোগীতে—পূবাতন বোগীতে নে. মিউ.) , কম্প, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড দিয়া মাজা হইতে ঘাড় পবাস্ত, বাবস্রাব তবঙ্গবৎ উঠিতে থাকে । মেরুদণ্ড বহিরা শিড্ শিড্ করা ; যতই কম্প ছাড়ে ততই নিদ্রা আটসে (এপিস) ।

তাপ :—দাহকব উত্তাপ , মাথায় ও মুখে বেশী তাপ ; নিদ্রাবেগ , অস্থিবতা , কখন কখন ঘাম ; শিশু মধ্যে মধ্যে চম্কাইয়া উঠে ও পড়িবাব ভয়ে সম্মুখে বাহা পার, জড়িয়া ধবে । আলোক ও শব্দ অসহ ( বেলা ;—শব্দাসহিষ্ণুতা ক্যাপ্টি ) । অধিকক্ষণ স্থায়ী তাপ ।

বর্ষ :—অধিক ও তাহাতে বেদনাব উপশম ( নে. মিউ.) ; সামান্ত পরিশ্রমে ঘাম (সোরিনম্) ।

জিহ্বা :—শাদা ও হল্‌দে মিশ্রিত লেপ ; প্রায় পরিকৃত ; মধ্যে শাদা ও পাশে লাল । পুরু ময়লা হইলে, নিখাসে দুর্গন্ধ ; তিক্ত আশ্বাসন ।

নাডী :—পূর্ণ, কিন্তু অনিয়মিত ও সৰিবাম (ডিজি.) ;  
স্বল্প দুৰ্বল ও প্রায় অপ্রাপ্য ।

অরবিবাম :—প্রায় নাই, বা সামান্য ; মাংসপেশীর দুৰ্বল-  
লতা ; বোগী স্নায়বীয় (nervous) থিট্‌থিটে ও সহজে ক্রুদ্ধ  
(ক্যাম,—অত্যন্ত থিট্‌থিটে, স্নানাকা., ব্রাই) । মাথাধবা,  
ধূমপানে তাহাব বৃদ্ধি (ইগ্নে—ধূমপানে উপশম, স্নাবেনি.) ।

এই ঔষধে কম্পশূন্য নিয়মিত হ্রব বর্তমান । শিশুদিগের  
পালাজবে আর্সেনিকেব ত্রায় ব্যবহার্য্য । তাহার সহিত প্রভেদ  
এই যে ইহাতে নিয়মিত পালা, তৃষ্ণাশূন্যতা, জ্বালাকব উত্তাপ  
ও অস্থিবতা বর্তমান ; আব শিশু ততদ্র দুৰ্বল ও অবসন্ন  
হয় না, পড়িয়া যাওয়ার ভয়, শিশুদিগের, একটী জ্ঞাপক  
লক্ষণ ।

### জেল্‌সিমিষম্ ।

সময় :—অপবাহু ; ২টা,  
৪-৫টা ও বাত্রি ৯টা, নিয়মিত ;  
প্রত্যহ এক সময়ে ।

প্রাতর্জব কম্পশূন্য ।

পূর্বলক্ষণ :—কিছুই নাই,  
বা সামান্য ।

কম্প, তৃষ্ণাশূন্যতা ; হাত ও  
পায়ের পাতার কম্পের আরম্ভ ।  
কোমর হইতে করোটিপশ্চাৎ  
পর্য্যন্ত মেৰুদণ্ড দিয়া তরঙ্গব

### ইগ্নেসিয়া ।

সময় :—বিশেষ লক্ষিত  
নহে । অপবাহুে কিম্বা সন্ধ্যার  
সময় কম্প । অনিয়মিত ;  
অগ্রগামী বা পশ্চাৎগামী ।  
প্রাতর্জবে কম্প বর্তমান ।

পূর্বলক্ষণ :—গা হাত পা  
ভাঙ্গা ও হাঁই তোলা ।

কম্প :—অত্যন্ত তৃষ্ণা ;  
উর্দ্ধবাহু হইতে আরম্ভ হইয়া  
পিঠ পর্য্যন্ত । কম্পকালে মুখ



জেল নিম্নিয়ম্ ।

প্রায় কম্পের নীঘ্র নীঘ্র  
সুফলন ।

তাপ :—তৃষ্ণাশূন্যতা ; চঞ্চল  
তাপের ঝলকের পর ঘর্ম ।

ঘর্ম :—অধিক ; ক্রমশঃ  
স্বাভাবিক ও সকল বেদনার  
উপশমক ।

জিহ্বা :—শাদা ও হলুদে  
মিশ্রিত দুর্গন্ধ নিঃসার, রক্তবর্ণ  
লালা ।

অরবিবাম :—প্রায় নাই  
অথবা সামান্য ; পালাজব  
প্রায়ই নিরত অরে পবিবর্তিত  
হয় ।

ইগ্নেসিয়া ।

লাল, ও তাপ প্রয়োগে তাৎক্ষণিক  
উপশম ।

তাপ :—তৃষ্ণালুনা ; বাহ্যিক  
তাপ ও আরক্ততা কিন্তু আভ্য-  
ন্তরিক তাপের অবর্তমানতা ।

ঘর্ম :—সামান্য ও ঈষৎক, প্রায়ই  
শাখাঙ্গে অথবা গুহ  
মুখেতে ।

জিহ্বা :—পরিষ্কৃত ; লবণ-  
স্বাদীয় লাল ; খাদ্যের স্বাদ-  
বিহীনতা ।

অরবিবাম :—সম্পূর্ণ ; মুখ  
মালিন্য ; একপ্রকার জ্ব প্রায়ই  
অন্য প্রকারে পরিবর্তিত হয় ।

কেলি কার্বনিকম্ (Kali Carbonicum.)

জ্ঞাপক লক্ষণ :—প্রাচীনদিগের পীড়া, উদবী ও পক্ষাঘাত  
রোগে উপযোগী ; কৃষ্ণবর্ণ কেশ ; শিথিল শরীর, হুলকার-  
প্রাপ্তির প্রবণতা (গ্র্যাকাইটিস্) ।

শরীরপোষক বা জীবনধারণক রসের অধিক পরিমাণে  
ক্ষরণের পর, বিশেষতঃ রক্তশূন্য ব্যক্তিদিগের ; (জীবনী  
শক্তির তেজের হ্রাস প্রযুক্ত ঔষধের কার্য্য হইতেছে না, কার্কো  
ভে. ) ।

স্থায়ীবেদন ও চিডিকমারা বেদনা ; স্থির থাকিলে ও পীড়িত পার্শ্বে শুইলে বেদনাবৃদ্ধি (স্থির থাকিলে ও পীড়িত পার্শ্বে শুইলে ঐক্লপ বেদনার উপশম, ব্রাইওনিয়া ) ।

স্পর্শনাসহিষ্ণুতা ; সামান্য স্পর্শে, বিশেষতঃ চরণস্পর্শে, চম্-কাইয়া উঠে ;

একক থাকিতে বড় অনিচ্ছা (আসেস্., বিস্ময়, লাইকো. ;

একত্র থাকিতে ইচ্ছা, ইগ্রে., ন. ডমি. ) ।

উপবহু অক্ষিপুট ও ক্রুর মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র থলিয়াব ন্যায় শোথ-যুক্ত ক্ষীতি ।

দৃষ্টিদৌর্বল্য, বিশেষতঃ সঙ্গম, গর্ভস্রাব, ও হামরোগের পর ।

ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত পাকস্থলী, বোধ হয় যেন ইহা ফাটিয়া যাইবে । অত্যন্ত উদরাগ্নান ; ভক্ষিত ও পীত দ্রব্য মাঝেই বাস্পে (Gas) পরিণত হয় (কার্কো ভে. ; আইওডিয়ম্) ।

রক্তস্রাবের এক সম্ভ্রাত অগ্রে শবীব সচ্ছন্দ বোধ হয় না ।

“বাহাদের ফুসফুসের ক্ষত আছে, তাহাদের পীড়া, এ ঔষধের ব্যবহাব ব্যতীত, উপশমিত হয় না” । (হানিমান) ।

কার্কো ভেজিটেবিলিসের অবশিষ্ট কাৰ্য্যাবশেষপূরক ।

বৃদ্ধি :—রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত পীড়ার, বিশেষতঃ গলদেশ ও বক্ষঃস্থলের ; শীতল বায়ুতে ; স্থির থাকিলে ও পীড়িত পার্শ্বে শয়নে ।

উপশম :—উত্তাপে ; উষ্ণ হইলে ; উদগারে ।

প্রকার :—প্রাণাত্মিক ; প্রত্যহ একতাবের । পৌনঃপুনিক জ্বরের সহিত ঘুংড়ীকাশী (ডসেরা) ।

সময় :—প্রাতে ৯টা ; দ্বিপ্রহর ; বৈকালে ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, প্রাতে ৯টার সময় কম্পশূন্য অব ।

কম্প :—ভূষ্ণাব সহিত, আহাবের পর ও সন্ধ্যার সময় অধিক কম্পবোধ (ন. ভমিকা) । শয্যাতে ও নডাচডামাত্রাতেই কম্পবোধ (ন ভমি, হেপাব) । কম্পের পব উত্তাপ, আবায় কম্প । শুইলে ও অগ্নির নিকট থাকিলে সন্ধ্যাকালীন কম্পের উপশম (বাহ্যিক উত্তাপে কম্প উপশমিত, আসে', ইপ্রে. :—বাহ্যিক উত্তাপে কম্পের বৃদ্ধি, এপিস্, ইপেকাক) । বেদনার সহিত কম্প (পল্‌সে., —কম্পকালীন সকল লক্ষণের বৃদ্ধি, আসে') ; গৃহের বাহিবে আসিলে কম্পের বৃদ্ধি (উষ্ণ গৃহ হইতে খোলা বায়ুতে যাইলে কম্পের বৃদ্ধি, পল্‌সে.) । নিয়ত কম্পবোধ ; আভ্যন্তরিক উত্তাপ হেতুক অত্যন্ত ভূষ্ণা, হস্ত উত্তপ্ত ; আহাবে অস্পৃহা, শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থল চাপিস্বাধরা-বোধ ; যকৃৎ প্রদেশে বেদনা । কম্পের পব বিবমিষা ও পিত্তবমন ।

“সন্ধ্যাব সময় কয়েক মিনিটেব জন্য অত্যন্ত কম্প ; তিনি শুইয়া থাকিতে বাধা হয়েন, ইহাব পব বিবমিষা, বমন এবং সমস্ত রাত্রি বক্ষে আক্ষিপিক বেদনা, ইহার সহিত হাঁপানি, আভ্যন্তরিক উদ্বেগ ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম” (হানিমান) ।

তাপ :—ভূষ্ণাবিহীন ও ইহাব সহিত দীর্ঘ দীর্ঘ হাঁইতোলা, মস্তকে ও বক্ষে বিক্লনবৎ বেদনা ও উদরে দপ্‌দপানিবোধ । আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও বাহ্যিক কম্প (কম্পের সহিত তাপের মিশ্রণ, আসে. :—আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও বাহ্যিক শীতলতা, আর্পিকা, ক্যাক্‌. কা., খুভা) । কম্প ও উত্তাপের সহিত

ঋসকষ্ট । গালের ও হাতের শুষ্ক উত্তাপের সহিত হাঁকানি ।  
মুখ, উত্তপ্ত ও লাল ; এবং চবণ, ববফের ন্যায় শীতল (সিপিয়া) ।

ঘর্ষ :—সমস্ত বাজি উপশমবিহীন ঘর্ষ (হেপার :—ঘর্ষেতে  
উপশম, ল্যাকেসিস্) । বগল ও বিটপেব ঘর্ষ ; শরীরের  
উপরাংশেও আহাবেব পব ঘর্ষ ; সামান্য পবিশ্রমে ঘর্ষ ।  
লেপা, পড়া প্রভৃতি সামান্য মানসিক পবিশ্রমেতেই ঘর্ষ  
(সিপিয়া :—সামান্য কাষিক পবিশ্রমে ঘর্ষ, ব্রাইওনিয়া) ।  
বাজি দ্বিপ্রহর হইতে ৩টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত উত্তাপের সহিত  
অপরিমিত উষ্ণ ঘর্ষ ।

জিহ্বা :—শাদা ; অগ্রভাগে টাটানি ; মন্দ, তিক্ত বা  
পানসে স্বাদ ।

জরবিবাম :—বক্ষঃস্থলে চাপা বোধ হওয়া ; যক্লৎ প্রদেশ  
বেদনায়ুক্ত ও স্পর্শনাসহিষ্ণু । আহাবে, বিশেষতঃ ক্রটিতে,  
অস্পৃহা । প্রবল তৃষ্ণা, প্রাতে, দ্বিপ্রহবে, ও সন্ধ্যায় । প্রাতে  
মুখেতে মন্দ আস্বাদন, ক্ষুধা না থাকণ ; আহারে বিরতি,  
ক্রটিতে অস্পৃহা, চক্ষুপুটের জুড়িয়া নাওয়া ।

রস টক্সিকোডেণ্ড্রন :—*Rhus Toxicodendron*.

ব্যবহার লক্ষণ :—বাতগ্রহতা, ভেজার মন্দ ফল ; পেশী  
বা অঙ্গ মচকাইলে ; সৌত্রিকবিধানের (fibrous tissue) পীড়া,  
(মাস্তক বিধানের, ব্রাই.) ।

মচকান বেদনার, মধ্যরাত্রির পর ও আর্দ্র কালে, বৃদ্ধি ;

অত্যন্ত অস্থিরতা ; বেদনার উপশমের জন্ত শয্যায় কেবল স্থান পরিবর্তন । মাংসপেশীর বাত ; সায়্যাটিকা (বাম) ।

দাঁড়াইলে বা বেড়াইলে মাথাঘোরা, শুইলে বৃদ্ধি (শুইলে উপশম, এপিগ্) । মুখের কোনে ক্ষত ; মুখ বেড়িয়া জব্বট্টো বা ফোড়া ।

বৃদ্ধি :—বাতের পূর্বে ; শীতল ও আর্দ্রকালে ; রাত্রিতে, শীতলতায় ; বিশ্রামে ।

উপশম ;—তাপে ও শুষ্ক উষ্ণকালে ; কাপড় গায়ে ; নড়াচড়ায় ; পীড়িত অঙ্গেব চালনায় ।

এই ঔষধেব প্রধান লক্ষণ এই যে সমস্ত বেদনার, বিশ্রামে বৃদ্ধি, ও নড়াচড়ায় উপশম ।

প্রকার :—সকল প্রকাব ।

সময় ;—অপরাহ্নে ৫, ৬, ৭ ও ৮ টায় । প্রাতে ৬ টা—১০ টায় কম্পনশূন্য জব, সন্ধ্যাকালীন আক্রমণেব প্রবলতা ।

কাবণ,—ভেজা, রাত ; বাবস্থার স্নান, স্যাাত্‌সেঁতে স্নানে বাস । আর্দ্রকালে জ্বর ।

পূর্ব লক্ষণ,—হাঁইতোলা ; গা হাত পা ভাঙ্গা ; চোক পোড়া । শুষ্ক ক্লাস্তিকর কাসি, কম্পেব কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আরম্ভ হইয়া, কম্পকালীন পর্য্যন্ত ধর্ম্মমান (স্যাধুকম্) ।

কম্প,—একপার্শ্বে, প্রায়ই দক্ষিণ পার্শ্বে, আরম্ভ (ব্রাই.) ; ঐ পার্শ্বেব হাত পা প্রথমে ঠাণ্ডা হয় । গা হাত পা ভাঙ্গা ; ক্ষেবে বেদনা ও শরীরেব কম্প ; তৃষ্ণা ; ঠাণ্ডা হাত ; লান ও ঝুঁপু মুখ ; এককালীন কম্পযুক্ত তাপ ও ঘর্ম্ম (পর্য্যায়ক্রমে বা এককালীন কম্প ও উত্তাপ, আর্চি, টা, আর্সে,

ক্যাক্টে. কা.)। খোলা বাতাস হইতে উষ্ণ গৃহে বাইনে, তৃষ্ণাবিহীন কম্প (তদ্বিপরীত, পল্দে.)। কেবল আভ্যন্তরিক শীতলতা। সন্ধ্যার সময় ভয়ানক কাঁপনি, যেন কেহ, কেবল ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারিতেছে; আহ্বার ও পানে কাঁপনিব বৃদ্ধি। অস্থিরতা (সকল অবস্থাতেই, আসে.); শুষ্ক ও ক্লান্তিকর কাসি (ব্রাই.)

তাপ;—তৃষ্ণা বর্জমান। হাঁহিতোলা, ঘুম আসা; ক্লান্তি; অত্যন্ত উত্তাপ, যেন শিবাব মধ্যে গবয় জলের সঞ্চলন হইতেছে। কাসি না থাকা, শরীরে অত্যন্ত চুল্কান ও আম-বাত বাহির হওয়া (কম্প ছাড়িবাব সময় আমবাত, এপিস্, কম্পের পূর্বে ও সময়ে, হেপাব; তাপ ও ঘাম কালীন, রস; কেবল তাপেব সময়ে, ইগ্রে.); অত্যন্ত অস্থিরতা (আসে.)। আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বাহ্যিক শীতলতা। মস্তক ও হস্তের উত্তাপ, এবং কাণেব কম্প বা তদ্বিপরীত। শরীরের বাম পার্শ্বের উত্তাপ ও দক্ষিণ পার্শ্বের শীতলতা। নড়িলে বা গায়ের কাপড় খুলিলে শিহরণ।

ঘর্ম্ম;—অত্যন্ত, গুরুশূন্য, কিন্তু ক্লান্তিকর নহে (ন্যাচু-কস্); অত্যন্ত চুল্কানযুক্ত আমবাত ও ঘামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোপ। ঘামেব সময় নিদ্রা (পড.)। ঘামে সমস্ত বেদনার উপশম নহে (নে. মিউ. ন্যায়)। মূখমণ্ডল ব্যতীত সর্বশরীরে ঘর্ম্ম (বিপবীত, সিলি.), বা তদ্বিপরীত।

জিহ্বা;—একপাশে শাদা ময়লা; দাঁতের দ্বাগ (মার্ফ্; পড.); আগা, লাল ও শুষ্ক। ঠাণ্ডা হৃদয়ের ও ঠাণ্ডা জলের আকাজকা।

জর বিরাম ;—বিশেষ লক্ষিত নহে । নিয়ত নড়াচড়ায়  
সোয়াস্তি । নিয়ত অস্থিৰতা ; স্থিৰ হইয়া বসিতে না  
পারা ; শব্দ্য ক্রমাগত এপাশ ওপাশ কবা, কিন্তু কিছুতেই  
উপশম না হওয়া ।

নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্ ।

সময় :—প্রাতে ৪—২ টা,  
১০—১১ টা ; বৈকালে  
৪—৭ টা । প্রাতে ১০—  
১১ টায়, জ্বর, কম্প শূন্য ।

কাবণ :—লবনাক্ত বা বিশুদ্ধ  
জলাশয়, নদী, বা পুষ্কবিণী  
বাম্প গ্রহণ । নূতন কর্বিত  
ভূমির নিকট বাস ।

পূৰ্ব্বলক্ষণ :—কম্পেব ভয় ।  
আলস্য ; মাথাধবা ; তৃষ্ণা,  
বিবমিষা ও বমন ।

কম্প :—তৃষ্ণা, বর্তমান ;  
ঠোট ও নখ ; নীল ; মাথা-  
ফাটা বোধযুক্ত শিব : পীড়া,  
অত্যন্ত কাঁপনি ; হাডে  
বেদনা ও দাঁতে দাঁত  
লাগা ; গাবমি ; বমন

রস্ টক্‌স্ ।

সময় :—প্রাতে ১০ টা ; সন্ধ্যায়  
৭ টা ও সমস্ত বাত্ৰি স্থায়ী ।

কাবণ :—বাত, বিশেষতঃ  
ঠাণ্ডা জলে স্নান ও ভেজা ;  
মাঁতাব দেওয়া ।

পূৰ্ব্বলক্ষণ :—চোক পোড়া ;  
অঙ্গে বেদনা ও অঙ্গ  
ছোড়া ; শুষ্ক ও ক্লান্তি-  
কব কাঁসি ।

কম্প :—মিশ্রিত ও অনিয়মিত ;  
অত্যন্ত কাঁপনি, যেন কেহ  
ববফজলেব কাপ্‌টা মাঝি-  
তেছে বা শিবায় মধ্যে  
বক্ত শীতল হইয়া সঞ্চালিত  
হইতেছে । বাম পা, হাত  
ও অঙ্গের শীতলতা । ষোলা  
বাতাস হইতে গরম ঘরে

নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্ ।

এবং কখন কখন অজ্ঞান ,  
হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে  
কম্পের আবস্ত ।

তাপঃ—তৃষ্ণা বর্তমান । মাথা-  
ঘোরার বৃদ্ধি , অজ্ঞান ও  
অত্যন্ত দুর্বলতা । অধিক  
ও বহুক্ষণস্থায়ী বিবমিষা  
এবং বমন ।

ধর্মঃ—তৃষ্ণা বর্তমান , অত্যন্ত  
অধিক ও ক্রমশঃ সমস্ত  
বেদনাব উপশমক । শীত  
শীতকবা ।

জিহ্বাঃ—ময়লাব দ্বাবা চিত্র  
বিচিহ্নিত ; দ্রুত ন্যায়  
জিহ্বায় হার্পিস্ , হৃদে  
ময়লা , লবণের আকাজ্জা ।  
মুখ বেড়িয়া শ্রেণীবদ্ধ  
ফোড়া ।

রস্ টক্‌স্ ।

যাইলে কম্প । শুষ্ক ও  
ক্রান্তিকর কাসি ।

তাপঃ—অত্যন্ত তাপ, যেন  
রক্তাধারেব মধ্য দিয়া গরম  
জলেব সঞ্চলন হইতেছে ।  
সমস্ত শবীবে আমবাত, ও  
অত্যন্ত চুল্কানি । অস্থি-  
রতা, সর্বদা স্থান পরিবর্তন,  
কিন্তু কিছুতেই শ্রান্তিদায়ক  
স্থান না পাওয়া ।

ধর্মঃ—মুখবাতীত, সমস্ত  
শরীরে, অথবা তদ্বিপরীত ।  
অত্যন্ত অধিক, কিন্তু  
দুর্বলকাবক নহে । ধর্ম  
কালীন অত্যন্ত ক্রাঁপনি ।

জিহ্বাঃ—শাদা, বা এক পাশে  
মাত্র শাদা , আগা শুষ্ক ও  
ত্রিকোনাঙ্কতিলাল । সুরায়  
বিতৃষ্ণা । আহার ও  
পানের পর দুর্গন্ধ আশ্বা-  
দন । উপরকার ঠোঁটে  
ফোড়া ।



## সল্ফর (Sulphur)

ব্যবহাব লক্ষণ :—গণ্ডমালীয়া ধাতু ; শৈবিক (বিশেষতঃ পোর্টাল শিরাসমূহেব) রক্তাধিক্য। স্নায়বীয় ধাতু, উদ্ধত স্বভাব। ক্ষীণব্যক্তি, যাহাঁবা ঘাড় হেঁট কবিয়া চলে। দাঁড়াইলে কষ্টের আধিক্য। চর্মবোগ প্রবণতা (সোরিগম্)। যেখানে উপযোগী ও ব্যবহৃত ঔষধেব কোন ফল হইতেছে না, বিশেষতঃ তরুণরোগে (পুতান বোগে, সোরিগম্)। স্ফোট বসিয়া যাইলে যে সকল পুতান গণ্ডমালীয়া বোগ উদ্ধত হয়। পীড়া আবাম হইয়াও বাবদ্যব দেখা দিতেছে। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক অবসন্নকব শীর্ষপীড়া ও তৎসহ পাব পাতা ঠাণ্ডা ও মাথা গরম হওরা। মাথাব চাঁদি সর্বদা গবম, পাব পাতা ঠাণ্ডা, কিন্তু তেলো সর্বদা জলে। দ্বিপ্রহব বাত্রিব পব উদরাময় ; প্রত্যুষে বোগী বিছানা হইতে শীঘ্র উঠিয়া যায়, পাছে বেগ সামলাইতে না পাবে। আলোজ্বেব অবশিষ্ট কার্য্যপূবক।

বুদ্ধি :—বিশ্রামে ; দাঁড়ানে, মধ্যবাত্রিব পর, বায়ুর পরিবর্তনে, শয্যাব উত্তাপে ; প্রক্ষালনে ও স্নানে।

উপশম :—তাপে ; শুষ্ক ও গ্রীষ্মকালে ; অঙ্গ আকর্ষণে ; দক্ষিণ পার্শ্বে শোয়ায়।

প্রকাব :—১।২ দিনান্তব পাণা ; দ্বৌকালীন ; বাৎসরিক (আর্সে. ; কার্বো ভে. ; ল্যাক. ; নে. মিউ. ; থুজা.)

সময় :—স্থিব নাই ; সন্ধ্যাই প্রধানতঃ।

পূর্বলক্ষণ :—কম্পবিহীন সান্ধ্য জব। তৃষ্ণা (ক্যাপ্‌সি., ইউপে., পল্‌সে.,—পূর্বলক্ষণ ও জরবিরামেই কেবল পান করিতে সমর্থ, সাইমেক্‌স)।

**কম্প:**—তৃষ্ণাশূন্যতা ; বারম্বার আভ্যন্তরিক কম্প ও সমস্ত শরীরের কাঁপনি ও কাঁটা দেওয়া, কিন্তু তৎপরে তাপ বা তৃষ্ণার অভাব (বোভিষ্টা)। নাক, হাত, পাব পাতা, বক্ষঃ ও পেটের ক্ষণস্থায়ী শীতলতা। শয্যা সমান্ত্র নড়াচড়ায় শিহবণ (ন. ভমি ; ট্র্যামো.)। সন্ধ্যায় পৃষ্ঠে কম্প, কিন্তু পবে উত্তাপের অভাব। শিবঃপীড়া সহ, সন্ধ্যায় কম্প (সিপি.)। ত্রিকাস্থি হইতে, কম্প, পিট দিয়া নিয়তঃ স্ফুড় স্ফুড় করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তৎপববর্তী তাপ ও তৃষ্ণা থাকে না। চরণে, হাত ও পাবের আঙ্গুলে, কম্পের আবন্ত (ব্রাই., কার্শো. ভে., নে. মিউ ; সিপি)। সন্ধ্যায় কম্প, মুখ নীল, হাত ও চরণ ঠাণ্ডা, পবে উত্তাপ ও ঘর্ষ (আর্সে., বেলা., বস্)।

**তাপ:**—তৃষ্ণা বর্তমান। শরীরের কম্পবোধের সহিত মুখে বাবম্বার তাপের ঝলক (সিপিয়া)। হাতের ও পাব তেলোতে জলনকর উত্তাপ, বা পাব পাতা ঠাণ্ডা, কিন্তু তেলো জলিতেছে, তজ্জন্য শীতল স্থানে পা বাধিতে বাধা হওয়া ; হাতের অত্যন্ত জ্বালাব সহিত সজোবে রক্তসঞ্চালনের লক্ষণ। বাবম্বার তাপের ঝলক, ঘাম ও মোহেতে তাহার পরিণতি। (শরীর ও মুখ মণ্ডলেব) পর্যায়ক্রমে উত্তাপ ও কম্পভাব (আর্সে., ক্যাক্কে. কা.)।

**ঘর্ষ:**—প্রাতে জাগাব পব প্রচুর ঘাম (জাগায় ঘাম, নিদ্রিতাবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ, স্যাঙ্ক্)। রাত্রিতে, সমস্ত শরীরে প্রচুর ঘাম ও অস্থি নিদ্রা (সমস্ত রাত্রি উপশমহীন ঘর্ষ, কেলি কা.)। সামান্য নড়াচড়ায় ও কার্যিক পরিশ্রমে ঘাম (ব্রাই., সামান্য উদ্যমে বা মানসিক পরিশ্রমে, সিপি.)।

বেড়াইতে, পড়িতে, লিখিতে, কহিতে অপৰ্যাপ্ত ঘৰ্ম্ম । অপ-  
ৰ্যাপ্ত অগ্নগন্ধী বাত্ৰিকালীন ঘৰ্ম্ম ।

জিহ্বা :—শাদা ও হল্‌দে ময়লা ; দিবসে ক্রমশঃ ইহা  
ধমিয়া গিয়া, সন্ধ্যার সময় জিহ্বা পরিষ্কৃত ও লাল হয় ।  
প্রাতে মুখেব তিক্ততা । দুগ্ধ সহ্য হয় না, অগ্ন হয় ও  
উদ্যার উঠে ।

জরবিবাম :—প্রত্যেক আক্রমণের পূর্ব অবসন্নতা (আর্সে) ।  
ব্রহ্মতলে অগ্ননোত্তাপ । প্রত্যাঘে উদ্যাময় ।

যেখানে বোগ নির্ণয় করিতে পাবা যাইতেছে না, সেখানে  
২।১ বাব সল্‌ফার দিলে বোগ লক্ষণ স্থিব হইবে । সল্‌ফবেব  
বেশী ব্যবহার ও কুইনাইনেব কম ব্যবহার করিলে আমবা  
অধিক কৃতকার্য্য হইব ।

ভিবেট্রম আল্বম্—(Verratrum Album.)

ব্যবহার লক্ষণ :—যেখানে জীবনীশক্তিৰ শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়  
হইতেছে । কপালে শীতল ঘাম । উন্নততা—সমস্ত ছিঁড়িবাৰ  
ইচ্ছা । একা থাকিতে চাহে না, কিন্তু কথা কহিবে না ।  
সামান্য শ্রমে মোহ ।

মুখ মলিন, নীল, ও বসা ; চোখা বসা ; শরিতাবস্থায়  
লাল, উঠিবা বসিলে উহা মলিন (একনাইট) ।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল অধিক ও কঠিন ; সবলান্তের নিশ্চেষ্টতা ।  
শিশুদিগেব কোষ্ঠবদ্ধে, নক্সভমিকা প্রকৃত ঔষধ হইলেও,  
যখন কৃতকার্য্য হয় না ।

ওলাউঠা ; বমন ও বিরেচন ; মল অধিক, জলবৎ, অত্যন্ত  
ছৰ্ণলকারী ও হড় হড় করিয়া বাহির হয় ; ভীতির পর

বিবেচন। বমন ও বিবেচনের সঙ্গিত রজঃক্লান্ততা। অহিফেন  
ও তামাকু সেবনেব মন্দ ফল।

বুদ্ধি :—পানেব পব ; মল নিঃসরণের সময়ে ও পূর্বে,  
কুল্লি সেবনে।

উপশম :—মাথা তুলিলে ; বসিলে ও শুইলে

প্রকাব :—১২১৩ দিনান্তব পালা। বক্তাধিক্যুক্ত ও শীঘ্র  
শীঘ্র হৃৎকলকাবী। নিযমিত পালা বিশেষ লক্ষিত। পালা  
ভাব বিশেষ লক্ষিত।

সময় :—প্রাতে ৬টা।

পূর্বলক্ষণ :—ঘর্ম (ন. ভর্ম)।

কাবণ :—ওলাউঠা সংযুক্ত। ওলাউঠার প্রবলতার  
পালাজব। প্রাব বহব্যাপী ভাবযুক্ত (Genus epidemicus)

কম্প :—তৃষ্ণাবুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী, বক্তাধিক্যুক্ত (Conges-  
tive) কম্প, বাহ্যিক উত্তাপে উপশমিত নহে (গ্যাবেনিয়া ;  
ক্যাম্ফব)। কম্পেব সহিত শীতলতা ও তৃষ্ণা, কিন্তু পরবর্তী  
উত্তাপেব অভাব। তৃষ্ণাব সহিত, মাথা হইতে পাব আঙ্গুল  
পর্যন্ত, আভ্যন্তরিক কম্প। পান কবিলে বৃদ্ধিযুক্ত, সমস্ত  
শরীরের শীতলতা (আর্সে ; ক্যাপ্‌সি. ; ইউপে. ; নক্‌স) ;  
বিছানা হইতে উঠিলে কম্পেব হ্রাস, হস্ত বাহিব করিলে কম্পের  
বৃদ্ধি, (বেবা. কা., ক্যাম্‌হা.)। শবীবেব এক'একটি স্থানে  
পর্যায়ক্রমে শীতলতা ও উত্তাপ (পল্‌সে.)। মুখ, শীতল ও  
বসা। শাখাঙ্গ, শীতল। চর্ম, শীতল ও আটা আটা। প্রবল  
বাহ্যিক শীতলতা। বমন ও রেচন (বিবমিষা বমন ও রেচন ;  
ইলে.)।

তাপ :—তৃষ্ণার সহিত আত্যন্তিক তাপ ; শাখাক হইতে মুখা পর্য্যন্ত তাপ উঠা (কম্প নাবে) ; পৃষ্ঠ বহিয়া করোটী-পশ্চাৎ পর্য্যন্ত উত্তাপের ধাবন (জেল্‌সি.) । কপালে প্রথমতঃ গরম, পবে নিয়ত শীতল ঘাম । মুখেব আবদ্ধতা ও তাপ ; গালের আবদ্ধতা ও জ্বলন এবং তৎসহ মন্দির্য সঙ্কুচিত ও পাব পাতা ঠাণ্ডা (ওপিবম্—মনিব বিস্তৃতি, বেলা.) । শিবাব মধ্য দিয়া বক্তেব শীতল ভাবে ধাবন ।

ঘাম :—তৃষ্ণা না থাকা ; ঘাম অধিক, শীতল ও আটা আটা (তৃষ্ণাব সহিত অধিক ঘাম, আর্সে. ; সিক্‌.) । ঘামেব সহিত মূতবৎ মলিন মুখ, ঘামে দুর্গন্ধ ও উহাতে কাপড়ে হৃদে দাগ হওয়া । প্রতিবাব নডাচডায সহজে ঘাম হওয়া (ব্রাই ; হেপার) । প্রত্যেক মলনিঃসবণের ও শ্লেষ্মাবমনেব পব কপালে শীতল ঘর্ম্ম । কম্পেব পূর্বে হইতে ঘামেব আবন্ত হইয়া পরবর্তী কম্প পর্য্যন্ত তাহাব বর্তমানতা ।

জিহ্বা :—শাদা বা হৃদে পাটল মিশ্রিত ; শীতল, অর্গভাগ ও ধার লাল ; ক্ষীত । শীতল জল, বরফজল, ও সমস্ত দ্রব্য শীতল চাওয়া ।

নাড়ী :—সূক্ষ্ম, ক্ষীণ, ধীব ও জববিবামে আরও ক্ষীণ ।

জরবিরাম :—সাধাবণ অবসন্নতা ও শীঘ্র শীঘ্র শক্তিব হ্রাস ; দীর্ঘশ্বাস ; বৃকে চাপ বোধ, মুখ বিবর্ণ ও শীতল, এবং কপালে ঘাম । ক্ষীণ হৃৎকম্পন ; পেটে ও অঙ্গে পেনীর খেঁচুনি ; অত্যন্ত বমন ও বিবেচনে অধিক তৃষ্ণা ; শাখাক নিয়ত শীতল । চন্দ্র ঈষৎনীল, শীতল ও অস্থিতিস্থাপক ।

আর্গিকা মণ্টানা ।

ব্যবহার লক্ষণ :—স্নায়বীয় ধাতু ; অল্পেতেই অধিক কষ্ট পাওয়া । আঘাত জনিত পীড়া ; সর্ব শরীরে আঘাত প্রাপ্তিব  
ন্যায্য খেঁৎলান বেদনা । সকল বিছানাই কঠিন বোধ হও-  
য়ায়, নবম স্থান পাইবার জন্য কেবল সবিয়া সবিয়া বেড়ান  
(বেদনার উপশমেব জন্য সবিয়া বেড়ান রস—ব্যাপ্টি. দেখ) ।  
শরীরেব উষ্ণাংশ উষ্ণ, নিম্নাংশ শীতল । মুখমণ্ডল, বা মস্তক  
ও মুখ উষ্ণ কিন্তু শরীর শীতল । অচেতন্যঃ—প্রশ্ন করিলে, স্পষ্ট  
উত্তর দান, কিন্তু পবক্ষণেই আবাব অচেতন্য ও প্রলাপ (এক  
ছত্র কখনেব মধ্য স্থলে নিদ্রিত হইয়া পড়া, ব্যাপ্টি.) । স্পষ্ট  
হইবার আশঙ্কা ।

বুদ্ধি :—বিশ্রামে, শয়নে ; স্রাব ।

উপশম :—সংস্পর্শ, নড়াচড়া ।

সময় :—স্থিতি নাই, প্রায়ই বাত্ৰি ৪টায়, অপরাহ্নে  
বা বৈকালে ।

প্রকার :—১২ দিন অন্তর পালা । রক্তাধিক্যযুক্ত  
(Congestive) (ইউপে. পা.)

আর্গিকা ।

পূর্বলক্ষণ :—শীতল জলের  
তৃষ্ণা (ইউপে. পা.) । হাঁই-  
তোলা, ও গা হাত পা  
ভাঙ্গা ; যেন অস্থি বেটে  
আকর্ষক বেদনা ; পানে  
উপশম (নে. মিউ.)

ইউপেটোবিয়ন্ পার্ফলিয়েটম্ ।

পূর্বলক্ষণ—পিঠে ও শাখাঙ্গে  
যেন হাড় ভাঙ্গিয়াছে,  
একপ বেদনা ।

তৃষ্ণা—যেদ্রুপ আকাঙ্ক্ষা, যোগী,  
সেদ্রুপ পান করিতে পারে  
না, কিন্তু পান করিলে

আণ্ডিকা।

ইউপেটোবিসম্ পার্ফলিয়েটম্।

তৃষ্ণা—অধিক পবিমিত শীতল  
জলেব, তাহাতে সুস্থ বোধ  
কবা।

কম্প—তৃষ্ণা, অধিক পানান্তে  
বমন (আর্সে)। যেন  
শীতল জল প্রক্ষিপ্ত হই-  
তেছে এইকপ কম্প (বস্ -  
যেন শীতল জলেব ঝাপটা  
মাঝা হইতেছে, আণ্ডি.  
টা)। পৃষ্ঠ ও শাখাঙ্গের  
মাংসপেশীতে থেংলান  
বেদনা, অস্থিতে টাটানি  
(নে মিউ.; বস্); সর্ব  
শরীরেব টাটানি(ব্যাপ্তি)।  
পাকস্থলী প্রদেশে কম্পেব  
বিশেষ অনুভূতি। এক  
গাল লাল ও উত্তপ্ত; মুখ  
লাল ও মস্তকে উত্তাপ কিন্তু  
সর্ব শরীরে ও মস্তকে  
কম্প। বিছানার কাপড়  
নাড়িলে কম্প(এক., বস্—  
নিয়ত কাপড় গাষ দিতে  
ইচ্ছা, ন. ভমি.)।

কম্প শীত্র শীত্র আইসে  
ও বিবমিষা উৎপন্ন হয়।

কম্প—তৃষ্ণা বর্তমান, কিন্তু  
পান করিলে গা বমি বমি  
করে। মাথা ধবাব সহিত  
পিঠে ও হাড়ে যেন ভাঙ্গি-  
য়াছে একপ বেদনা।

তাপ—তৃষ্ণা কম, কিন্তু হাড়েব  
বেদনা ও মাথাধবাব বৃদ্ধি,  
তাপ আসিবার পূর্বে  
পিত্ত বমন (অন্ন বমন,  
লাইকো)।

ঘর্ম—প্রায় নাই, যদি থাকে  
তাহা সামান্য; জ্বর ছাড়াব  
কয়েক ঘণ্টা পর পর্যন্ত  
মাথাধবা থাকে; মাথাধবা  
ছাড়া ঘামেতে সকল  
বেদনা উপশম কবে  
(সকল বেদনা উপশম, নে.  
মিউ)

জ্ববিবাম—কম্প আসিবার  
পূর্বে হাড়ে বেদনা, কিন্তু  
ঘামের সঙ্গে অস্তিত্ত

আর্গিকা । ইউপেটোরিয়ম্ পাক'লিয়েটম্ ।

তাপ :—তৃষ্ণাব হ্রাস, শুষ্ক  
উত্তাপ, দুর্বলতা, উঠিয়া  
বসিলেই মোহ (এক) ।  
নড়িলে বা কাপড় সর-  
ইলে কম্পভাব (এপিস্,  
নক্স্, বন্, সকল অবস্থ।  
তেই) । হস্ত ও চরণেব  
শীতলতা সহ, প্রবল আভ্য-  
ন্তরিক উত্তাপ । উত্তাপেব  
অসহ্যতা (এপিস্, পল'সে.),  
গায়েব কাপড় খুলিবাব  
চেষ্টা, কিন্তু তাহা কবিলেই  
কম্পভাব । পেশীব টাটা-  
নির আধিক্য । শুইয়া  
থাকিতে বাধ্য হওয়া, কিন্তু  
তাহাতে শয্যার কাঠিন্য  
বোধ, এবং নবম স্থান  
পাইবাব জন্য ক্রমাগত  
সরিয়া সরিয়া বেড়ান ।

বর্ষ :—নূতন রোগেতে প্রায়  
না থাকে; পুৰাতন  
রোগেতে মন্দ ও অল্পগন্ধী,  
এবং কিঞ্চিৎ শীতল ও

হয় । জ্বব বিরামে কিছুই  
থাকে না । সবল কাসি;  
বাত্তি কালীন ঘর্ম্ম ।



আণিকা ।

ইউপেটোরিয় পাক'লিয়েটম্ ।

আটা আটা । ঘর্ষে বৃদ্ধি  
 (আণ্ট, ক্র., ইপে.) । মাথা  
 ধবা ও টাটানি থাকে  
 কিস্ত বেদনা ও অস্ত্রবেষ্টে  
 আকর্ষণবোধ, ক্রমশঃ  
 বিলুপ্ত হয় ( ঘর্ষেব স্ত  
 সমুদয় বেদনার বিলোপ,  
 নে মিউ ) ।

জিহ্বা :—কখনই পবিস্কৃত  
 থাকে না ! প্রাশাস অম্লগন্ধী  
 ও দুর্গন্ধী । স্বাদ, তিক্ত ও  
 পচা ডিম্বের ন্যায়

জ্বরবিবামঃ—শিবঃনীড়া; মাংস  
 পেশীৰ টাটানি ও খাঁৎ  
 লান ভাব বর্তমান ।  
 পচা ডিম্বের ন্যায় উদ্গারেব  
 আশ্বাদন । মুখ, হৃদি  
 বণ, তিক্ত আশ্বাদন ।

## ইউপেটোরিয়ম্ পৰ্পুরিয়ম্ ।

ইউপেটোবিয়ম্ পৰ্পুরিয়ম্

প্রকারঃ—দ্বিগুণ টাসিয়ান ।

১ দিনান্তব পালাব মধ্যে  
একটি ক্ষুদ্র পালা ।

সময়ঃ—দিবসেব বিভিন্ন সময় ।

পূৰ্ণলক্ষণঃ—হাতে ও পায়ের  
হাড়ে বেদনা । দমে দমে  
গুরু ও থকথকানি কাসি ।

কম্পঃ—তৃষ্ণা না থাকা বা অল্প  
পানীয়েব তৃষ্ণা । মাজায়  
আবস্ত হইয়া, সর্কশবীবে  
কম্প, বিস্তীর্ণ হয় । কম্প  
ছাড়িবাব সময় গা বমি  
কবে, কিন্তু বমন হয় না ।

তাপঃ—অধিককালস্থায়ী, তৃষ্ণা,  
তাপ ছাড়িবাব সময়  
হাড়ে বেদনা ও বুভুক্ষা ।  
(সিনা, সিংকনা )

বর্ষঃ—বামের সময় সামান্য  
নড়াচড়াতেও শীতবোধ ।

জ্বরবিব্রামঃ—মাথা ঘোরা ও

ইউপেটোবিয়ম্ পার্ফলিয়েটম্ ।

প্রকারঃ—১ দিনান্তব পালা ।

সময়ঃ—প্রাতে ৭-৯ টা, এক-  
দিন । পব দিন ১২ টা ।

পূৰ্ণলক্ষণঃ—কষেক ঘণ্টা পূৰ্ণ  
হইতে তৃষ্ণা এবং পিঠে ও  
হাড়ে বেদনা

কম্পঃ—শীতল জলের জন্য  
অত্যন্ত তৃষ্ণা; কম্পের সহিত  
হাড়ে ও পিঠে বেদনা;  
হাঁইতোলা, গা হাত পা  
ভাঙ্গা এবং দপ্‌দপানি মাথা  
ধরা । পানে শীঘ্র ২ কম্প  
আনায় ও বমন উৎপাদন  
কবায় ।

তাপঃ—নিম্না; গোত্রান শিরঃ-  
পীড়াব বৃদ্ধি । একটোক  
জলপানেও গা কাঁটা দিয়া  
উঠে—(কাপ্‌সি)

বর্ষঃ—বামের সঙ্গে ২ হাতের  
বেদনা অন্তর্হিত হয় ।

ইউপেটোরিয়ম্ পপূ'রিয়ম্ । ইউপেটোরিয়ম্ পাক'লিয়েটম্ ।

বামদিকে পড়া । প্রস্রাব, জ্বরবিরামঃ—বর্ণ, হরিদ্রা ;

অধিক বেগ ও জ্বালা অত্যন্ত দুর্বলতা, রক্ত  
যুক্ত । শূন্যতা । সামান্য কম্প ও

অত্যন্ত ঘাম, বা অত্যন্ত  
কম্প ও সামান্য ঘাম ।

### ব্যাপ্‌টিনিয়া টিংটোবিয়া ।

ব্যবহার লক্ষণ :—বৃদ্ধ লোকের গৃহিণী ; শিশুদিগেব দুর্গন্ধযুক্ত  
উদরাময় । অত্যন্ত দুর্বলতা । শৈল্পিক বিল্লীব ক্ষত ;  
শ্রাবে দুর্গন্ধ ; নিশ্বাস, মল, প্রস্রাব, ও ঘাম, সকলই দুর্গন্ধযুক্ত ।  
মোহ ; কথা কহিতে কহিতে নিদ্রা । বোগী যে ভাবে  
থাকুন না কেন, শয়িত পার্শ্বে, টাটানি ও খ্যাঁতলান  
বেদনা বোধ হয় । ( আনি' ) । প্রায়ই আন্ত্রিক জ্বরে  
ব্যবহার্য্য ।

সময় :—প্রাতে ১১ টা । প্রত্যহ অপবাহে, কম্প জ্বর ও  
ঘর্ম্ম ।

পূর্বলক্ষণ :—আলস্য ও অস্বস্থতা ।

কম্প :—সমস্ত দিন শীত ২ কবা, সমস্ত শবীবে টাটানি ও  
খ্যাঁতলান বোধ ( আর্বি ) কম্প পিঠ দিগা উঠিতেছে  
ও নাবিতেছে ( জেল' সি. ) ।

তাপ :—সমস্ত শরীর শুষ্ক ও উত্তপ্ত এবং মধ্যে ২ কম্প পিঠ

## ক্যালকেরিয়া কার্ব ।

১০০

দিয়া উঠে ও নাবে; উত্তাপের বলক (আসে.) । মাজা হইতে তাপ চাবিদিকে যাইতেছে । (জেলসি.) ।

স্বৰ্ণঃ—দুৰ্গন্ধ যুক্ত, কিন্তু অত্যন্ত অধিক নহে ।

অবিবাহিতঃ—কিছুই ভাল লাগে না । দুৰ্বল, অস্থি, সৰ্বদা এস্থান হইতে স্থানান্তরে নভিতে চাহে ।

## ক্যালকেরিয়া কার্ব ( Calcaria Carb. )

ব্যবহার লক্ষণঃ—গওমালীষ ধাতু, তুচ্ছলতা, সিঁড়িদিয়া উঠিতে মাথাঘোরা । শিশুদিগের থল্‌থলে শবীর, এবং সহজে ঘামে, ও ঠাণ্ডি লাগে, মাথা ও পেঠ বড়; ফন্টানেল ও মাথাব হাডেব জোড অস্বস্ত, নিদ্রাবস্থা মাথাব ঘাম; দন্ত উঠিবাব কাণীন পীড়া ।

স্ত্রীলোকগণ যখন অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে; ঋতু অতি অল্প বয়সে আবস্ত হইয়া অধিক পবিমাণে হয় ও অধিক কাল থাকে; অবশেষে ঋতু লুপ্ত বা গৎসামান্য হয় । পা সৰ্বদা শীতল; সামান্য উত্তেজনায় ঋতুশ্রাবের আবস্ত ।

শীতল বায়ু ভাল লাগে না । দীর্ঘ ও ক্ষীণ বাক্তি দিগের ফুস্‌ফুসের পীড়া । যখন বীতিমত আহাবাদি সঙ্গে তৃপ্তযুক্ত রক্ত জন্মায় না; রীতিমত অস্থিপুষ্টি হইতেছে না এবং শিশু ইটিতে শিখে না ।

সময়ঃ—দিনে বেলা ২ টার সময় ।

কারণঃ—যাহাদেব সৰ্বদা জলে দাঁড়াইয়া বা ভিজিয়া কাষ করিতে হয় ।

**পূৰ্ণলক্ষণঃ**—মাথা ও শরীর ভারি হওয়া ; সমস্ত গ্রন্থিতে  
টানা বেদনা ।

**কম্প :**—তৃষ্ণা । উদরে আবদ্ধ, এবং সেই স্থানে শীতল ও কষ্ট-  
দায়ক চাপ বোধ ; কম্পের বৃদ্ধিৰ সৃষ্টি এই বোধের  
বৃদ্ধি এবং তাহাব অন্তর্ধানের সহিত উহাবও অন্তর্ধান ।  
বাহ্যিক শীতলতা ও আভ্যন্তরিক তাপ বা পথ্যায়ক্রমে কম্প  
ও তাপ ( আসে ) । এক একটী অঙ্গে (যথা, মুখ, দন্ত, চরণ  
ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র) শীতলতা, মস্তকে তৃষাববৎ শীতলতা  
বোধ, আভ্যন্তরিক শীতলতা বোধ । উত্তাপান্তে কম্প ও  
হস্তের শীতলতা ।

**তাপঃ**—তৃষ্ণা না থাকা । বাবস্থাব তাপের ঝলক । মস্তকে অত্যন্ত  
তাপ ও বক্ত সঞ্চলন । উত্তাপ ও গা খুলিবাব চেষ্টা (সিকে,  
সল্ ফার) । বাত্মিতে আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বিশেষতঃ হাতে  
ও পায়ে ।

**ঘৰ্ম্ম :**—উত্তপ্ত ঘৰ্ম্ম ; তৃষ্ণাব অভাব । সামান্য শ্রমেতে প্রাতে  
অত্যন্ত ঘাম । দিবসে, সামান্য পবিশ্রমে ঘাম, এমন কি  
শীতল বায়ুতে (য়াম. মি., ব্রাই.) । অঙ্গের ঘাম আটাবুক্ত ;  
প্রায়ই ঘামেব পর নিদ্রা ।

**জিহ্বা :**—প্রাতে শুষ্ক ও শাদা । স্বাদ তিক্ত ও মন্দ ।

**অরবিরাম :**—বিশেষ লক্ষিত নহে । কুইনাইনের অপব্যবহার ।



ক্যাপসিকম্ ও ইউপেটোরিয়ম্ পৰ্পুরিয়ম্ । ৫৫

| ক্যাপসিকম্   | ইউপেটোরিয়ম্ পৰ্পুরিয়ম্  |
|--|---|
| সময়ঃ—দিবসে ১০।৩০; বৈকালে ৫।৬ টা, প্রত্যহ ।  | সময়ঃ—দিবসে বিভিন্ন সময়ে ; একদিনান্তর ।  |
| পূৰ্ণলক্ষণঃ—তৃষ্ণা, কিন্তু হাড়ে বেদনা না থাকে । কম্পেব সময় তৃষ্ণা এবং পিটে ও অঙ্গে বেদনা ।   | পূৰ্ণলক্ষণঃ—হাতের ও পায়ের হাড়ে বেদনা । অল্পেব জন্য তৃষ্ণা, কিন্তু জলের জন্য নহে ।   |
| কম্পঃ—পিটে হুই কাদেব মধা হঠতে অবন্তঃস্র, পানে বুদ্ধি ও পিটে তাপ লাগাইলে উপশম । কম্পেব পব ধাম । ভয়ানক কম্পেব সহিত শবীবের সাধাবণ শীতলতা । | কম্পঃ—মাজা হইতে আবন্ত হইয়া পিটেব দাঁড়া দিয়া উঠে ও নাবে এবং তৎসহ হাড়ে বেদনা, ঠোঁট ও নখ নীল হয় । কম্প ছাড়িবার সময় বিবন্ধিষা । অত্যন্ত কম্প, কিন্তু তৎপরিমাণে শবীবের সামান্য শীতলতা । |
| তাপঃ—সামান্য, ক্ষণস্থায়ী, ও ঘামের সহিত মিশ্রিত । তৃষ্ণাশূন্য তাপ; মাথা ধবা, শব্দেব অসহনীয়তা ; পবে নিদ্রা ।                             | তাপঃ—তৃষ্ণার সহ বিশেষ লক্ষিত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী । মাথা খালি বোধ, যেন তাহা বায়ু দিকে পড়িতেছে ।   |
| ঘৰ্ম্মঃ—সাধাবণ, অল্প, বা তাপের সহিত; পর্য্যায়ক্রমে কম্প, তাপ ও ঘৰ্ম্ম, সমস্তই নড়াচড়ায় উপশমিত ।                                       | ঘৰ্ম্মঃ—সামান্য, প্রায়ই কাণ ও মাথায় । কোন অবস্থায় কিছুতেই উপশমিত হয় না ।  |

কার্কো ভেজিটেবিলিস্ ।

ব্যবহার লক্ষণ :—অবসন্নকব বোগযুক্ত ব্যক্তিদিগের । কুইনাইন ব্যবহারে জ্বর আটকাইলে ; পাবদ, লবণ, লবণাক্ত মাংস, পচা মৎস্য, ও চর্বির ব্যবহার জনিত অসুখ । শৈবিক মণ্ডলের পীড়াব প্রাধান্য (সল্ফ) । বক্তপরিষ্কারের অভাব ; কৈশিক বক্তাধাবে বক্ত সঞ্চলনেব বাধা হেতু শবীর নীল ও শীতল হওয়া ; জীবনীশক্তিব অবসাদ, বাতাস খাইবার ইচ্ছা । মন্দ পবিপাক । পাকস্থলী ও অন্ত্রে বায়ুসঞ্চয় ; পানভোজনান্তে পাকস্থলী ফাটিয়া যাইবে বোধ ; উদগাবে আগু উপশম ।

বৃদ্ধি,—বায়ুব পবিবর্তনে, বিশেষতঃ আর্দ্রকালে ; বৌদ্ধো-  
ভাপে ; কুইনাইন ব্যবহারে ; প্রাতে ।

উপশম :—বাতাস দিলে, শীতল বায়ুতে, উদগাবে, সন্ধ্যায় ।

প্রকার :—পালাভাব লক্ষিত নহে ।

সময় :—প্রাতে ১০টা বা ১১টা । সন্ধ্যা । বাৎসবিক আক্রমণ  
(ল্যাকে, সল্ফ.) ।

কাবণ :—অত্যাধাপ, আর্দ্র গৃহে বাস ।

কম্প :—তৃষ্ণা । বামবাহ ও পা হইতে কম্প আৰম্ভ ( দক্ষিণ  
বাহ হইতে, মার্কু' পিবে ) । শবীর হিম ও নিশ্বাস শীতল ।  
আপরাহ্নিক কম্প প্রায়ই বাম দিকে (কষ্টি.) । হাঁটু, বাম  
বাহ ও পা অত্যন্ত শীতল ; হাত ও চরণ হিম ; নখ নীল ।  
কখন কখন অনিয়মিত আক্রমণ, প্রথমে ঘাম পরে কম্প  
(ন. ভমি.)

তাপ :—তৃষ্ণা অবর্তমান । উষ্ম ও জ্বালাকর উত্তাপ বোধ ।

মাথা ধরা, মুখ চক্চকে; মাথাঘোবা ও গাবমি।  
উত্তাপের পবণ মাথা ধরা বর্ডমান। এইকালে অত্যন্ত  
ষাচালতা (ল্যাকে., কম্প ও উত্তাপকালে, পড.) সর্বদা  
রাস্তাস খাইবাব ইচ্ছা। খাস চাপা। কম্প ও তাপ  
সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যশ্ম :—অধিক, অল্প বা দুর্গন্ধী; আহাবের সময় ঘাম (কার্কো,  
আর্নি.)। চলিলে চরণ ঘামে; রাত্রিতে ঘাম, ঘাম  
প্রায়ই শবীবের উপবাংশে। গবম যবে সহজেই ঘাম ও  
সহজেই ঠাণ্ডিলাগা।

জিহ্বা —শাদা বা হৃদে যবলা। তিত্ত আশ্বাদন। হৃৎ  
অকচি।

নাভী —দুর্কল, সবিবাম ও শীঘ্র শীঘ্র লোপ প্রাপ্ত।

জরবিবাম :—অবসন্নতা; ঔদবিক লক্ষণ; আহাবের পর  
উদবে বায়ু সঞ্চব। আহাব বা পানের পর উদর ফাটিয়া  
যাইবে এইরূপ বোধ। স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

### সিড্রন (Cedron)

ব্যবহাব লক্ষণ :—পালাভাব বিশেষ লক্ষিত; সিংকনা, ইউপে.  
প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যেক অবস্থা, অন্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন,  
এরূপ নহে; নিয়মিত সময়ে আক্রমণ ইহার ন্যায় আর  
কাহাবও লক্ষিত হয় না।

প্রকার :—১২ দিনান্তব পালা।

সময় :—সন্ধ্যায় ৬টা; প্রাতে ৪টা, অপরাহ্নে ৪টা; (রাত্রি  
৩টা, থুলা, বৈকালে ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, এপিস:)।



কম্প :—তৃষ্ণায়ুক্ত। হাত পা ঠাণ্ডা ও পৃষ্ঠে কম্প প্রথম  
অনুভূত : শরীরের সাধারণ শীতলতা, সামান্য নড়াচড়ায়  
কম্পানুভব (ন. ভমি., সিক্.) ; মুখ উত্তপ্ত, কিন্তু  
নাকের আগা ঠাণ্ডা।

তাপ :—উষ্ণ পানীয়েব জন্য তৃষ্ণা। শুষ্ক উত্তাপ। তাপ  
ছাড়িবার সময় ঘুমাইবাব ইচ্ছা (এপিস্)। পদেব ও সর্ক  
শরীরেব অবশতা বোধ (হস্ত ও চরণেব, সাইমেক্‌স,  
অঙ্গুলির, সিপি.)।

ঘর্ম :—তৃষ্ণা। শুষ্ক তাপেব পব অপরিয়াপ্ত ঘাম। ঘন ঘন  
নিশ্বাস ও হৃৎকম্প ; প্রস্রাব অল্প ও গাঢ়বর্ণ।

জিহ্বা :—হল্‌দে, পা ও নাকেব আগা শীতল।

নাড়ী :—কম্পে দুর্বল ; তাপে পূর্ণ।

জরবিরাম :—১৬।১৭ ঘণ্টা ; ইহাব পব আবাব অবিকল সেই  
সময়ে আক্রমণ।

#### ক্যামমিল্লা (Chamomilla)

ব্যবহাব লক্ষণ :—শিও, খিট্‌খিটে ; শিশুকে কেবল কোলে  
রাখিতে হয়, নতুবা কাঁদে। একগাল লাল অন্য গাল  
মলিন।

সময় :—প্রাতে ১১টা। বৈক্যে ৪টা হইতে রাত্রি ১১টা  
পর্য্যন্ত।

কম্প :—তৃষ্ণা না থাকে, গা খুলিলেই কাঁপনি (হেপার) ; তাপ  
ও কম্প মিশ্রিত। একগাল লাল অন্য গাল মলিন।  
শরীরের পশ্চাৎভাগে কম্প ও সমুখ ভাগে তাপ, বা  
তদ্বিপরীত। শরীর শীতল কিন্তু মুখ উত্তপ্ত—ঐ তাপ চক্

দিয়া যেন আগুণেব ন্যায় বাহির হইতেছে । কতক  
অঙ্গের কল্প, কতকেব উত্তাপ ।

তাপ :—কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা : দীর্ঘস্থায়ী তাপের সহিত ভরানক তৃষ্ণা  
ও নিদ্রাবস্থায় মধ্য মধ্য চম্‌কান । তাপ ও কল্প  
মিশ্রিত, একগালও অন্য গাল ফিকে । উদ্বেগ ও  
আতঙ্ক, খিটখিটে, ভদ্ররূপে কোন উত্তর দিতে না পারা ।

ঘর্ম —উত্তপ্ত ঘর্ম, বিশেষতঃ মুখে ও মাথায় । আবৃত অঙ্গে  
অপর্যাপ্ত ঘর্ম ( সিক্ক , আক্রান্ত অংশের ঘর্ম, আশি টা. )  
বাক্রিতে অপর্যাপ্ত ঘর্ম , বিচরণে ঘর্মের বিলোপ, কিন্তু  
নিদ্রায় পুনর্বাগমন ( স্যাম্‌. ) । ঘর্ম্মান্তে বেদনাব উপশম,  
তৎকালে নহে ।

জ্ববিরাম ;—শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখিয়া ঔষধ  
ব্যবহার্য্য । কখন কখন ক্রোধ ও বিবক্তি হেতুক, জ্বর না  
হইবা গুল, পিত্তবমন ও উদবাময় হইয়া থাকে । হেপার  
সল্‌ ক্যাল্‌কেব্রিয়ম্ ( Hep Sulph. Calcarium )

ব্যবহাব লক্ষণ :—দীর্ঘস্থত্রী স্ত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তি । অসুস্থ চর্ম্ম,  
সামান্য আঘাতে চর্ম্ম পাকে ও যা হব । যেখানে পুয়  
হওবা অনিবার্য্য । পাবাব অপব্যবহাবে শবীর ভগ্ন হইয়া  
গিয়াছে । খিটখিটে স্বভাব, ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে  
পারে না । পা খুলিলেই কাসি ।

বৃদ্ধি —শয়নে ; বাক্রিতে যে পাশে শয়ন তাহাতে বেদনা ;  
শীতল বায়ু, গা ধোলা ।

উপশম :—তাপ , গা ঢাকা ;

প্রকাব :—সহজ ।

সময় :—প্রাতে ও লক্ষ্যায় ; আপবাহিক আক্রমণ প্রবল ।

পূর্ব লক্ষণ :—আমবাত চিন্‌চিন্‌করা ; কয়েক বণ্টা পূর্ব হইতে মুখে ভিত্ত আশ্বাদন ।

কম্প :—তৃষ্ণা না থাকা । খোলা বাতাসে শীতবোধ । উত্তাপে আবাম, কিন্তু উপশম না হওয়া । ভয়ানক কম্প, দাঁতে দাঁত লাগা । মুখ, হাত পা ববফেব ন্যায় ঠাণ্ডা ; অজ্ঞান ও মোহ । তাপ আবন্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত চুল্‌কান ও চিন্‌ চিন্‌ করার সহিত আমবাত দেখা দেওয়া ।

তাপ .—তৃষ্ণা , জলক উত্তাপ, মাথা ধবা ও সামান্য আবলা । পা খোলা রাখা যায় না । মুখ বেড়িয়া ফোঁকা ( ইগ্নে., নে. মিউ., ন. ভমি., রস্ ) ।

ঘর্ম :—মধ্যে মধ্যে তাপেব ঝলক ; দিবাবাত্রি অপর্ষ্যাপ্ত ঘাম, কিন্তু তাহাতে উপশম না হওয়া । সামান্য কায়িক ও মানসিক পবিশ্রমে ঘাম । ঘাম অল্পগন্ধী ও আঠায়ুক্ত । বিটপ, কুঁচকি, ও উরুব ভিতবুদিকে ঘাম ।

জিহ্বা :—অগ্রভাগ বেদনায়ুক্ত ; পশ্চাৎভাগ যেন লুক মাটির ত্রায় লেপায়ুক্ত ; ভিত্ত ও বিকৃত আশ্বাদ । অল্প আকাজ্জা ।

জ্বরবিরাম :—পবিক্ত নহে । শাবীরিক অবস্থাই বিশেষ লক্ষ্য । জ্বর হেতুক পীড়িত চর্ম ও চুলকান হইয়া থাকে ।

#### মাকুরিউস ( Mercurius )

কম্প :—তৃষ্ণার অভাব । খোলা বাতাসে শীতবোধ : একরূপ কম্প বোধ, যেন শরীরেব উপর জল ঢালা হইতেছে । উদরে ঠাণ্ডাবোধ । হাত পা সর্বদা শীতল ।

তাপ :—তৃষ্ণা । পর্যায়ক্রমে তাপ ও শীতবোধ বিছানায়  
তাপবোধ, উঠিলে কম্পবোধ । গা ঢাকিতে অনিচ্ছা ।

ঘর্ম্ম :—সামান্য নড়াচড়ায অপৰ্য্যাপ্ত ঘাম । রাত্রিতে ও প্রাতে  
অপৰ্য্যাপ্ত ঘাম । ঘাম হেতুক আঙ্গুলেব চামড়া কৌকড়াব ।  
রাত্রিতে অপৰ্য্যাপ্ত ও তৈলবৎ ঘাম । ঘাম দুৰ্গন্ধযুক্ত ও  
তাহাতে বিছানাব চাদব ভিজিয়া হল্দ্দে হয়, কাচিলে ঐ  
দাগ যায় না । ঘামেতে দুৰ্বলতাৰ বৃদ্ধি ; হৃৎকম্প ; গাবমি  
বমিব সহিত প্রাতে ঘাম ।

স্ববিরাম — দুৰ্বলতা , মাথাঘোবা , মাড়ী ক্ষীত ও ক্ষত ;  
লালা, গাঢ় ও লবণাক্ত ; গিলিবাব সময় গলায় বেদনা ।

### ফস্ফোরস্ ( Phosphorus )

বাহ্যাব লক্ষণ — দীৰ্ঘ ও ক্ষীণ ব্যক্তি । অত্যন্ত দুৰ্বলতা ।  
জলপানেব পব তাহাব বমন , কোষ্ঠবদ্ধ-মল দীৰ্ঘ,সক, কঠিন  
ও কঠে নিঃসৃত । উদরাময় ছড়্ ছড়্ করিয়া মলনিঃসৰন ।  
গতাবস্থায় জলপানে অসমর্থতা । বক্তৃশ্রাব, কিয়ৎকাল রক্ত  
পড়িয়া আবার বন্ধ ; শবীৰেব আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল (যথা,  
জরায়ু, ফুস্ফুস্ ইত্যাদি) হঠাতে বক্তৃশ্রাব । নাসিকা, উদর,  
মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার হঠাতে ঋতুব পৰিবর্ত্তীয় রক্তশ্রাব ।  
স্নায়ুজ্ঞে বেদনা হেতুক কথা কহিতে না পাৰা । ঠাণ্ডা  
বাতাসে, হাঁসিলে, কহিলে, আহাবে, ও ঘাম পার্শ্বে শুইলে  
কাসির উদ্রেক । যখন রোগীদিগেব পুরাতন উদরাময় আছে  
তখন বিশেষ উপকারী । সিংকনা ও ক্যাঙ্কেরিয়ায় পৰ  
উত্তম ব্যবহার্য্য ।

সময় :—প্রত্যহ এক সময়ে।

কম্প :—তৃষ্ণা না থাকে। তাপে বা গায়ে কাপড় দিলে কম্পেব উপশম হয় না, গায় কাপড় দিতে অনিচ্ছা। কম্পের সহিত পর্যায়ক্রমে তাপ (আর্সে.) ; সন্ধ্যায় কম্প। হাত পা ববফেব ন্যায় ঠাণ্ডা। হাঁটু অত্যন্ত ঠাণ্ডা। পিঠ বহিরা কম্প নাহে ও তাপ উঠে।

তাপ :—তৃষ্ণা আছে। উদবে তাপেব আবস্ত; তাপ ও বর্ষ এককালীন। ছুটফুধা।

বর্ষ :—সমস্ত শরীরে ও সামান্য পরিশ্রমে ঘাম। প্রাতেব ঘাম, নিদ্রাবস্থায় অতিবিক্ত। মাথা, হাত, পা ও শরীরের সম্মুখভাগে পর্যায়ক্রমে ঘাম ও শীতভাব।

জিহ্বা :—ময়লাযুক্ত।

### সিপিয়া ( Sepia )

ব্যবহাব লক্ষণ :—গর্ভাবস্থা ও প্রসবেব পব স্ত্রীলোক দিগের পীড়া।

কারণ :—স্ত্রীলোকদিগেব জ্বায়ুসম্বন্ধীয় কোন না কোন পীড়া পাওয়া যাইবে।

কম্প :—তৃষ্ণাসহ। সামান্য নড়াচড়ায় কম্প। কম্পেব আবস্ত, হাতেব ও পায়ের আঙ্গুল (নে. মিউ.), বক্ষঃস্থল (এপিস্) ও পিঠেব দুই স্বক্কাস্থি ব মধ্যস্থল ( ক্যাপ্‌সিকম্ ) হইতে। কম্পের সময় বাহ্যিক উত্তাপ অসহ্য। চরণ,ববফের ন্যায় ঠাণ্ডা সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা হেতুক আঙ্গুল ও অঙ্গ অশান।

তাপ :—মধ্যে মধ্যে তাপেব ঝলক ও তৎসহ মুখ লাল, শরীরে

ধাম, ও মানসিক উদ্বিগ্ন, কিন্তু তৃষ্ণাব অভাব । সামান্য  
শ্রমে তাপেব ঝলক ; তাপ উদ্বিগ্না থাকে (নে. মিউ.,  
ভিরে.;) মাথা ঘোবা ।

ধর্ম :—প্রাতে জাগার পব অপৰ্য্যাপ্ত ধাম । সামান্য শ্রমেতে  
ধাম ।

জরবিরাম :—ক্ষুধাব অভাব ।

### পল্‌সেটিল ।

আক্রমণের পূর্বে, পূর্ব বাত্রি, তৃষ্ণা বিহীন উদবানয় ।

সর্বত্র কম্প, সকল সময়েতেই কম্প, এমন কি উষ্ণ  
গৃহেতেও, বেদনা থাকিতেও কম্প ভাব । তলপেটে ও  
কটিদেশে কম্প, নিদ্রাভাব কিন্তু নিদ্রা না হওয়া । অবশত।  
সহ একপার্শ্বীয় শীতলতা (দক্ষিণ পার্শ্বে, ব্রাই., নে. মিউ., বাম-  
পার্শ্বে, কষ্ট, কার্কো ভে. ল্যাকে.) । চঞ্চল কম্প ভাব ; অজ্ঞতত্র  
কম্পভাব ; সঙ্কায় তাহাব বুদ্ধি । বৈকালে ৪টার সময় তৃষ্ণা  
ব্রিহীন কম্প ; উৎকর্ষা, স্বাসকষ্ট, কম্পেব প্রাবন্তে প্রেয়াবমন ।  
উত্তাপ, মুখ মণ্ডলের আরক্ততা, বা এক গণ্ড লাল, অজ্ঞটী  
মলিন (এক., ক্যাম.) । বাহ্যিক উত্তাপ বিনা, সঙ্কায় বা  
স্বাভিভে আত্যন্তিক গুরু উত্তাপ । শরীরেব দক্ষিণ পার্শ্বে  
(বাম, রস) বা উর্দ্ধাংশে উত্তাপ, সঞ্চালনে বা প্রঞ্চালনে তাহার  
উপশম (ক্যাপ্‌সি.,—সঞ্চালনে বুদ্ধি, ন. ভর্মি) । একহস্তের  
শীতলতা সহ অন্যহস্তের বা মুখমণ্ডলের উত্তাপ ; কাণ্ড উষ্ণ,  
শাখা শীতল (বেলা, কার্কো ভে.) । উৎকর্ষাপূর্ণ উত্তাপের  
উদ্রেক, যেন তাঁহার উপর উষ্ণ জল প্রক্ষিপ্ত হইতেছে (রস.)

ঘর্ম্ম একপার্শ্বীয় ; কেবল মাত্র মুখ মণ্ডলে ও মস্তকে ; রাত্রি ও প্রাতে ইহার আধিক্য ; জাগরণের অন্তর পরেই তাহার বিলোপ ; অন্ন বা ছাতার ন্যায় (musty) গন্ধী, সময়ে সময়ে শীতল ; ঘর্ম্ম, ক্লেম ও মিষ্ট অন্নগন্ধী ; রাত্রিতে বাচালতা সহ জড়ভাবাপন্ন নিদ্রা । (কম্প কালীন বাচালতা, পড.- তাপকালীন, ল্যাংকে., পড.) ঘর্ম্ম কালীন বেদনা (ইউপে. পা., ল্যাংকে., নে. নিউ, ন. ভমি,—ঘর্ম্মকালে বৃদ্ধি, ইপে.) । অববিবাম কালীন শিরঃপীড়া ; শৈথিল্য উদবাময়, বিবমিষা ও অগ্নি লোপ ; প্লীহার বিবৃদ্ধি ।

### আন্টিমনি ক্রুডম্ ।

দিবসে কম্পের প্রধান্য, এমন কি উষ্ণ গৃহেতেও । (এ-পিস্, ইপে., দেখ) তৃষ্ণা (বিষাবেব) সহ, দ্বিপ্রহবাভিমুখে প্রবল ও শিহরণযুক্ত কম্প । পৃষ্ঠে শিহরণ, ববফেব ন্যায় চবণের শীতলতা এবং শরীরেব অনাত্র ঘর্ম্মসিক্ততা । প্রবল নিদ্রেচ্ছা । রাত্রিতে উত্তাপ । প্রাতে জাগরণান্তে উত্তাপ হেতু, অঙ্গুলীর অগ্রভাগেব কোকডান । ঘর্ম্ম সহ উত্তাপ । সাধাবণতঃ একদিন অন্তর প্রাতে ঘর্ম্মেব নিয়মিত সময়, উদ্বেক । বর্ষ্মান্তে উত্তাপ ও তৃষ্ণাব পুনরুদ্বেক । জিহ্বা, স্বেতলেপাবৃত ।

### সিনা ।

শিহরণ সহ কম্প, এমন কি অগ্নিসন্নিহিতে ; শরীরের উর্দ্ধাংশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত কম্পের উর্দ্ধে ধাবন । কম্প, মুখ মণ্ডলের মালিন্য ও শীতলতা ; হস্তের উত্তাপ । মুখ-মণ্ডলের অতিবিক্রম মালিন্যযুক্ত, এবং বাহ্যিক উত্তাপে অল্প

শবিত কম্পেব, প্রায়ই সন্ধ্যায় উদ্রেক । হৃৎপোষ্য শিউরিগের সন্ধ্যায় কম্প ও সমস্ত বাত্রি জ্বর । গণ্ডের আঁরক্ততা এবং শীতল পানীয়েব পিপাসাসহ, সমুদয় মুখমণ্ডলে দাহকব উত্তাপ । প্রত্যহ এক সময়ে জ্ববেব উদ্রেক । মস্তক ও আসো, উত্তাপের সর্বাংগে প্রাবল্য ; মুখমণ্ডলেব মালিন্য । রাত্রি কালীন উত্তাপ, তৃষ্ণা ও উৎকর্ষা সহ । কপালে, নাসিকা বেড়িয়া, ও হস্তে, সাধারণতঃ শীতল ঘর্ম্ম । ঘর্ম্মাচ্ছে (প্রায়ই কম্পের পূর্বেও) ভক্ষিত পদার্থেব বমন ও তৎকালে কুকুববৎ ক্ষুধা । সকল অবস্থাতেই ক্ষুধা ।

#### ইপেকাক ।

একদিনান্তর বেলা ১১টাব সময় কম্প । শরীরেব উষ্ণাংশেব শীতলতা । উষ্ণগৃহে বা বাহ্যিক উত্তাপে, কম্পেব বৃদ্ধি (এপিস্, আর্সে, ইগ্রে, দেথ), পানে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম (কষ্টে,—ক্যাপ্‌সি, সিক্‌, ইউপে. পা দেথ) । কম্প কালীন বমন । আভান্তবিক কম্প, বাহ্যিক উত্তাপ । পৃষ্ঠশূল, অল্পকালস্থায়ী কম্প, দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বব, তাপেব সহ, প্রাই তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া বিবমিষা ও কাসি, সর্ব শেষে ঘর্ম্ম । পর্যায়ক্রমে মুখেব শীতলতা ও মলিনতা সহ, সর্বত্র উত্তাপ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম । ঘর্ম্মঃ-উষ্ণ, গহাভ্যন্তরে হঠাৎ উদ্ভিক্ত, আংশিক, শীতল ; শরীরের উষ্ণাংশে ; সঞ্চলনে বৃদ্ধিযুক্ত ; অল্পগন্ধী, হরিৎ চিহ্নকব ; গৃহের বাহিরে বৃদ্ধিযুক্ত ; শীতল, আটা আটা ; কুনাইন ব্যবহারাস্তে, অপর্ধ্যাপ্ত । কুনাইনের অপব্যবহার জনিত সবিরামজ্বর, অনিরমিত রোগের প্রারম্ভে, বিশেষতঃ অধিক বিবমিষা



থাকিলে ; নে. মিউরিয়াটিকমেব ন্যায় ও, কপালপীড়া সহ, কম্প, জ্বর, ও ঘণ্ম। ঘণ্ম কালে বুদ্ধি, তদন্তে উপশম।

---

ট্যাকেসিস্।

কম্প, পৃষ্ঠ বহিরা মস্তক পর্য্যন্ত ধাবী, প্রায়ই পর্য্যায় দিবসে ; উষ্ণ গৃহে উপশমযুক্ত ; দন্তে দন্তে স্পর্শ সহ বাহ্যিক উত্তাপের বাসনা। কম্প কালীন ধূত বা চাপিত হইতে অভিলাষ। শিথলযুক্ত কম্প সহ, উষ্ণ ঘণ্ম ও পদডিগ্ধেব তুষারবৎ চিম্তা ; তৎপবে অঙ্গের শিড্ শিড্ কবা সহ, উত্তাপেব ঝলকবোধেব মিশ্রণ। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগেব প্রতি আক্রমণে আক্ষেপ। বাত্রিতে কম্প, দিবসে উত্তাপেব ঝলক বোধ। সন্ধ্যায় উত্তাপ, বিশেষতঃ হস্ত ও চবণেব। সন্ধ্যা ও বাত্রিতে হস্ত ও চবণ তলে, জলন বোধ। বাত্রিতে উত্তাপ, যেন অতিবিক্ত বক্ত ধাবন হেতু। গলনধোব শীতলতােব অসংশ্লিষ্টতা। চবণের শীতলতা সহ, আভ্যন্তরিক উত্তাপ বোধ। প্রায় সমস্ত অস্থি অপর্য্যাপ্ত ঘণ্ম, প্রথম নিদ্রাব পব গ্রীবাপ্রদেশে ঘণ্ম ; যক্ষ্মা। শীতল ঘণ্ম, হবিং চিহ্নকব, অথবা লাল চিহ্নকব বক্তিম ঘণ্ম। প্রতি বসন্তে, বা পূর্ক শবতে কুনাইন ব্যবহার হেতু আটকাইলে, সবিরাম জবেব পুনরুদ্ধার, অপবাহে ২টাব সময় বুদ্ধি ; মুখ মণ্ডলেব আবদ্ধতা, শিঃপীড়া ও চবণেব শীতলতা, তাপ কালে বাচালতা ; কুনাইন ব্যবহার হেতু, জবেব, পৈতিক সবিরাম জরে পরিণতি হইলে, অতিবিক্ত জলন ও ছিন্নকর বেদনা বোধ।

---

## লাইকোপোডিয়ম্ ।

তন্তু ও চবণের অবশতা সচ, অপবাছে ৪ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত কম্প, সন্ধায় ৭ টাব সময় বরফেব জায় শীতলতা, ববফের উপর শয়ন বোধ হওয়া; স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রাভঙ্গান্তে ঘর্ম্মসিক্ততা; পরে প্রবল তৃষ্ণা, একপার্শ্বীয় কম্প (বাম); প্রাতে ২টার সময় সর্বত্র কম্প এমন কি অগ্ন্যুত্তাপেও উষ্ণ না হওয়া বিবমিষা ও বমন, পবে কম্প, এবং কম্পান্তে, মধ্যাকালীন উত্তাপ বিনা, ঘর্ম্ম; অথবা কম্প ও উত্তাপেব অন্তরে অল্প বমন, কম্পান্তে হস্ত ও মুখ মণ্ডলেব ক্ষীততা। সর্কশরীরে উত্তাপেব ঝলক, অধিকাংশই তাহা সন্ধ্যাভিমুখে, ঘন ঘন, কিন্তু এককালীন অল্প অল্প জনপান সহ, কোষ্ঠবদ্ধ ও প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি। পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও গণ্ডেব আরক্ততায়ুক্ত উত্তাপ; হেক্টিক জ্বর (হুস্‌হুসের পরিপকতায়)। উত্তাপ কালে গাত্রাববণ ফেলিয়া দিবাব চেষ্ঠা। ঘর্ম্ম:—সামান্য উদ্যমে, শীতল, অল্প, বক্তিম, বা দুর্গন্ধী, পলাতুগন্ধী; রাত্রিতে আটা আটা, প্রায়ই মুখমণ্ডলেব শীতলতা সহ। পুৰাতন ম্যালেরিয়া প্রস্রবতা, কম্প, বসাবৎ ঘর্ম্ম। মোহজ্বর (*typhus*); হতবুদ্ধিতা (*stupefaction*); বৃহৎ প্রলাপ, তত্ত্ব কম্পন (*subsultus tendinum*); উদরাগ্নান; কোষ্ঠবদ্ধ।

## (ওপিয়ন্ Opium) ।

কম্প:—অনম্যতা ও শীতলতা, কম্প ও উত্তাপের হ্রাস, সংমোহ; নাড়ীর ক্ষীণতা ও প্রায় অপ্রাপ্যতা। অঙ্গের

শীতলতা । শেষরাত্রিতে কল্প, তৃষ্ণা, অঙ্গে বেদনা, মস্তকে  
উত্তাপ, নিদ্রাতুরতা ; পরে শিরঃপীড়া, মুখ মালিন্য ও পৈত্তিক  
বমন সহ উত্তাপ ; পরে দাহকর উত্তাপ বোধ সহ  
ঘৰ্ম্ম, প্রায়ই তাহা পদে ।

জ্বর :—সৰ্ব্বশরীবে দাহ, এমন কি ঘৰ্ম্মসিক্ত হইলেও মুখমণ্ডল  
আরক্ত ; সংমোহ ; নাকডাকা, মুখব্যাধান ; অঙ্গস্পন্দন ;  
অঙ্গ খুলিতে ইচ্ছা । চৈতন্তকালে মস্তকে উত্তাপ বোধ,  
মোহ জব । মুখমণ্ডলে চাকচিক্য, পদেব শীতলতা,  
নিদ্রাতুরতা, কিন্তু নিদ্রা না হওয়া ।

ঘৰ্ম্ম :—সৰ্ব্বশরীবে, যাহা দাহকর উত্তাপযুক্ত ; নিদ্রা ও নাক  
ডাকা । উষ্ণ ও অপৰ্য্যাপ্ত প্রাতঃকালীন ঘৰ্ম্ম, অনাবৃত  
হইতে ইচ্ছা । শরীবেব উৰ্দ্ধাংশে ঘৰ্ম্ম ; নিম্নাংশ  
উষ্ণ ও শুষ্ক । কপালে শীতল ঘৰ্ম্ম । বিকার ভাবাপন্ন  
জব, সংমোহ, প্রায় জাগাইতে না পাবা, বাক্‌বোধ ;  
অৰ্দ্ধ নিম্নীলিত চক্ষু ; মুহু প্রলাপ বা উচ্চ কথা কহা,  
উন্মাদ (fury), গান কবা, পালাইবাব ইচ্ছা ; মুখমণ্ডল  
যে পৰিমাণে কালাচে লাল, সেই পৰিমাণে ইহাব উপ-  
যোগীতা ; অতিবিক্ত বক্তাধিক্য হেতু আশঙ্কিত মান্দি-  
কিক পক্ষাঘাত ।

---

থুজা ।

কল্প :—দমে দমে প্রায়ই সন্ধায় ; বামপার্শ্বে, বাহ্য স্পর্শে শীতল ;  
রাত্রি দ্বিপ্রহরেব পর ও প্রাতে তৃষ্ণা বিনা ; বাহিরের  
উত্তাপ ও প্রবল তৃষ্ণা সহ, আভ্যন্তরিক ; পরে ঘৰ্ম্ম ।

উত্তাপ:—প্রোজে, অপরাহ্নে কম্প : সন্ধ্যায়, প্রায়ই মুখমণ্ডলে ;  
শুষ্ক, আবৃত অংশেব ; মুখমণ্ডলে আবক্ততাবিহীন দাহকর  
উত্তাপ।

ঘর্ষ :—কেবলমাত্র অনাবৃত অংশে, সাধারণ, মস্তক ব্যতি-  
বেকে, প্রাতে বিচবণে, প্রায়ই মস্তকে, নিদ্রাকালীন,  
জাগরণে বিলোপযুক্ত, তৈলবৎ ছগন্ধী, মিষ্টগন্ধী।

### গ্যালস্টোনিয়া কনস্ট্রিক্টা

পুৰাতন বোগীতে ব্যবস্থাব কুইনাইন ব্যবহাবে জর বন্ধ  
করিলে, ইহাব দ্বাবা বিশেষ উপকাব পাওয়া যায়, ইহার  
দ্বারা কম্পের বিলম্বতা, এবং অগ্রগামী জ্বরের সম্পূর্ণ পরিবর্তন  
বা নিয়মিত পালার পবিবর্তন ইহতে পারে।

আক্রমণ:—পূর্বাহ্নে (৯ টা ইহতে ১১ টা)। আক্রমণের  
পূর্বে ও তাপ কালীন তৃষ্ণা (আক্রমণের পূর্বে ও ঘর্ষ  
কালীন, সিঙ্ক.)। উত্তাপ :—শিবঃপীড়া, পৃষ্ঠশূল ও অধিক  
জলের পিপাসা সহ, পাকস্থলীতে শৌছিবা মাত্র পীত  
জলেব বমন (আসে',নে. মিউ., ফফো.)।

ঘর্ষাবস্থা :—বিশেষ লক্ষিত নহে। (আমি ব্যবহারে  
দেখিয়াছি, যে আসে'নিক ও সিংকনা উভয় ঔষধের লক্ষণ  
বিদ্যমানতা স্থলে ইহা বিশেষ উপযোগী)। “সবিরাম ভাবা-  
পন্থ জর, কখন কখন মস্তিষ্ক লক্ষণ সহ” (Dr. Salzar)।

## ট্যাবেনটুলা ।

উন্মত্ততাব উদ্বেকান্তে, সাধাবণ কম্প, প্রবল শবীর কম্পন, লোম হর্ষণ, দন্তে দন্ত লাগা, পেষক শিঃপীড়া, দাহকর তৃষ্ণা, এবং জল পিপাসা সবেও, জ্ঞাপানে ভয় । উন্মত্ততাব পুনরুদ্বেকান্তে পূর্ষজ্বের কম্প ও জ্বন্তণেব পুনরুদ্বেক । কম্পই সর্ষপ্রথমে লক্ষিত ; লম্বাব প্রদেশ হইতে কম্প উদ্ভূত হইয়া, সর্ষ শবীবে বিস্তৃত এবং বৎসামান্য শীতল বায়ু লাগিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ( অনাবৃত বায়ুতে কম্প, ন. ভমি. ), সর্ষ শবীরেব শীতলতা ; উত্তাপ বৃদ্ধিতে কম্পেব উদ্বেক ; অগ্নি সন্নিহিতে নিয়ন্ত বসিয়া থাকিলেও, শবীর উষ্ণ রাখিতে পাবা যায় না । শীতলতায় কম্প, সাধাবণ কম্পন ও লোম হর্ষণ, জ্বন্তণ, প্রবল তৃষ্ণা ও অঙ্গপ্রসাবণেব আবশ্যকতা ; সঙ্কেচক শিঃপীড়া ; সবিবাম জবেব প্রথনাবস্থ'ব গ্রায় লক্ষণ, একঘণ্টা কাল উঠাব স্থায়িত্ব, এবং তৎপবে, হুংপিণ্ডে, যেন তাহা স্বস্থান হইতে ঝাঁপিয়া উঠিবে, এইরূপ বেদনা ; বাম বাহুতে বেদনা, পবে মাংসপেশীতে দুর্বলতা, উত্তাপ ও কাসি ; দাহকর উত্তাপযুক্ত জ্ব, প্রবল তৃষ্ণা, বাম বাহুতে বেদনা, মুখ গহ্ববেব শুষ্কতা, চাপ বোধ, হাঁফান ( Panting ) ও শ্বাস কষ্ট ।

## ক্যাল'কেবিয়া আর্সেনিকোজা ।

পৃষ্ঠ দিয়া বাহ ও গ্রীবাভিমুখে কম্পভাবযুক্ত শিড়্ শিড়্ করা ; যেন চর্ম নিকটস্থ অংশ সকল উষ্ণ হইয়াছে, এইরূপ বোধ সহ অভাস্তর হইতে এই ভাবের উদয় । ঠাণ্ডা লাগিয়া

শিরঃপীড়া সহ কম্প । পৃষ্ঠ দিয়া লোমহর্ষণ বা শিরঃশূন্যতা  
 ধাবন । গা কাঁটা দেওয়া, বিশেষতঃ বাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা ;  
 অওলালপীড়া । যেন উদব ফাঁপিয়াছে একপ বোধ সহ  
 অপরাহ্নে শীতল জলের পিপাসা , কম্পে সক্ষ্যায় ক্ষুধালোপ ।  
 হৃৎকম্পন সহ চন্দ্রে উত্তাপ । বাত্রি ওটাব সময় ঘর্ম্ম ।

( Hering's Guiding Symptoms )

হেবিং হইতে সঙ্কলিত কবা হইল । ডাঃ সাল্ জাব এই  
 ঔষধটী এদেশেব বহুপ্রকার জবে ব্যবহাব কবেন । তাঁহার  
 নতে জবেতে “ক্যালকেবিয়া” ও “আসেনিকের” উভয়বিধ  
 লক্ষণ বিদ্যমান্ অর্থাৎ যথায় “ক্যালকেবিয়া” লক্ষণ বিশিষ্ট  
 গুণ্ডমালীয়া ধাতু, আস'নিক জাপক জবের লক্ষণেব কিঞ্চিৎ  
 রূপান্তর করিয়াছে, তথায় ইহা বাবহার্য্য ।

মৈত্র এ্যাণ্ড কোম্পানির  
হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ।

৪৫, ৪৬, ৪৭, এবং ৪৮ নং কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা ।

সাধাবণেব সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধপ্রাপ্তিব সুবিধাব জন্ম আমবা এই ঔষধালয় খুলিয়াছি । লণ্ডনর হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতা-লেব ঔষধ-প্রদাতা ও লণ্ডনেব সর্বোৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় গুল্ড এ্যাণ্ড সন্সেব নিকট হইতে আমাদেব ঔষধ সকল আনীত । সাধাবণে বোধ হব অবগত আছেন যে, ঔষধেব উৎকৃষ্টতাহেতু ইংলেণ্ডেব অগ্ৰাণ্ড ঔষধালয় । মপেক্ষা এই ঔষধা-লয়ে ঔষধেব মূল্য অধিক । আমবা অগ্ৰাণ্ড স্থলে সুলভ মূল্য স্বত্বেও এখান হইতে ঔষধ আনয়ন কবিয়াছি । ঔষধ ক্রয় করিবাব সময় কোন স্থান হইতে ঔষধ আনীত গ্রাহকগণ যেন একবাব অনুসন্ধান কবেন । আমবা বাহ্যিক আড়ম্বর চাহি না ও তাহা কবিব না । অগ্ৰাণ্ড ঔষধালয়েব সহিত তুল-নার আমাদিগেব ঔষধেব মূল্য অধিক বলিয়াও বোধ হইবে না । চাঁদনী হাঁসপাতালেব ভূতপূৰ্ব্ব হাউস সার্জেন এবং এখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র এম. বি. মহাশয়েব তত্ত্বাবধানে এখানকাব ঔষধসমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে । অজ্ঞলোকেব হস্তে ঔষধ প্রস্তুতের ভার থাকিলে যে দোষ ঘটে, এখানে তাহা হইবে না এবং তজ্জন্তই আমবা সিকি মূল্যে বা অৰ্দ্ধ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিব না । ক্রেতাগণ

কোন বিষয় জানিতে বা দেখিতে চাহিলে, আমরা আল্লাদ-  
পূর্বক তাঁহাদিগকে তাহা জানাইব ও দেখাইব। আমাদের

### ঔষধের মূল্য

এইকপ,—মূল অবিষ্ট ১ ড্রাম। ১ ছয় আনা, ২ ড্রাম ৯০ আনা।  
১০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম। ১০ চাবি আনা, ২ ড্রাম ৯০ ছয় আনা।  
তদ্বন্ধে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ৯০ ছয় আনা, দুই ড্রাম ৯০  
আট আনা। তদ্বন্ধে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ১ এক টাকা।  
দুই ড্রাম ১৯০ দেড় টাকা, অগ্ৰাণ্ড বিষয় পত্র লিপিলে জানা  
বাইবে।

নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি আমরাদিগেব দ্বাৰা প্রকাশিত  
হইয়াছে :—

শিউ চিকিৎসা, ডাঃ গবেন্সি হইতে অনুবাদিত, মূল্য ১৯০

স্ত্রী চিকিৎসা. ঐ ঐ ঐ ঐ (যন্ত্রস্ত)

অবচিকিৎসা (ম্যালেন, চেবিং, সান্জাব প্রভৃতি হইতে),

প্রথম ভাগ মূল্য

— দ্বিতীয় ভাগ, (যন্ত্রস্ত)

মৈত্র কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টন্স এণ্ড বুকসেলার্স

৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা





সংক্ষিপ্ত  
স্বাস্থ্য-পথ্য ।

আয়ুর্বেদীয় স্বাস্থ্যরক্ষা ।

শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল সংকলিত ।

“সর্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীর মনু পালয়েৎ ।”

তদভাবে হি ভাবনাং সর্বাভাবঃ শরীরিণাং ॥

কাইগ্রাম নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন  
বিহারী বসু মুন্সী মহাশয়ের আদেশে  
দেবুড় দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হাতে  
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টা-  
চার্য্য দ্বারা প্রকাশিত ।



কলিকাতা,

পটলভাঙ্গা, ৪ নং কলেজ-স্কয়ার সম্মুখস্থ

ইনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯৬ সাল

## উপহার পত্রিকা।

বিবিধ সঙ্গুণ কুসুমালঙ্কৃত উদার চিত্ত কাইগ্রাম  
নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন বিহারী  
বসু মুন্সী মহোদয় কবকমলেষু।

মহাশয়। আমরা 'পত্রাষ্টককাব্যোত্তর কাব্য'  
পাঠ কবিয়া কথা প্রসঙ্গে বর্ণিতাছিলেম, 'আমাদের  
বিদ্যালয় সমূহে প্রকৃতি সম্পর্ক এমন একখানিও  
স্বাস্থ্যবক্ষা নাই,—যাহাতে শিক্ষার্থীরা বাল্যকাল  
হইতে পথ্যাপথ্যেবৈদিক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারে।'।  
সেই কথা, সর্বদা আমার হৃদয়ে জাগরুক ছিল।  
তজ্জন্য আমি অনেক আশংস স্বীকার পূর্বক, এই  
'স্বতুপথ্য' খানি বালকগণের উপযুক্ত কবিয়া সং-  
ক্ষিপ্তে সংকলন কবিলাম। আপনি প্রীতি প্রফুল্ল  
হৃদয়ে ইহাও মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বিবয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য  
কবিয়া আমার চিবস্বলণ্য হইয়াছেন। তদ্বিধায় এই,  
গ্রন্থ মহাশয়ই কবপল্লবে উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীবাটী স্বল }

শ্রীনিবাবনত বশদ

শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল শর্ম্মা।

## বিজ্ঞাপন ।

কালই আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক । কালই সমস্ত  
 সুখ দুঃখেব হেতুভূত হইয়া । অবিশ্রান্ত আসিতেছে ও যাইতেছে ।  
 সেই ওভাওভময় কালের সহিত যিনি যেকপ ব্যবহার করেন,  
 তিনি সেইকপ ফলপ্রাপ্ত হন ।—ইহা অনন্তকালের চিরন্তন  
 নিয়ম । আমাদের ত্রিকালদর্শী মহদি বাসদেবের একটা উক্তি  
 আছে,—‘সমস্ত দিনমানটা এই ভাবে চল, যেন বাত্রে স্নেহে  
 নিদ্রা হয়, সম্বৎসরের দশমাস এইকপে চালাও, যেন বর্ষাব হ্রাস  
 স্নেহে যায়; যৌবন কালটা এই প্রকারে অতিবাহিত কর,  
 যাহাতে বৃদ্ধকালটা স্নেহে অতীত হয়, এবং ইহকালটা এই  
 প্রকারে গত করিবে, যদ্বারা পবকালে স্নেহে থাকিতে পার।’  
 একটু বিবেচনা পূর্বক দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, উক্ত মূল-  
 ময় আদেশ সকল প্রতিপালনের প্রধান ও প্রথম উপায় স্বাস্থ্য ।  
 শরীর সুস্থ না থাকিলে, কি অতুল ঐশ্বর্য্য, কি প্রভূত যশোরাশি,  
 কি প্রীতিপ্রদ পরিবাববর্গ, কিছুই আনন্দকর হয় না । সুতরাং  
 সদস্য বিবেচনাও খর্ব্বতা জন্মে । যার ওভাওভ বিবেচনা  
 শক্তি হীন হইল, তিনি আর কোথায় কিসে সুখলাভ করিবেন ?  
 এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও  
 মোক্ষ সাধনের মূলস্বরূপ করিয়াছেন—‘ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানামা-  
 ব্রাহ্মণ্য মূলমুত্তমম্ ।’ এই স্বাস্থ্য আবাব কাল সাপেক্ষ, কারণ  
 স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বকালে একরূপ নিয়মের অধীন হইলে

মঙ্গল নাই। যেমন বর্ষাতে মধ্য মধ্যে বিরচন দ্বাৰা দেহ শোধনেৰ বিধি আছে, উহা ঐশ্বকালে পবিত্ৰত্ব, ইত্যাদি ইত্যাদি। কি আক্ষেপেৰ বিষয়, আমাদেৱ বিদ্যালয় সমূহে কাল ধৰ্ম্মানুগত প্ৰকৃতিৰ অনুযায়ী স্বাস্থ্য বক্ষা নাই। একতঃ দেশে সম্প্ৰতি প্ৰকৃত বৈদ্য চিকিৎসকেৰ অভাব, তাহাতে আবার সাত সমুদ্ৰ তেৰ নদী পাব হিম প্ৰধান দেশেৰ উষ্ণ বীৰ্য্য ঔষধ, এই উষ্ণ প্ৰধান দেশে সমধিক মাত্ৰায় প্ৰয়োগাদিতে, এবং আৰ্য্য সদাচাবেৰ পৰিবৰ্ত্তে বৈদেশিক প্ৰণালীৰ ( সম্পূৰ্ণ অযোগ্য হইলেও) অনুকৰণ জন্ত, জবাজীৰ্ণতা, অকালমৃত্যু প্ৰভৃতি বিবিধ বিড়ম্বনাৰ দেশ বড়ই বিত্ৰত।

বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বৰ যে প্ৰকৃতিকে কি ধৰ্ম্মানুসাবে কখন কোন অলঙ্কাৰে অলঙ্কৃত কৰেন, কখন কোন বসে বসিকা, এবং কখনই বা কোন দোষ দূষিতা ও কোন গুণই বা পৰিপূৰ্ণ রাখেন, আৰ সেই মহা প্ৰকৃতিৰ সহিত মানব প্ৰকৃতিবই বা কি প্ৰকাৰ সম্বন্ধ, তাহা আমাদেৰ পূৰ্বতন মনীষি ঋষিগণ বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। অতএৱ তাহাদেৰ ব্যবস্থাপিত বিধিৰ অনুসৰণ কৰিলে যে আমাদেৰ সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বথা মঙ্গল, আজ কাল দেশেৰ হিন্দুধৰ্ম্মেৰ পুনৰান্দোলনই তাৰ প্ৰমাণ স্থল। বলা বাহুল্য,—পণ্ডিত শশধৰ তৰ্ক চূড়ামণি মহাশয়, নিজ ‘ধৰ্ম্ম ব্যাখ্যা’ৰ এক স্থলে বিশেষ বিচাৰ পূৰ্বক দেখাইয়াছেন, এই ভাৰতবৰ্ষই পূৰ্ণ মস্তিষ্ক মনুষ্যেৰ একমাত্ৰ জন্মস্থান। এদেশেৰ প্ৰকৃতিৰ এমনি প্ৰকৃতি যে, এ স্থানেৰ মানুহ যে পৰিমাণে পূৰ্ণাঙ্গ হয়, অত কোন দেশেৰ প্ৰকৃতিতে ততদ্ৰ হইবার সম্ভা-বনা নাই। কাৰণ ঈশ্বৰ সৃষ্টি কৰেন, প্ৰকৃতি পুষ্টি দেন,—

যে দেশেব যেমন প্রকৃতি, মানুষও তত্পর্যুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি স্বপ্রকৃতি পবিত্র্যাগ পূর্বক পর প্রকৃতির উপাসক হন তাঁহার কখন মঙ্গল নাই, যেমন অন্ন ও মিষ্ট দুই প্রকাব রসই খাদ্য হইলেও, মিষ্টান্ন যদি নিজ ধর্ম মিষ্টতাকে পবিত্র্যাগ পূর্বক অন্নত্ব গ্রহণ কবে, তাহা হইলে সেই মিষ্টান্ন কি আর উপাদেয় বলিয়া গণ্য হয়? সকল বিষয়েই এই প্রকাব। অতএব স্বাস্থ্যবক্ষার্থ স্বদেশীয় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা যে নিতান্ত কর্তব্য ও শ্রেয়স্কর, তাহা অবশ্য সকল মহাত্মাই স্বীকার কবিবেন। এই জন্তই, ধৃতিমান মহর্ষিগণ স্বীকৃত প্রাকৃতিক ব্যবস্থাক্রমও এই স্বাস্থ্য বক্ষা (ঋতু পথ্য) সংক্ষেপে প্রকাশ কবিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ঋতুর লক্ষণ, শরীরের ধর্ম, পথ্য বিধি ও পথ্য নিষেধ মাত্র উক্ত হইল। ইহা একখানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (নোচাবেল ফিলোজফি)। ইহাতে বস্তু বিচার, জ্যোতিষ, শারীরিক ও মানসিক ধর্মের সহিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের সম্বন্ধ সমুদয় দিন যামিনীর মধ্যে ছয় ঋতুর বিকাশ বিলয়, প্রভৃতি সূক্ষ্ম দর্শন বিষয়ীভূত শিবিদ তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম নিহিত আছে। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে যাঁহা কিছু প্রকাশিত হইল, তাহাতে সাধা বণের কথঞ্চিৎও উপকাব দর্শিলে এবং সমুদয় স্বদেশপ্রিয় পাঠক মহাত্মাবা, অন্ততঃ ভাল কথার আন্দোলনও ভাল, এই বিবেচনায় আমার উৎসাহী কবিলেই, সকল শ্রম সার্থক বিবেচন করিয়া, ইহার দ্বিতীয় ভাগে সে সমস্ত বিষয়ই বিবৃত করিব। তাহাতে ষড়রস বিচারের ও বাঙ্কা থাকিল।

গুরুত 'আয়ুর্কৌদ বিজ্ঞান' শ্রীবাটী সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত 'চিন্তরঞ্জিনী' নামী ঋতু পত্রিকার কাটোয়ার অন

রবল মাজিষ্ট্রেট—বাবু বাম বাম চন্দ্র মহাশয়ের আলোচিত  
 ‘ঋতু চর্য্যা’ মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছয় ঋতু বর্ণন  
 শ্রুতি বিবিধ বিষয় দৃষ্টে এই ‘ঋতু পথ্য’ সংকলিত হইল।  
 ইহা কাহাবও অবিকল অনুবাদ নহে। বিষয়মাত্র অবলম্বনে  
 নাধাবণেব বোধ সৌকর্য্যার্থে সবল ও রীতিক্রমে লিখিয়াছি।  
 ইহাব যাবতীয় নিয়ম যে ব্যক্তি মাত্রেবই হিতকাবী হইবে, এমত  
 বলা যাইতে পাবেনা। যেহেতু ইহা কেবল সুস্থ ব্যক্তিব পক্ষে  
 বিধেয। “সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুঃ মলক্রিয়ঃ। প্রসন্না-  
 ংদ্রিয় মনাঃ স্বস্থ্যেত্যহ ভিধীয়তে ॥” ঠিক ঐ প্রকাবের সুস্থ  
 ব্যক্তিব সংখ্যা খুব কম, অপব যিনি যে প্রকৃতিব অধীন হইয়া  
 জন্ম গ্রহণ কবিযাছেন, সেই প্রকৃতিতে থাকিলে তাঁহাকেও  
 সুস্থ বলা যায়। যাহা হউক, এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে সে সকল গুরু-  
 তর বিষয়ের বাদ বিচায আবশ্যক বোধ কবা গেল না। ইহা-  
 তেই হযত অনেক বলিবেন, ‘ছেলে চেযে ছেলের মাথা ভাবী’,  
 বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞাপন বেশী। কিন্তু “বান্ধালী সববৎ ভাল  
 গাসে, বিজ্ঞান কপ কঠিন দ্রব্য চর্ষণ কবিতে গেলেই দাঁত  
 চাক্সে,” তাই ভাবিয়া, ইহাব উদ্দেশ্য মন্ম প্রকাশ জন্য এতটুকু  
 কিতে হইল। যাহা হউক, এক্ষণে বিজ্ঞপাঠক মহাশয়ের  
 টংসাহ প্রদান কবিলেই বাধিত হইব।—এই আমাব বিনীত  
 দায়ের প্রার্থনা।

পবিশেষে অশেষ কৃতজ্ঞতায সহিত স্বীকায কবি যে—খ্যাত  
 ামা ৬গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সুশিক্ষিত ছাত্র  
 জ্যোতী নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন কবিরাজ মহাশয়ের ও  
 বাটী বিবিধ জ্ঞান প্রদায়িনী সভার আন্তরুল্যা, এগ্রন্থের অনেক

[ ১০ ]

অবলম্ব্য। দেহুড় দবিজ বাক্য পুস্তকালয়ের সভ্য পত্রাষ্টক  
কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থকাব শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য  
মহাশয় ও পূর্বস্থলী ছায়াব ক্লাসস্কুলেব ছেড মাষ্টার বাবু  
রামচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এ মহাশয়, আমার এই বিষয়ে উৎ-  
সাহিদানে অশেষ অনুগৃহীত কবিষাছেন। তাঁহাদের অনুবোধে  
পুস্তক শেষে গুটিকতক হিতকাবী সংক্ষিপ্ত সাধাবণ নিয়ম দিলাম।  
ইতি।

শ্রীবাটী স্কুল {  
১৯৯৬ সাল {

বিনয়াবনত  
শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল শর্মা।

## উপক্রমণিকা।

যখন দেশ ভেদে ঋতু ভেদ দৃষ্ট হয়, ও ঋতুর বিকাশ সম্বন্ধে নানা মূনিব নানা মত দেখা যায়, \* তখন লক্ষণানুসারে ঋতু নির্ধারণ করাই কর্তব্য। বাস্তবিক, অত্র প্রত্যেক ঋতুর লক্ষণ সমস্ত উত্তম রূপে জন্মদায়ক না হইলে, ততঃ ঋতুব আচাব ব্যবহার প্রতিপালন করা কিরূপে হইতে পারে? সেই জন্যই আখ্য চিকিৎসকগণ ঋতুর লক্ষণ সকল লিখিতে, বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ কাব্যকারগণের ন্যায় প্রকৃতিকে অতি বঞ্জিত করেন নাই।

বৈদ্যকশাস্ত্র বাভট গ্রন্থে জৈষ্ঠাদি ষাটশ মাস ক্রমে ( দুই দুই মাসে ) গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতুর উদয় কাল নির্দিষ্ট আছে। বর্তমান কালেও ঐ ক্রমে ঋতুর লক্ষণ সকল

\* ঋতুব উদয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে পৃথক পৃথক সময় নির্দিষ্ট আছে, তাহাব কাবণ, সকল শাস্ত্র সমকালীন নহে। শাস্ত্রকারেবা নিজ নিজ সময়ে যে ক্রমে ষড় ঋতুব প্রকাশ দেখিয়াছেন, তাহাই আপনাপন গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। যদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈশাখাদি দুই দুই মাসে গ্রীষ্মাদি ক্রমে ছয় ঋতু ধরিয়াছেন। স্মৃতিতে কার্তিকাদি ছয় মাসে শীত ও বৈশাখাদি ছয়মাসে গ্রীষ্ম ঋতু মাত্র উল্লেখ আছে। মহাকবি কালিদাস ঋতুসংহারে মাস নির্ণয় আদৌ করেন নাই। ইত্যাদি।



লক্ষিত ; অতএব এই ঋতু পথ্যেও তদনুসারে ছয় ঋতুর প্রকাশ কাল ধর্ম্মিয়া, ঋতু ব্যবহার বিধির উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম । ‘চায়ণের’ ( বৎসরের ) ‘অগ্র’ প্রথম বলিয়া, ঋতুগণনার প্রাচীন প্রথানুসারে অগ্রহায়ণ পৌষ ( হেমন্ত ) ঋতুকে ছয় ঋতুর প্রথম ধর্ম্মিলাম ।

সূর্য্যের গতি অনুসারে আদান ও বিসর্গ ভেদে সম্বৎসর (ছয় ঋতু) দুই ভাগে বিভক্ত । শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে মানুষের বল আদান (গ্রহণ) কবে বলিয়া ঐ কালের নাম আদান কাল । সচরাচর উহাকে উত্তরায়ণ কহিয়া থাকে । এই কালে সূর্য্য ও বায়ু অত্যন্ত রক্ষ এবং তীক্ষ্ণ হয় । শীত ঋতুতে তিক্ত, বসন্তে কষায় ও গ্রীষ্মে কটুরস বলবান হইয়া থাকে । বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে মানুষের বল বিসর্জন (প্রদান) করে বলিয়া ঐ কালের নাম বিসর্গ কাল । সচরাচর উহাকে দক্ষিণায়ন কহিয়া থাকে । এই সময়ে চন্দ্র বলবান ও সূর্য্য তেজোহীন হয় । বর্ষাতে অন্ন, শরতে লবণ এবং হেমন্তে মধুরস বীৰ্য্যবান হইয়া থাকে ।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে,—ঋতু বিপর্য্যয় অর্থাৎ এক ঋতুতে ইঠাৎ অন্য ঋতুর লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে, তদ্ব্যতিরিক্ত আচরণই প্রয়োজন ; কিম্বা উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য । ইতি

---

## সংক্ষিপ্ত ঋতু-পথ্য।

হেমন্ত ঋতু।

( অগ্রহায়ণ, পৌষ । )

হেমন্ত ঋতুৰ লক্ষণ ।

ধূলী ধূমে ধরা সদা সমাচ্ছন্ন রয় ।  
উত্তরেতে যত বায়, তত শীত হয় ॥  
প্রভাতে দুর্বার ক্ষেত্রে শিশিরের দল ;  
শোভে অনুপম যেন মুকুতার ফল ।  
শ্যামাঙ্গ শস্ত্রের ক্ষেত্র স্বর্ণ বর্ণ ধরে ;  
শীমূল অগস্ত্য কুন্দে দিক্ শোভা করে ।  
পুষ্পাগ প্রিয়ঙ্গু লোধ তরুল তাগণ ;  
কুসুমিত হ'য়ে, শোভা করয়ে ধারণ ।  
মেঘ হস্তী কাক ফিঙ্গা মহিষ গণ্ডার ;  
হয় সবে দর্পাধিত, শ্রীযুক্ত আকার ।  
রাজিমান বাড়ে আর দিবা হ্রস্ব হয় ;  
নিস্তেজ তপন করে অগ্নি কোণাঙ্গর ।

কত দীন হীনে করে অগ্নি আলিঙ্গন ;

দুরন্ত হেমন্ত ধরে এ সব লক্ষণ ।

শরীবের ধর্ম ।

শীত জন্ম লোমকূপ সকল রুদ্ধ হয় বলিয়া, জঠরাগ্নি প্রবল হয় এবং তজ্জন্য বায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে । অতএব এই সময়ে উপযুক্ত আহারের অভাব হইলে, ঐ প্রদীপ্ত অগ্নি ক্রমশঃ রস, বক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুকে ক্ষয় কবে ।

পথ্য বিধি ।

প্রাতে সমপরিমাণ শুষ্ঠীগহ হরিতকি চূর্ণ এক তোলা । \*

মাষকলায়, গোধূমচূর্ণ, ইক্ষুবস, অন্যকালাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে তৈল ঘৃতাদি দ্রব্য প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, সর্কাদি—বিশেষতঃ মস্তকে উত্তমরূপে তৈল মর্দন, মাংস, (মাংসানীর পক্ষে) এবং মধুর, অম্ল ও লবণ রসাপ্রিত দ্রব্য ।

\* প্রত্যহ রীতিমত হরিতকি সেবন করিলে, জরা সহসা আক্রমণ করিতে পারে না । যে যে ঋতুতে যে যে অল্পপান সহ ইহার সেবন বিধি আছে, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইল ।

শীত ঋতু ।

৩

পথ্য নিষেধ ।

কটু, তিক্ত ও কষায় রস প্রাধান (১) ও অপুষ্টিকর  
নামগ্রী আহার এবং শীতভোগ ।

শীত ঋতু ।

( মাঘ, ফাল্গুন । )

শীত ঋতুর লক্ষণ ।

শিশিরে—চন্দ্রমা তারা শোভাহীন করে ;

দিবাকর হিমকরে সাম্য গুণ ধরে ।

রজনীর হিমপাতে, প্রবল বাতাসে,

বিকম্পিত কলেবর, ভীষণ তরাসে ।

( ১ ) যে যে ঋতুতে যে যে রস নিষিদ্ধ, তাহা যে এক-  
কালেই পবিত্যজ্য এমত নহে ; এবং যে যে ঋতুতে যে যে রসের  
সেবন বিধি আছে, তাহা যে অধিক মাত্রায় সেব্য নয়, ইহাও  
বলা বাহুল্য । এই কালেব খাদ্য সম্বন্ধে শ্রুত বলেন :—গুরুপাক  
দ্রব্য ভোজনে অমার্জীর্ণ হয় । বাস্তবিক কার্তিকেব শেষ ও অগ্র-  
ভাগেব প্রথমই অন্ন পীড়ার আধিক্য দেখা যায় ।—অতএব এই  
কালে লবুপাক অথচ পুষ্টিকর সামগ্রী আহাবই কর্তব্য । বহু-  
কালেব পরীক্ষিত শাস্ত্রবিবিমাত্রেবই পক্ষপাতী না হইয়া, দেশকাল  
পাত্র বিবেচনা পূর্বক ‘ক্ষেত্রকর্ম বিধীয়তে’, এই সাধু স্মৃতি,  
কথাবও সম্মান রাখা প্রয়োজনক বুদ্ধিতে হইবে ।

বিশেষ বাদল বর্ষা যে দিনেতে ঘটে,  
 রক্ষা নাই অগ্নি বিনা, মাঠে ঘাটে মঠে ।  
 মটর সরিসা মুগ, রবি খন্দ যত,  
 শ্যাম বর্ণে করে শোভা ক্ষেত্র শত শত ।  
 সে শস্য সুপক হয় কুয়াসা-জীবনে,  
 কিস্বা রজনীর ঘোর শিশির পতনে ।  
 করবী চন্দ্র মল্লিকা ফুল ফুটে কত ;  
 সিলেট কমলা পাকে ফল শত শত ।  
 কিছু দিন সুখদান করে দিবাকর ;  
 ক্রমে ক্রমে ঋতু অন্তে হয় ভয়ঙ্কর ।

শরীবের ধর্ম্য ।

হেমন্ত অপেক্ষা এইকালে রক্তগুণ অধিক হয় ।

পথ্য ।

প্রাতে সমপরিমাণ পিঁপুল চূর্ণসহ হরিতকি চূর্ণ  
 এক তোলা ।

এইকালে শীত ও রক্তগুণ প্রবল হয় বলিয়া, হেম-  
 স্তোত্র নিয়ম সমুদায় বিশেষরূপে প্রতিপাল্য ।

বসন্ত ঋতু ।

## বসন্ত ঋতু ।

( চৈত্র, বৈশাখ । )

বসন্ত ঋতুর লক্ষণ ।

অশোক চম্পকাদির মৌগন্ধের সহ ;  
সুখের মলয় বায় বহে অহরহ !  
ভ্রমর গুঞ্জন যুক্ত কোকিলের 'কুহ' ;  
সুধা বরিষণে যেন, কর্ণে মুহুমুহুঃ ।  
রবিতাপে ক্ষুধা ধরা, কিন্তু পদ্মবন ;  
কত শোভা ধরে সে যে, না যায় বর্ণন ।  
কোন বৃক্ষ কিশলয়ে শোভা পায় কত ;  
কোন বিটপীর শিরে মুকুল উদ্গত ।  
কারো শিরে মুঞ্জরী—গুঞ্জরে অলি তায় ;  
কোন তরু দোলে ল'য়ে নব লতিকায় ।  
তরমুজ খরমুজ ক্ষীরে হয় কত ফল ;  
জাতী যুথী বেল ফুলে শোভে বনস্থল ।  
বসন্তে সন্তোষযুক্ত, সকলি সরস ;  
নয়নের প্রীতিভাব ধরে দিক্ দশ ।  
স্বর্গ যেন সমকক্ষ দেখিয়া ধরায় ;  
পীড়া দেয় বৈকালিক ঋটিকা শিলায় ।

নানা পক্ষী বৃক্ষ' পরে গায় নানা গীতি ;  
পুলকে পূর্ণিত ধরা, বসন্তের রীতি ।

---

শরীবের ধর্ম ।

শীত ঋতুৰ সঞ্চিত কফ, বসন্তের বৌদ্ধে দ্রবীভূত  
ও সর্কদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অগ্নিনাশ ও বিবিধ বোগোৎ-  
পাদন করে । তাহা কক জন্যই জানিতে হইবে ।

পথ্য বিধি ।

প্রাতে সমপরিমাণ মধু ও হরিতকি চূর্ণ এক  
তোলা । নস্য গ্রহণ, \* রুক্ষভোজন, ব্যায়াম, গাত্র-  
মার্জন, ও পায় পায় ঘর্ষণ, এই সকল ক্রিয়া দ্বারা  
প্ররুদ্ধ কফ বিনষ্ট হয় । কটু, তিক্ত, কষায় রসযুক্ত  
দ্রব্য ভক্ষণ, ভ্রমণ, এবং পীতবর্ণে রঞ্জিত কাপাস বস্ত্র  
পরিধান ।

---

\* প্রতিদিন নিয়মত কটু তৈলাদির নস্য গ্রহণ অভ্যাস  
করী কৰ্ত্তব্য । তাহাতে মুখেৰ দুর্গন্ধ নষ্ট, স্বর শিথল, ও ইঞ্জিয়-  
গণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয় । কফ দমন জন্য প্রাতে, পিত্ত দমন  
দ্বিত্ত মধ্যাহ্নে এবং বায়ু দমন কারণ সায়ংকালে নস্য গ্রহণ  
বিধেয় ।

গ্রীষ্ম ঋতু ।

৭

পথ্য নিষেধ ।

গুরু, শীতল, অম্ল ও মিষ্ট দ্রব্য, অতি ভোজন,  
এবং দিবা নিদ্রা । ( ১ )

গ্রীষ্ম ঋতু ।

( জৈষ্ঠ, আষাঢ় । )

গ্রীষ্ম ঋতুব লক্ষণ ।

তপনের তাপে ধবা অধীরা সতত ;

মন্দ গতি নদ নদী শুষ্ক বিল যত ।

( ১ ) দিবা নিদ্রায় কফের বৃদ্ধি হয়, অতএব ইহা সকল  
সময়েই নিষিদ্ধ হইলেও এই কালে বিশেষ নিষেধ মানিতে  
হইবে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে অল্প সময় জন্য দিবা নিদ্রা তত  
দোষাবহ নহে। দৈবসিক নিদ্রা যাহাদের নিতান্ত অভ্যস্ত,  
তাঁহারা হঠাৎ উহা পরিত্যাগ করিলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত  
হয়। বাহা হউক, দিবানিদ্রা যে নিতান্ত দুষণীয়, তাহা ভাবিয়া  
উহাতে সাবধান থাকাই কর্তব্য। কিন্তু ব্যায়ামশ্রান্ত, পথ-  
শ্রান্ত, অশ্বাদি বানাবোহণে ক্লান্ত, অতিসার, শূল, শ্বাস, ও বায়ু  
রোগাক্রান্ত ; রসাজীর্ণ, তিকা ও তৃষ্ণাতুর ; মদাত্যয়ী, এবং ক্লীণ-  
দেহ, ক্লীণকফ, শিশু, বৃদ্ধ, রাত্রি জাগরিত, ও উপবাসীর পক্ষে  
দিবানিদ্রা যথেষ্ট সেবনীয়।



ধূলা কুটী পাতা লয়ে নৈঋত পবন ;  
 শুষ্ক বৃক্ষ বল্লী লয়ে করয়ে ক্রীড়ন ।  
 পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, ঘর্ম্মসিক্ত দেহ ;  
 শীত দ্রব্য শীতস্থান, সবে করে স্নেহ ।  
 মহিষ কুকুর গণে প্রমাদ গনিয়া ;  
 বাষ্প দেয় জলে দ্রুত বিসর্গ হইয়া ।  
 ভ্রান্তি যুক্ত চক্রবাক চক্রবাকী দল ;  
 যুগকুল পানাকুল, সতত চঞ্চল ।  
 পক্ষীকুল বৃক্ষপরে হইয়া নীরব ;  
 বদন বাদান কবি, হাঁফ ছাড়ে সব ।  
 প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপ সহ্য নাহি যায় ;  
 খর্জুর কাঁটাল আম, জাম পাকে যায় ।  
 সময় সময় করি, বারি বরিষণ ;  
 বারিদ নিচয় করে দয়া প্রকাশন ।

---

শরীবের ধর্ম্ম ।

বসন্তের সঞ্চিত কফ, এই সময়ে স্বভাবতঃ কুপিত  
 হয় । সূর্য্যের তীক্ষ্ণতা জন্য শ্লেষ্মার ক্ষয় হইয়া থাকে  
 তজ্জন্য বায়ু বৃদ্ধি হয় ।

পথ্য বিধি ।

প্রাতে সমপরিমাণ গুডনহ রবিতকি চূর্ণ এক তোলা । ভাজা কড়াই গুঁড়া কবিয়া চিনি ও কপূর্ব-সহ লাড়ু, \* মুগেব ঘূর, মধুব ও শীতল দ্রব্য, পুরাতন গুড, সুশীতল জলে স্নান, স্নানোদ্রব্য ব্যবহার এবং স্নান পবিত্রাব কার্পাস-বস্ত্র পরিধান । †

পথ্য নিষেধ ।

রৌদ্র সেবন, বেদ্রতাপিত নমল জল পান (১) অন্ন, লবণ কটু, উষ্ণ ও তৃষ্ণ দ্রব্য এবং অধিক পরিমাণে জলপান ।

\* চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহাকে ‘শশাঙ্ক-কিবণ’ কহে ।

† অনেকে বাহাদুরী কবিয়া এই কাল সাটান আল্পাকাঙ্গি উষ্ণ গুণ প্রধান বস্ত্র ব্যবহার করেন । কিন্তু ইহা অন্যায় ও অযুক্তিকর । কার্পাস বস্ত্রের প্রধান গুণ এই যে, ইহা বাহিরের তাপ গ্রহণ না করিয়া, শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতাকে রক্ষা করে । কিন্তু বেশমী বা পশমী বস্ত্র, বাহিরের তাপ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শরীরগত স্বাভাবিক তাপের বৃদ্ধিপূরক কষ্টদায়ক হয়, এবং অধিক ঘর্ষণাদি জন্য চর্মবোগাদি উৎপাদন করে ।

(১) দৃষ্টিমূল বায়ু জল ও খাদ্য, এই তিনটি স্বাস্থ্যরক্ষার মূল উপকরণ । অতএব ইহা যে সকল সময়ই নিত্য প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য ।

## বর্ষা ঋতু ।

( শ্রাবণ, ভাদ্র । )

বর্ষা ঋতুর লক্ষণ ।

মহামেঘে আকাশের নাহি অবকাশ ;  
 ঘন ঘন ঘনমাঝে দামিনী বিকাশ ।  
 চন্দ্র সূর্য্য তারা দলে দেখা নাহি যায় ;  
 দশদিগ্ করে যেন, অন্ধকার প্রায় ।  
 ময়ূব ময়ূবী নাচে, স্মৃথী চাতকিনী ;  
 ভেকে স্মৃথে করে বব, কি দিবা যামিনী ।  
 বরষণে ক্ষান্ত মেঘ, নহে কদাচন ;  
 পশ্চিম বাতাসে কবে অসুখ ঘটন ।  
 নদ নদী বিল খাল একীভূত' সব ;  
 মত্ত হস্তী তুলা মেঘ, করে সদা রব ।  
 পান্থদলে ক্ষান্ত এবে পথ পর্যাটনে ;  
 আপনারে ঢাকে ধরা, সুনীল বসনে ।  
 করে ইন্দ্রগোপ কত, ভূতলের শোভা :  
 আকাশে ইন্দ্রের ধনু, অতি মনোলোভা ।  
 কেতকী কদম্ব শাল, কুটজ মালতী  
 কাননে বিকাশ পায়, পুষ্প নানা জাতি ।

আনারস আতা আর দাড়িম্ব পিয়ারা  
কত মৃত পাকে ফল, বরিষার ধারা ।

শবীবের ধন্দ ।

এইকালে কৰ্দমময় জল পানে অগ্নিমান্দ্য হয়,  
জলসিক্ত শীতল বায়ু স্পর্শে দেহস্থ বায়ু দূষিত হয়,  
উষ্ণিত ভূবাষ্পে ও পানীয় জল পবিপাক কালে বার্ষার  
স্বাভাবিক নিয়মে তাহা অল্প হইয়া পিত্তকে দূষিত  
করে । কফ স্বভাবতই দোষযুক্ত হইয়া থাকে । এই  
রূপে বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় পবস্পব পবস্পবকে  
দূষিত করে । এই কালেই নানাবিধে জল সঞ্চারের  
ন্যায়, দেহ মধ্যে শরৎ ও হেমন্তের ভাবী পীড়া সকলের  
কাবণ জন্মায় ।

পথ্য বিধি ।

প্রাতে সমপরিমাণ নৈরব্ধ লবণসহ হরিতকি চূর্ণ  
এক তোলা । মধ্যে মধ্যে বিবেচন ছাড়া দেহ শোধন, মেঘ  
জল, কুপ জল, মিক্কজল, পুৰাতন তণ্ডুলান্ন, অত্যন্ত বাদ-  
লার দিন লবণ ও অল্পরস যুক্ত এবং যাহাতে তৈল বা  
গুত ভাগ আছে অথচ লঘুপাক দ্রব্য মধু সংযোগে

সেবনীয় । স্থূল ও পরিস্কৃত বস্ত্র \* দ্বারা সৰ্বদা  
দেহারত ।

পথ্য নিষেধ ।

দিবানিদ্রা, অতিশ্রম, বৌদ্ধ সেবন, নদ্যাতির সমল  
জলপান, ভৃষ্ট দ্রব্য (১) ও পূর্ন বায়ু । ভূমিতে শয্যা  
পাডিয়া শয়ন ।

## শরৎ ঋতু।

( আশ্বিন, কার্তিক )

শবৎ ঋতুব লক্ষণ ।

চন্দ্র তারা সরোবর বন উপবন ,  
হাসিতেছে উল্লাসেতে গিরির ভবন ।

\* শুক্লস্ত শুভদং বস্ত্রং শীতাতপ নিবাবণং ।

নচোক্ষ নচ বা শীতং তন্তু বর্ষায়ু ধাবয়েৎ ॥

( ভাব প্রকাশ । )

(১) এই সময়ে অনেকে সাধ কবিষাচাল কড়াই প্রভৃতি ভৃষ্ট-  
দ্রব্য খাইয়া থাকেন । ইহা তাঁহারা এককালে অনাগ্রাসে পবি-  
ত্যাগ কবিতে পারেন । কিন্তু দেখিতে হইবে, ‘স্বভাব নরোপবি  
প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে।’ অতএব  
তাঁহারা যে বিষয়ে একান্ত অভ্যাসের অধীন, তাঁহারা যেন হঠাৎ  
অভ্যাসের পবিবর্তন ঘটাইয়া অন্য নিয়মে বাধ্য না হন , তবে  
সে অভ্যাস অবশ্য কুঅভ্যাস হইলে, তাহা ক্রমশঃ পরিত্যাগ  
করাই শুভদায়ক ।

দৃষ্টিমাত্র ধান্য ক্ষেত্র, নেত্র তৃপ্ত হয় ।  
 শিশিরে শ্রীভষ্টে হাস্য । কমল নিচয় !  
 সেফালিকা ইন্দীবব কুমুদ কফলায় ,  
 কাশাদি বিবিধ পুষ্প শোভে চমৎকার ।  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাজাতি তক লতাগণ ,  
 নিম্ন উচ্চ সমভূমি, করে আচ্ছাদন ।  
 কভু কভু নীলাকাশে উঠি মেঘদল ,  
 'গর' 'গব গর্জে', কিন্তু বর্ষে অল্পজল ।  
 হংস বক চক্রবাক—নানা জনচর ,  
 নির্মল সলিল পেয়ে, পুলক অন্তর ।  
 পূর্ব মত নহে আব, কর্দ্দমের ক্লেশ ,  
 সুখে করে পথিকেরা এদেশ ওদেশ ।  
 তাল লেবু নাবিকেল, গুবাক প্রভৃতি ,  
 পাকে নানাবিধ ফল শবতের রীতি ।

শবতের দশ্য ।

বর্ষাব সঞ্চিত পিত্ত, এইকালে সহন। সূর্য্যোব তীক্ষ্ণ  
 তেজস্পর্শে কুপিত (দূষিত) হইয়া, জ্ববাতি \* বিবিধ  
 বোগাৎপাদন করে ।

অনেকে কার্তিকের শেষ ৩ অগ্রহারণের প্রথম ফালে  
 ('কার্তিকের সাত আগনের আট') সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু

পথ্য বিধি ।

প্রাতে সমপরিমাণ চিনির সহিত হবিতকী চূর্ণ এক তোলা ।

পটল পত্রাদি তিক্ত দ্রব্য, যে জলে চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ বিশেষরূপে পড়ে, সেই জল পান, নম্রত শালী তণ্ডুলের অন্ন, মুগযুষ, চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ, নিশাব বায়ু ও চন্দ্র কিরণ সেবন, এবং কাষায় \* বস্ত্র পরিধান ।

পথ্য নিষেধ ।

বৌদ্ধ সেবন, শিশির সন্তোষ, পূর্ণাহার, পূর্ব্ববায়ু, দধি, তৈল, চক্কী, কটু, তিক্ত, ও ভৃষ্ট দ্রব্য ।

## সাধারণ নিয়মাবলী ।

প্রাতঃকৃত্য ।

ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শয্যা ত্যাগ করিয়া মুখাদি ধৌত করিবে । হার পব মল মুত্র ত্যাগান্তে দন্ত ধাবণ বিধি । প্রত্যহ কোষ্ঠ এজির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । মল মুত্রাদিব বেগ ধাবণও নিতান্ত

সময়ে নদীৰ সেতু না বাধিয়া, ভবা ভাদ্রে চেষ্ঠা করিলে কি হইবে ? আৰ্য্য চিকিৎসকগণ ও সময়ে ববং গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণেবই ব্যবস্থা দিয়াছেন । তাই বলি, সতর্ক তখন হওয়া অপেক্ষা, পিত্ত প্রশমনাদি ক্রিয়া বিষয়ে এই সময়ে সাবধান থাকাই শ্রেয়স্কর ।

\* মেধ্যং স্নশীতং পিত্তব্ধং কাষায়ং বস্ত্র মুচ্যতে ।

(১) “জায়ন্তে বিবিধা বোগাঃ প্রায়সো মল সঞ্চয়াৎ ।”

দোষজনক । ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ তুল্য স্থল, সবল, গ্রন্থি শূন্য, এবং অক্ষত দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জন কর্তব্য । সর্ষপ তৈল, সৈন্ধব লবণ, বা তেজপত্র চূর্ণ দ্বারাও দন্ত পবিত্রিত উত্তম হয় । দন্ত কাষ্ঠ বিষয়ে মধুব কাষ্ঠের মধ্যে মৌল, কটুব মধ্যে কবজ, তিস্তেব মধ্যে নিম্ব, ও কষায়েব মধ্যে খদিব শ্রেষ্ঠ । তত্ত্বিন্ন দেশ কালোপাত্র ভেদে ব্যবস্থা পৃথক । গুবাক, তাল, হিষ্টাল, কেতকী, তেবেট কাষ্ঠ, খজ্জুব, নাবিকেল এই সপ্ত তৃণ বাজের দন্তন নিতান্ত নিষিদ্ধ ।

গলা, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, ও দন্তেব পীড়া থাকিলে ও শ্বাস কাশ, নেত্র বোগ, এবং নবজবাদিতে দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন নিষিদ্ধ । জিহ্বা নির্লেখন ( জিব ছোলা ) দ্বারা জিহ্বাব মল পবিত্রাব কবিবে । অথবা দন্ত ধাবন যোগ্য কোমল কাষ্ঠ চিঁড়িয়া জিহ্বা পবিত্রাব বাখিবে । এই সকল কার্য্য নূর্য্যোদয়েব পূর্বেই প্রশস্ত ।

### ব্যায়াম ।

ব্যায়াম দ্বারা শরীরেব লঘুতা সম্পাদন, কর্ম্ম সামর্থ্য, ক্লেশ সহিষ্ণুতা, দোষক্ষয় ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে । নিয়মিত ব্যায়ামশীল ব্যক্তিব সহজে পীড়া জন্মে না । নির্দিষ্ট সময়ে, নিয়মিত কালে ও যাহাব যেমন বল, তাহাব অর্দ্ধেক শক্তিতে ( ঘর্ম্মোদ্যম পর্য্যন্ত ) ব্যায়াম কবা কর্তব্য । আহারান্তে, কৃশ ব্যক্তিব পক্ষে এবং তৃষ্ণা, অকচি, বমন ও ক্লান্তি হইলে এবং শ্বাস, কাশ ও কৃত বোগাদিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ । এদেশে শীত ও বসন্ত কালই ব্যায়ামেব প্রশস্ত সময় । অন্য সময়ে ব্যায়াম কবিলে মেহাদি বোগ জন্মে ; এত চিকিৎসা



শাস্ত্রের কথা ;—ধর্ম্ম শাস্ত্রে ( ইহাব গ্রীষ্মাদিকালে ব্যায়ামের )  
জন্য, প্রাশস্তিত্বের বিধি আছে ।

### স্নান ।

শরীর পবিত্রাব পবিচ্ছন্ন বাখা, স্বাস্থ্য রক্ষাব একটা প্রধান  
অঙ্গ । স্নান ক্রিয়াই তাহার উৎকৃষ্ট উপায় । স্নানের পূর্বে  
স্নেহ দ্রব্য ( তৈল ) ব্যবহার উত্তম বিধি । স্নান দ্বাৰা দেহ পবিত্র,  
বীৰ্য্য বৃদ্ধি, অগ্নি বৃদ্ধি ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, এবং শ্রম, স্নেহাদি  
শারীরিক মলনাশ হইয়া থাকে ।—সুতবাং মনের প্রদুল্লভা সম্পা-  
দন হয় । শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে নিত্য নিয়মানুসারে  
এক জলে স্নান কৰা কর্তব্য । আহাবেব অন্ততঃ এক ঘণ্টা  
পূর্বে, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আহাবেব তিন ঘণ্টা পবে  
নিশ্চল জলে স্নান কৰিবে । জলে নাশিবার পূর্বে মস্তকে জল  
সেক কৰা উত্তম নিয়ম । সিক্ত বস্ত্র কদাচ ব্যবহার কৰিবে না ।  
বলহীন, কথ ও পাবাদোষাদিগ্রস্ত ব্যক্তির লবণ মিশ্রিত ঈষৎ  
উষ্ণ জলে স্নান কৰা কর্তব্য । নবজব, কণ্ঠশূল, উদবাধান  
( পেটডাকা ) অকচি, ও অজীর্ণ বোগে স্নান নিষিদ্ধ । শরী-  
ৰের প্রকৃতি অনুসাবে মধুপ তৈল, তিল তৈল ও নারিকেল  
তৈল ব্যবহার কৰিবে ।

### আহার ।

দ্রবণ বাখা উচিত, ক্ষুধাশান্তিই আহাবেব প্রধান উদ্দেশ্য ।  
আপন ক্ষুধা অনুসাবে নিৰ্জ্বল নিশ্চল স্থানে, প্রফুল্ল মনে, পনি-  
কাব, টাটকা, পুষ্টিকৰ অথচ লঘুপাক দ্রব্য ধীবে ধীবে উত্তম  
রূপে চৰ্কন পূৰ্বক ভোজন কৰিবে । ক্ষুধাব সময জল পান বা

# ঋতু-রক্ষা ।



শ্রীকেশবনাথ সরকার কর্তৃক  
প্রণীত ।

---

১১ নং গোবর্দ্ধন দামেব লেন, কলিকাতা ।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক  
প্রকাশিত ।

---

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ ।

---

বেঙ্গল এজেন্সি ।  
কলিকাতা ।

---

১৯২৮ ।

## উৎসর্গ পত্র ।

---

যিনি আগার যৎসামান্তেই পরিভ্রষ্ট,

আমি

ভাঁহায়ে কর-কনলে

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি

অন্যের সহিত উৎসর্গ করিলাম ।

ঐকেনারনাথ সরকার,

ইশ্বরপুর মথুরা.

পাঠন ।

---

## বিজ্ঞাপন।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থখানি  
প্রণয়ন করিতে আমাকে বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী, নারী ও  
নারীদেহ-তত্ত্ব জড়িত কতিপয় পুস্তকের বিশেষ সাহায্য অবলম্বন  
করিতে হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

## প্রশংসা পত্র।

প্রিয় কেশর বাবু।

আপনার প্রণীত ঋতু-রক্ষা নামক পুস্তকখানি আত্মোপার্জ  
পাঠ করিলাম। উহা মানব জাতির জীবন রক্ষা ও বংশোন্নতির  
পক্ষে অতীব হিতকর ও অভাবশূন্যকীয় গ্রন্থ হইবে। অনেকেই  
সমুদ্রের না জানায় অকাল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য  
হন। আমার মতে প্রত্যেক বিবাহিত নরনারীর ইহার এক  
এক খণ্ড নিকটে রাখা আবশ্যক। \* \* \* \*

১৯২৬। ১৭ই চৈত্র

নগরী হাইস্কুল

ভবদীয়

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন,

সংস্কৃতভাষ্যাপক।

তৃষ্ণাব সময় আহাব করিবে না। নিযত এক বস সেবন, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন, অতি অধিক বা অতি অল্প মাত্রায় আহার অবিধি। এককালে জীব গৎস্যাদি বিকদ্ধ ভোজন। গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ মাত্রায় ও লঘুপাক দ্রব্য তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহাব করিবে। আহাবান্তে কিছু বিশ্রাম না কবিয়া, অগ্নি বা রৌদ্র সেবন, দ্রুত গমন বা দ্রুত বানাবাহণে গমনাগমন, ইত্যাদি কোন কার্য্যই উত্তম নহে। আহাবেব পূর্বে পঞ্চাদ্র হওয়া অর্থাৎ দুই হস্ত, দুই পদ ও মথ ধোত কবা উচিত। আর্জপদে ভোজন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। আহাবান্তে মুখশুদ্ধি দ্রব্য ব্যবহারে মনের প্রফুল্লতা সম্পাদিত হয়।

পান।—পিপাসা না হইলে জল পান করিবে না, পনি শ্রমেব পবও জল পান নিষিদ্ধ। অপবিকৃত জল, স্নানে বা আহাবে এককালেই পবিত্যাগ করিবে। নিশ্বল জলের নিতান্ত অভাব হইলে শীতশূত (জল উষ্ণ কবিয়া ঠাণ্ডা করিলে যে জল হয়) জল ব্যবহার করিবে। ধূমপানে অজীর্ণ হয়। মদ্যপান ও বিষ্ণু পান তুল্য। উষাপানের অশেষ গুণ।

পরিচ্ছদ।—পরিচ্ছদ বিষয়ে আমাদের দেশে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। মূল কথা অপবিকৃত বস্ত্র ব্যবহার করিবে না, বাহিবেব শৈত্য শরীরে লাগান ভাল নহে। গ্রীষ্মকালে কার্পাসেব বস্ত্রই আমাদের হিতকারী।

### নিদ্রা।

এতানি পঞ্চ কন্ধ্যাণি দক্ষ্যায়ানং বর্জয়েদ্বৃষঃ

অহাবং মৈথুনং নিদ্রাং সংপাঠং গত মধ্বনি।

সুনিদ্রা স্বাস্থ্য বক্ষাব, প্রধান অন্তরুল। অতি ভোজন,

### জীবন-কল্যাণ-বিষয়

অজ্ঞান, অজ্ঞানাদি অনিষ্টের বিষয়কারক। প্রত্যহ  
কর্তব্য হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া, শুষ্ক ও স্থলবস্ত্র দ্বারা  
ক্লেশ করিলে অনেক পরিমাণে অনিষ্ট হয়। অনাবৃত  
প্রবাহে, বা সিক্ত স্থানে শয়ন নিষিদ্ধ। ৬ ঘণ্টার  
নিদ্রার বেশী নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। কফ ও মেদহী  
বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি জাগরণ হিতকর। শয়ন-  
কালে জ্বর স্মরণ করিবে।

সম্পূর্ণ।

হইলে হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণে অথবা মলিন কটা বর্ণে পরিবর্তিত হইয়া কখন ঘন, কখন পাতলা রূপে নিঃসৃত হইতে থাকে উহা প্রায় সর্বদাই নিঃসৃত হইতে দেখা যায় এবং অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে । এই পীড়াকে প্রদর বলে ।

**পীড়ার কারণ ।**—আহারের অনিয়ম, অত্যধিক সহ-  
বাস, সহবাসের পর জল ব্যবহার না করা, স্ত্রী-বোণি সর্বদা  
অপরিষ্কার রাখা, ঋতুকালে শীতল জল অতিশয় ব্যবহার করা,  
প্রস্রাবের দ্বার ও প্রস্রাব যন্ত্রের কোনরূপ পীড়া হওয়া প্রভৃতি  
এই রোগের কারণ । বালিকাগণের পীড়া অধিকাংশ স্থলেই  
মাতৃশরীর সজাত ।

**চিকিৎসা ।**—এই পীড়া হইলে বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাসন,  
সহবাসের আধিক্য ভাগ, কিম্বা সহবাস একেবারে বন্ধ না  
করিয়া মাসান্তে দুই একবার সহবাস করণ এবং প্রত্যহ প্রাতঃ-  
স্নান, পরিমিতাহার, অল্প পরিশ্রম, ও যোগিদেহ এবং তৎ-  
পাশ্চবর্তী স্থান সমুচ্চ স্থানরূপে ধৌত করা আবশ্যিক ।  
এই রোগের প্রথমাবস্থায় “পালিটিলা” ব্যবহার করিলে  
বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । যাহাদের ক্ষতু হয় নাই  
এরূপ বালিকার পক্ষে “পালিটিলা” হৃদয় ঔষধ । যদি  
ক্ষতুর অব্যবহিত পূর্বে সমধিক স্রাব হয়, এবং সেই স্রাব  
হরিদ্রা ও সবুজ বর্ণ যুক্ত হয়, আর মধ্যে মধ্যে একটুই শীত  
বোধ হয় তবে “সিলিয়া” ব্যবহার করিবে । অনেক দিন  
স্রিয়া বিদ্যমান আছে এরূপ (বালিকার) প্রদরের পক্ষে  
“ক্যাল কেরিয়া” ব্যবহার কর্তব্য । “চারনা” এবং “সালফর”  
ও ইহার উত্তম ঔষধ । অভাবে, অশোক মূলের ছাল কিম্বা  
বেড়েলের ছাল ছুইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক গুণ্ডাচ পর্যন্ত

খাতে পান করিতে পারিলেও প্রদর রোগ নষ্ট হইতে পারে ।

২। মুচ্ছা ।—জীলোকগণ কাজ কর্ষ ছাড়িয়া কেবল নভেল উপকাসাদি পাঠে মন সর্বদা উত্তেজিত ও অস্থির রাখিয়া যদি অত্যধিক সহবাসে লিপ্ত থাকে, কিম্বা সহবাস একেবারেই বন্ধ রাখে, তাহা হইলে এই পীড়া জন্মে ।

এই পীড়া নানা লোকের নানা রূপ হয় । কাহার হৃৎকর ভিতরে একটা গোলাকার পদার্থ উপরে উঠিতে চাহে কাহার কাহার দন বন্ধ হইবার মত হয় । কাহার কাহার ঠিক উন্নততার চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয় ।

চিকিৎসা ।—যখন মুচ্ছা হইয়া হাত পা ছুড়িতে থাকে তখন চক্ষে জলের কাপটা দেওয়াই একমাত্র ঔষধ । এই পীড়া হইলে সর্বদা কোন না কোন কার্যে ব্যাপ্ত থাকা আবশ্যক । যাহাতে মন বিচলিত না হইয়া মতত সুস্থ-বহ্য ও আমোদে থাকে তাহারই অনুষ্ঠান করা কৰ্ত্তব্য । শীতঃস্নান ও উষ্ণান সর্বতোভাবে বিধেয় । শ্লিষ্টকর লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা প্রয়োজন । সদালাপ ও সংকাষে মন সংযোগ করা উচিত । দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, এবং সহবাসের অধিক্য সর্বথা পরিবর্জনীয় । অঙ্গ সহবাস একেবারে বন্ধ না করিয়া মধ্যে মধ্যে সহবাস করা সুসঙ্গত ।

৩। দুর্বলতা ।—দুর্বলতা (Chlorosis) ঋতুর পর সহবাস বন্ধ থাকলেই অধিক হওয়ার সম্ভব । (৬৭)

চিকিৎসা ।—শরীরের সমস্ত অঙ্গকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিলে, নিয়মিত ভোজন ও স্নানাদির দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিলে এই পীড়া কখনই হইবে না ।